

সংখ্যা ১৪২ ডি.কর

বিক্রী

বা

বৈদ্যকুল বিবরণ।

প্রথম খণ্ড।

বৈদ্য কুল-পঞ্জিকা, মনুসংহিতা, স্বন্দ পুরাণাদি ও চলপ্রভা
অভি নানাগ্রন্থের মতামুসারে বাঙ্গলা
ভাষায় পদ্যবন্ধে লিখিত।

শ্রীআনন্দচন্দ্র দাস গুপ্ত ঘটক কর্তৃক
প্রণীত ও সংগৃহীত।

শ্রীকেদারেশ্বর সেন কর্তৃক
প্রকাশিত।



প্রথম সংস্করণ।

নোয়াখালী,

নোয়াখালী-যন্ত্রে শ্রীশশিভূষণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৭ সন।

মূল্য ২ এক টাকা মাত্র

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ডাকৈর বাখ্যা ও কুলকর্ত্তারজাতি	২১	দম্ব বৈদ্যার	গোত্র সংখ্যা ২৭
ঈশ্বরের রূপ ও সৃষ্টি বিবরণ	১। ৩১০	দেব বৈদ্যের	ঐ ঐ ২৮
বেদ সৃষ্টি	৩	ধর বৈদ্যের	ঐ ঐ ২৮
জাতি হ্রদ	৩১৩	করবৈদ্যের	ঐ ঐ ২৮
বৈদ্যসৃষ্টির বিবরণ	৪	রাজ বৈদ্যের	ঐ ঐ ২৮
বৈদ্য বিস্তার বিবরণ	৬	সোম বৈদ্যের	ঐ ঐ ২৯
গোত্রবাখ্যা	৭	নন্দি বৈদ্যের	ঐ ঐ ২৯
গোত্রনাম	৭	চন্দ্র বৈদ্যের	ঐ ঐ ২৯
গুপ্ত শব্দ বাবচ্যাব নিদি	৭	কুণ্ড বৈদ্যের	ঐ ঐ ২৯
রাজাআদিশব্দ বিবরণ	৭	রক্ষিত বৈদ্যের	ঐ ঐ ২৯
রাজাবল্লভ সেনের বিবরণ	৯	ইন্দ্র বৈদ্যের	ঐ ঐ ৩০
পালবাজাংশবিবরণ	১০	আদিত্য বৈদ্যের	ঐ ঐ ৩০
অবর্ণজ বা স্বজাতীয় জীজাতসম্মান	১৪	নাগ বৈদ্যের	ঐ ঐ ৩০
অস্ববজ বা পরবর্ণীয় জীজাতসম্মান	১৪	সাধা কষ্টবৈদ্যাগণের শ্রেণী বিভাগ	৩০
বর্ণ শব্দ	১৫	চীন ভাবের হেতু	৩০
প্রতি লোম বর্ণ	১৫	মহাজ্ঞানশাক্য	৩১
বাহ্যত্ব বিবরণ	১৬	পাণ্ডীন কথা	৩২
অস্বাজ বর্ণ ও যোনি শব্দ	১৬	বুদ্ধশাক্য	৩৩
মেল পরিচয় ও মেলোন্নতি	১৭	স্কন্দ প্রমানাদি প্রমান	৩৩
অস্বষ্ট ধ্বন্থরি	১৮	দেবীর ঘটকের বাক্য	৩৪
বৈদ্যমাতার ও বৈদ্য বিস্তার	৬ ১৯	ঘটকচূড়ামণি ও রামজীবনেরবাক্য	৩৫
কুল স্থিতি	২০	সম্রাট নির্ণয়ে মতান্তর	৩৬
বৈদ্যের ভাব	২২ ৩৯	শিশুকালেরনাম বিচার পিকা	৩৬
সিদ্ধ সাধাদি ভেদকথন	২৩	মৃগাষ্টকুল	৩৮
সেনবৈদ্যগোত্রসংখ্যা ও বীজীনিরূপন	২৪	চিহ্নিতকুল সংখ্যা	৩৮
সাধাদি ভেদ	২৫	কুলের গুণ দোষাদি সংখ্যা	৩৮
দামবৈদ্যেরগোত্রসংখ্যা ও বীজীনিরূপণ	২৫	কুল গুণ বা লক্ষণ	৩৮
ভরহাজপরিচয়	২৬	কুল দোষ	৩৯
গুপ্ত বৈদ্যের গোত্র সংখ্যা ও বিজী	২৬	বৈদ্যভাব	৩৯
নিরূপণ	২৬	বৈদ্য মুক্তি	৩৯
		২৭ সমাজ	৩৯
		কুলমহাজ্ঞ	৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
জ্ঞান মাতা	২০	বাতিসা গ্রাম উচলী	৭৫
কুলীনের দোষ	২০	সাবেক ডাকৈর	৮০
অষ্টদর বৈদ্য কণন	৪০	আটঘরের স্থান	৮০
সাধা বৈদ্য লক্ষণ	৪০	আটঘরের বাহন	৮০
কষ্টবৈদ্য লক্ষণ	৪১	আটঘরের অলঙ্কার	৮০
অরি বৈদ্য লক্ষণ	৪১	নহুবংশ	৮১
কুল পরিচয়	৪১	নূতন ডাকৈর	৮১
আদি সাধাদির স্থান নির্ণয়	৪৩	পণ বিধি	৮২
সংশয় সাধ্যে স্থান নির্ণয়	৪৬	বাবহার বিধি	৮২
সিদ্ধাদির শ্রেণী তেদ	৪৮	দক্ষিণাবিধি	৮১
কষ্ট এ অরি ভাব	৪৯	দাস বৈদ্য মোংগল্য গোত্র বংশাবলী	
ধনুস্তরিগোর সেনবৈদ্যের বিবরণ	৪৯		৮৫
দক্ষিণাগর সেনবৈদ্য	৫৬	বুনিাসন বংশাবলী	৯১
শিৱাল সেন	৫৪	ঘটক বর্ণনা	৯২
কুলবিবরণ	৬৫	চন্দনদান	৯৫
গোত্র এ পলবর সংখ্যা	৬৯	রাজা সংগাম সাহা	৯৫
মোংগল্যগোত্র চান্দুদাস	৭০	পরিনর সূত্র ও মেল বিচার	৯৬
পশুদাস বিবরণ	৭৬	ডাকৈর অর্গ ও বাজুদেশ নির্ণয়	
কাবু গুপ্ত	৭৭		
ত্রিপুর গুপ্ত	৭৭	বৌদ্ধী পুরুষ নির্ণয়	
শ্রীপুরে মাধব বংশ	৭৮	বৈদ্য গ্রন্থকারগণের নাম	

বিজ্ঞাপন ।

আদিবংশ বিবরণ মানব মাতেই জানিতে বাসনা হইতে পারে মনে করিয়া এই সূচীপত্রের লিখিত বিষয় সকল বহু অনুসন্ধানে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা গেল সূচী পত্র পাঠে যদি ডাকৈর অর্থাৎ বৈদ্যকুল বিবরণ পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় তবে মিন্স লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। ভিঃ পিঃ ডাকে পাটান যাইবে মূল্য এক টাকা মাত্র।

জ্ঞানমোহন দাস গুপ্ত ঘটক সাং বিদগাম, হাল সাকিন নোরাখালী
৯/ গোলোকচন্দ্র সেন দেওয়াজি মহাশয়ের বাসায় প্রাপ্তব্য অথবা কলিকাতা
কুমারটলি শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়রত্ন সেন কবিরত্ন মহাশয়ের বাসায় পাওয়া
যাইবে। ইতি ১৩০৭ সন।

মঙ্গলাচরণ ।

যেই দিবাকলনদী, পূণ্যস্রোতেনিরবধি
বহিয়ে আগত তব পুরে ।

পুন কত দূর যাবে অথবা কি লুকাইবে
সদাশত কলঙ্গী কবে ।

সে কুল দারিনী পায় পণমি স মনকায়
সত্তত বাসনা এই পংগে ।

যত বৈদ্য বংশধর, শুণে হুণে নিরন্তর
পূজ়ে কুললক্ষ্মী শ্রীচরণে

জননীরথাকেতোষ, পাণেনাতিহররোষ
মৃথা লক্ষ্য সদা এই বয় ।

বৈদ্যবংশসন্নিধানে, আত্মঅধিকারজ্ঞানে
বৈদ্য কলাচার্য্য এইকয় ।

রচিত্তে বাহিতমন, বৈদ্যকুল নিবরণ
পূনাও মা বাসনা আমর ।

সে সমৃদ্ধি তুমি দিলে, সদাতব পদবলে
রক্ষাকব সত শুদ্ধাচাব ।

নাহিকিছুভাবাজ্ঞান, সবিশেষ প্রণিধান
নিবেদন স্বধীগণ স্থানে ।

বুদ্ধ আমিভাষা বুদ্ধ নাহিজ্ঞানগুদাগুদ্ধ
ক্ষমিবেন অজ্ঞান স্বগুণে ।

প্রাচীনপদ্ধতিক্রমে, নাগনিয়োগিপিত্রমে
স্বষ্টিকর্ত্তে ভাব বিবরণ ।

নিখিলায় যথায়থ, ইতিহাস শাস্ত্রমত
শুধতত্ত্ব করুন গ্রহণ ।

কোথা পূর্ব পরিবার, পিয়তড়াগনতার
কোথা কল জনক জননী ।

তনয় তনয়া নিয়ে স্বখে দুখে দিন বয়ে
কাটাভেন দিবস রজনী ।

শুনহে কুল তনয়, তিলেক কি মনে হর
আজিতব সমৃদ্ধি দিনে ।

সাহাদের স্নেহধার, ধরে তব পরিবার
স্নেহ ডোর আছে কিহে মনে ।

যেইতরুঅন্যাশাণা, কোথায়বয়েছেঢাকা
থুলেদিরে বিস্মৃতি অঁধাব ।

একতরু শাখা ফল, জাতাভগিনীর দল
দেখিতে কি বাসনা তোমার ।

যাঁরা বসে পরপুরে, তবগুণ বাঞ্ছাকরে
পুত্র জ্ঞানে ববে নিরীক্ষণ ।

কিভাবেবয়েছেতারা শান্তিতেকিশান্তিহারা
ভাবনা কি আসে তে কখন ।

জেনেউতাহাদেরনাম, সদায়েয়েমোক্ষকাম
শোধিতে অপোধ্য ঋণ ধার ।

যোগে বুদ্ধ করতল, বিনাভয়ে বিদ্ধুল
দিতে সাধ নাহে কি তোমার ।

দেখিবে কি ক্রমে২ নানা পূণ্য পিতৃভূমে
তব প্রিয় জনয়িতগণ ।

কোনপথে কানহাটে কোনশুটিনীরতটে
করিতেন সদা বিচরণ ।

কোথা কত রম্যস্থলে, কতদিব্যতরুনে
প্রেমহাট তত সম্মিলন ।

এখনোবেশধনেগেলে, তবপরিত্রয়গেলে
পেমাশ্রিতে করে আলিঙ্গন ।

জানিতেতাদেরনাম, কোথাছিলবাসিধার
কোথাহতে কোথা চলে যায় ।

হৃদয়ে বাসনা যদি, এস সঙ্গে হতেআদি
প্রিয় কুল দেখাব তোমরা

ବିଜୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ।

ଜ୍ଞାନୀ ଜନେବ ନାମମତେ ବୀଜି ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହେ
ଏକ ପଞ୍ଚାଶତବୀଜି ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭା କହେ ॥

ବଂଶ ମଧ୍ୟେ କୃତି-ବ୍ୟକ୍ତି ବୀଜୀ ନିରୂପଣ ।

ବୀଜୀ ପୁତ୍ର ବହୁ କୃତୀ ହବେ ସତଜନ ॥

କୃତୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବୀଜୀ କେହ କେହ କର

ଆନନ୍ଦ ଷଟକ କିନ୍ତୁ ତାତେ ଐକ୍ୟ ନୟ ॥

ଆନନ୍ଦ ଷଟକ ହୟ ତାହାତେ ବିବାଧି ।

ଗୋତ୍ର ଧାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବୀଜୀ ନିରବଧି ॥

ଆଧ୍ୟା ବୈଦ୍ୟା ଶୋଳଜନ ପୂର୍ବେର କଥିତ ।

ଗୋତ୍ରୋଦ୍ଭବ ବଂଶଧବ ବୀଜି ନିରୂପିତ ॥

ବଞ୍ଚେତେ ହିମାଦ୍ରୀଜନ ବୀଜୀ ମାତ୍ର ପାଇ

ଅତିବିକ୍ତ ବୀଜୀ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚେ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ॥

ଗୋତ୍ର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ହୈତେ ଅଗତେ ରଟନା ।

ତାହାକେହି ବୀଜୀ ବଳି ଷଟକ ଧାବଣା ॥

ଗୋତ୍ରଧାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷେବା ବୀଜୀ ମଧ୍ୟେ ଗନ୍ୟ ।

ଗୋତ୍ରଧାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବଂଶ ସର୍ପ ଦେଶେ ଅମଞ୍ଚ

ବୀଜୀବ୍ରାତା ବୀଜୀ ହବେ ବୀଜୀ ପୁତ୍ର ନୟ ।

ବୀଜୀ ପୁତ୍ର ବିଜିବଳା ଅନୁଚିତ ହୟ ॥

ଏକ ବଂଶେ ବହୁ ବିଜି କଥନ ନା ତର
ଗୋତ୍ର ଧାର୍ଯ୍ୟ ବୀଜୀ ବ୍ରାତା ହିମ ବୀଜୀ ନ

ବୈଦ୍ୟ ଶ୍ରୀହରୀ ନାମ ।

ବ୍ୟାକରଣେ ପଞ୍ଜିକୃତ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ ।

ତୁଳସେନ କୃତତୀକା ଭୁବଣେ ପ୍ରକାଶ ॥

ଶ୍ରୀପତି ଦାଢ଼େବକୃତ ପରିଶିଷ୍ଟ ହୟ ।

ଦାନ ସାଗବ ଶ୍ରୀହରୀକୃତ ବଲ୍ଲଭ ମହାଶୟ ।

ନିନ୍ଦାନ ମାଧବ କର କୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।

ଚକ୍ରପାଣି ଦନ୍ତକୃତ ନିଜ ନାମାଙ୍କିତ ।

ବିଜୟ ବନ୍ଧିତ କୃତ ନିନ୍ଦାନେବ ବ୍ୟାଧ୍ୟା ॥

ସଂଶୋଧବ କୃତ କିଛି ନିଜ ନାମେ ଆଧ୍ୟା

ବାଟହ ହର୍ଜୟଦାସ କୁଳପଞ୍ଜି କୃତ ।

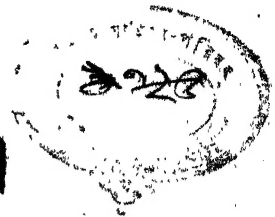
ତବଂ ମନ୍ତ୍ରିକକୃତ ବିଭିନ୍ନ ବା କତ ॥

ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଳପଞ୍ଜିକୃତ ଚନ୍ଦ୍ରିବବ ।

କାର୍ଣବଂଶେ ନବହରି ଆତି ଶୁଭବ ॥

ବୈଦ୍ୟ କୁଳଶ୍ରୀ ତିନି କବେନ ପ୍ରଚାର ।

ଅଗତେ ରସେହି ତାବ କିଛି ଅଂଶଂସାନ ॥



ডাকৈর।

বৈদ্যকুল বিবরণ।

ঈশ্বরের রূপ ও সৃষ্টির প্রকরণ।

নিরাকার নির্মিতাকার ব্রহ্মনিরঞ্জন।
কছু তার চক্ষু নাই দৃষ্টি চিরন্তন ॥
কছু তার কর্ণ নাই শ্রুতি অতিশয়।
হস্ত পদ কিছু নাই সর্ব কার্য্যপ্রয় ॥
অনাদি অনন্ত তিনি সত্য পরাংপর।
সর্বদর্শী অস্ত্রব্যাপী দীপ্ত কলেবর ॥
চরাচরে কিছু তাঁর নাহি অখোচর।
দয়া হওগানী তিনি সৃষ্টির আকর ॥
সহানন্দ চিদানন্দ সর্বজ্ঞ মুহূদ ॥
নিরানন্দ কছু নহে কহিছে জানন্দ ॥
ঈশ্বর তাঁহার সংজ্ঞা জানী জন বলে।
এমত অদ্বৈত কিছু নাহি ভ্রমণে ॥
আদিতে তিনিই ব্রহ্ম নিরাকারময়।
ব্রহ্মজ্যোতিঃ ভিন্ন আর নাহি কিছু ময় ॥
ছিল না ব্রহ্মও সৃষ্টি ছিল না সোঁসার।
ওহ ব্রহ্মজ্যোতিঃ ছিল তাও নিরাকার ॥
সাকার হইতে ব্রহ্ম কদ্রিয়া মনন।
আরস্তিলা ব্রহ্মজ্যোতিঃ হইতে সৃজন ॥

তিনপুরী সৃষ্টিলেন জগত ঈশ্বর।
বৈকুণ্ঠ পাताल মর্ত্য অতি মনোহর ॥
হেনকালে মনে চিন্তি ব্রহ্ম নিরাকার।
সুন্দর আকৃতি ধরি হলেন সাকার ॥
স্বৈচ্ছাময় পরাংপর জগত আধার।
করেন সাকার রূপ জগতে প্রচার ॥
সর্বদিক্ শূন্য দেখি ব্রহ্ম সুনাতন।
ভাবনা করেন তিনি সৃষ্টির কারণ ॥
হরি, ব্রহ্ম এক কথা জীবের তখন ॥
অন্ধকারময় দেখি এতিন তুবন ॥
দশ দিক্ অন্ধকার নাহি রাখি কিন ॥
অগ্নি জল বায়ু আদি সকল বিহীন ॥
জীব জন্তু কিছু নাই নাহিক অদর ॥
তৃণ মতা সম-শূন্য নাহি উদর ॥
আকাশ পাताल নাই চক্ষু দিবারক ॥
আছেন কেবল মাত্র ব্রহ্ম পরাংপর ॥
সব শূন্যময় হরি করি দরশন ॥
স্বৈচ্ছায় সৃষ্টিতে সৃষ্টি করেন মনন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব জন্ত ব্রহ্ম হৈতে হয় ॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় জন্ত নির্য্যাসিত হয় ॥

ব্রহ্মা কিছু শিব হইতে দেব দেবীগণ ।
 কত যে স্বজন হৈল সখ্যা অগণন ॥
 বিধাতা ভাবেন তবে সৃষ্টির কারণ ।
 সাবিত্রী সতীরে বিভা করেন তখন ॥
 চারি বেদ জীব জন্ত শাস্ত্র ব্যাকরণ ।
 ব্রহ্মা ও সাবিত্রী দোহে করেন স্বজন ॥
 মুনি ঋষি ষিদ্ধ শ্রেষ্ঠ বহু বিধ জন ।
 হীরা মুক্তা চুণী আদি নাহি নিরূপণ ॥
 কত যে করেন সৃষ্টি অসাধ্য বর্ণন ।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূত্র জাতিগণ ।
 নানারূপ সৃষ্টি জন্ত পৃথী সুশোভন ॥
 সৃষ্টি তত্ত্ব জ্ঞাত জন আছে কি ভূবন ॥
 হিন্দু বহন খুঁটা দি নানা ধর্ম প্রভেদে ।
 ঈশ্বর সর্বত্র উক্তি সকলের মতে ॥
 সাকার বা নিরাকার যাহা মনে লয় ।
 ঈশ চিন্তা সব ভাল বাহিক সংশয় ॥
 ফুল জল দিরা পুজা হিন্দু মতে বিধি ।
 ফুল জল ভিন্ন কেহ করে নিরক্ষয় ॥
 বিবিধ নিয়মে পুজা নাহি কিছু মোষ ।
 মনে বাঞ্ছা ভাল লয় তাহাতে সন্তোষ ॥
 ঈশ্বর অনন্ত লীলা কে বুঝিতে পারে ।
 অসম্ভব কার্য কিন্তু ঈশ যাহা করে ॥
 বেদ মন্ত্র প্রত্যাধেতে জীবের সঞ্চার ।
 বেদ মন্ত্র বাগ হীনে বুঝিবে কি সার ॥
 সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য করিতেছে যিনি ।
 তাঁর কার্য বুঝিবে কি অজ্ঞান পরানি ॥
 ঈশ্বর ইচ্ছার হয় অসম্ভব কার্য ।
 অসম্ভব নাহি তাঁর ইচ্ছাই আশ্চর্য ॥

বেদের মহিমা তত্ত্ব প্রকাশ কারণ ।
 সুবিগণ প্রাপ্ত হন নহে অল্প জন ॥
 বেদে ইচ্ছা মুনিগণ করে প্রাণ দান ।
 এমত বেদের তত্ত্ব বোধে না অজ্ঞান ॥
 বেদ হৈতে কুশ জন্ম রাক্ষস সংশয় ।
 বেদ হৈতে বৈদ্য জন্ম ভুবন ভিতর ॥
 অসম্ভব কথা ইহা কলির মাহাত্ম্য ।
 অজ্ঞানী বুঝিবে কি বেদ মন্ত্র তত্ত্ব ॥
 ঈশ্বরের কার্য কিছু অসম্ভব নয় ।
 ঈশ কার্য বলি তাহা বিশ্বাস যোগ্য হয় ॥
 সমুদ্রের সীমা স্থির নাহিক নিশ্চয় ।
 পৃথিবীর সীমা স্থির তথৈবচ হয় ॥
 যত যাও তত পাও সীমা নাহি শেষ ।
 কেমনে বুঝিবে তত্ত্ব হৈল অবশেষ ॥
 দেখিতে ধরিতে নাহি স্পর্শ বোধে পাই ।
 এমত কত যে আছে অস্ত কিছু নাই ॥
 পৃথী আছে জলোপরে জল আছে কিসে ।
 তাহা কি বুঝিতে পারে ভূবন মাহুয়ে ॥
 বেদ মন্ত্র যত কার্য অসম্ভব হয় ।
 ঈশ্বর কথিত বলি সর্ব শাস্ত্রে কয় ॥
 বেদ বিধি মতে যদি আচরণ হয় ।
 অবশ্য কুশার মুক্তি জীব সঞ্চার ॥
 বেদ মন্ত্রে জীব সৃষ্টি নাহিক অন্যথা ।
 সর্ব ধর্ম মতে আছে অসম্ভব কথা ॥
 বিশ্বাস ঈশ্বর কার্যে নাহিক সংশয় ।
 অসম্ভব ঈশ কার্য বিশ্বাস যোগ্য হয় ॥
 যীশ যদি ক্রুশ বিদ্ধে ঠৈরে প্রাণ পায় ।
 বেদ হৈতে বৈদ্য জন্ম অসম্ভব কি তার ॥

হিন্দু জাতি মধ্যে বহু অর্থমেধ হয় ।
কাটা ঘোড়া মস্ত বলে বাঁচে যে নিশ্চয় ॥
কোথা হৈতে ঝড় আসে বায় চলেকোথা
বোঝে কি সামান্য জন জীর্ণের কথা ॥
বুড়ি কেন বিন্দুরূপে পড়ে হে ধবায় ।
হির কি করিতে পারে মাসব সজায় ॥
মৃত্যু ত্যাগ-গতি কিস্তি বেকে বেকে হয় ।
তার মর্ম্ম বোঝে শক্তি তবে কেহ নয় ॥
ভূমিকম্প জলকম্প বজ্রাঘাত কত ।
অগ্নিরষ্টি জনতন্ত্র অসম্ভব বত ॥
দৃষ্টিপথে পড়ে বলি সত্য বলি মানি ।
নতুবা কে বলে তাহা আশ্চর্য্য কাহিনি ॥
জৈশ কৃতকার্য্য বাহা দেখা শুনা যায় ।
কে তাহা অবিশ্বাস করে সামান্য কথায় ॥

বেদ সৃষ্টি ।

বেদ কর্ত্তা নহে কেহ ব্রহ্মার বচন ।
স্মরণ কবেন ব্রহ্মা মুনি অধি কন ॥
মুনি অধিগণ পূর্ব্ব স্মরণের বলে ।
বেদের মহিমা তত্ত্ব জানে ভূমণ্ডলে ॥
বাগ হীন হয় বলি বেদ অপারক ।
কলিতে আছেন বটে বহুতর ঠক ॥

সৃষ্টির নিয়ম ।

মুখ বাহ উরু পদ হৈতে চারি জাতি ।
জনম হইল বলি বেদে আছে খ্যাতি ॥
মুখ বাহ উরু পদে জন্মিবে সন্ততি ।
কিমতে বিশ্বাস হয় বেদের ভারতী ॥

বেদ সত্য বল যদি ছিল অন্য সত্য ।
হিন্দু জিন্ন সুখিবে না বেদের সাহায্য ॥
বেদ বাক্য সৃষ্টি মতে নিশ্চয় করিবে ।
ব্রহ্ম হৈতে সর্ব্বজাতি উৎপত্তি জানিবে ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা হয় ব্রহ্মা কহে হিন্দুগণ ।
চতুর্মুখ তার নাম বিদিত ভুবন ॥
ছায়ার আকৃতি রূপ স্বর্গে তার ধাম ।
চারিমুখ ছিল বলি চতুর্মুখ নাম ॥
আনন্দ মুখেতে জন্ম সনক লভিল ।
নন্দন মুখেতে জন্ম শ্রোত্রিয় হইল ॥
তাম্রমুখে গ্রহ দ্বিজ জন্মিল ভুবন ।
ধূম্রমুখে জন্মিল বৈদিক ব্রাহ্মণ ॥
বাহ হৈতে ক্ষত্র জন্ম উরু হৈতে ঐশ্বর্য্য ।
পদ হৈতে শূদ্র জন্ম ভুবনে প্রকাশ ॥
বেদ মন্ত্র প্রভাবেতে অসাধ্য সাধন ।
বেদ হৈতে বৈদ্য জন্ম এই সে কারণ ॥
অসম্ভব অন্য কথা সব সত্য বাক্য ।
বেদ মিথ্যা জানে হবে সমস্ত অনৈক্য ॥

জাতিভেদ নিরূপণ ।

পূর্ব্বকালে জাতিভেদ ছিল না কখন ।
ব্রহ্মময় পৃথ্বী হয় এই সে কারণ ॥
যোগী অধিগণ ছিল যোগেতে বিযুক্ত ।
জাতিভেদ প্রয়োজন নাহি ছিল তত ॥
জাতিভেদে মহতত্ত্ব জন্মিবে নিশ্চয় ।
জাতিভেদে গুরু লবু হয় পরিচয় ॥
ধর্ম্মতত্ত্ব তর্ক বুদ্ধি হইবে বধন ।
জাতিভেদে প্রয়োজন হইবে স্তবন ॥

হিন্দু বরন বুড়াই জাতিতেল বাসে ।
 কলসি জল দিয়া নিল পান তানে ॥
 কলসের গল বন্ধ রাখার স্বজন ।
 জাতি ভেদ হয় কিন্তু পোশাক করণ ॥
 হীন চিত্ত বুদ্ধি যার হীন কার্য্য করে ।
 ব্যবসার নাম মতে জাতি নাম ধরে ॥
 যে জন যে পোশাক করে তার বংশধর ।
 অবশ্যই হইবে সে শিষ্ঠ অশুচর ॥
 জাতি ভেদ হয় কিন্তু এইত বিধানে ।
 হীন জন অন্ন লাভে তৃপ্তি নাহি মনে ॥
 হাড়ি ডোর মেঘেরায় দেখিবে যখন ।
 বিষ্ঠা পূর্ব পায়ে মনে হইবে শুখন ॥
 বীচ জন অন্ন অল্পে লীচ রীতি হবে ।
 জাবীর অকণ্ড তাহা স্বীকৃত হইবে ॥

বৈদ্য হুতির বিবরণ ।

ইহা শুনে রসতি করেন যুধিষ্ঠির ।
 একলা আইলা মুনি মৈত্রেয় সুধীর ॥
 পান্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা করিলেন পূজা ।
 মুনিবর বলিলেন তুমি ধর্ম্ম রাখা ॥
 যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া মিততি ।
 ধর্ম্মন্তরী জন্ম কথা করু মহামতি ॥
 বৈত্রে মুনি বলিলেন কথা পুরাটন ।
 কল পুরাণে লিখে পান্যব বিবরণ ॥
 মহর্ষি গাংব নাথক ভেজলু ক মুনি ।
 তাহার ঘটনা হয় আশ্চর্য্য কাহিনী ॥
 একলা গালব মুনি ককটোত্তে কাহণ ।
 গহবর কান্দনে যার কহিলু স্রবণ ॥

কাঠি কাহন্য মুনি হইলেন কাটর ।
 তুকার কাহন্য মন অরণ্য ভিতর ॥
 বারি পূর্ব পায়ে বহু দেখি এক কন্যা ।
 মুনিবর বলিলেন তুমি অতি ধন্যা ॥
 কিবা নাম কার কন্যা করু পরিচয় ।
 কহিব মনের কথা জানিবা নিশ্চয় ॥
 কচি নামে বৈশ্র রাজা ধার্ম্মিক সুধীর ।
 তাহার তনয় আমি বালিকা শরীর ॥
 জলসহ যাব আমি পিতার ভবনে ।
 বৈশ্র কন্যা হই আমি জানে বিপ্রগণে ॥
 বীরভদ্রা নাম মোর রাখে মম পিতা ।
 বিধি লিপি আছে যাহা করেন মিথ্যাতা ॥
 তুকার কাটর মুনি রাস্তা বে শরীর ।
 জলপান করিয়া বড় হইলেন অধীর ॥
 জলদান করিলেন কবাসী সহিত ।
 জল প্রাপ্ত মুনিবর হৈল পুলকিত ॥
 অর্দ্ধ জলে পান করা হৈল অস্বাদিত ।
 বাকি জল পানে মুনি হুহু কায়চিত ॥
 তব জল পানে হৈল মম হুহু মতি ।
 মম বরে হবে তুমি সাধু পুত্রবতী ॥
 কন্যা বলে মুনিবর করিলে কি কার্য্য ।
 বিবাহ না হয় মম কথা অনিবার্য্য ॥
 গালব মুনি চিন্তা করি কহিল বচন ।
 মুনিগণ নিকটোত্তে করব শ্রবণ ॥
 সকল রূপান্তর করিয়া লিখায়া ।
 বেদ মন্ত্র বিদ্যানে করিব শিখায়া ॥
 মুনিগণ নিকটোত্তে কহিত গমনে ।
 কহিল সকল কথা পরিগণ স্থানে ॥

সুনি শুদ্ধিগণ কহন বৈদ্য কুলবিবরণ
 হুলাসে পুত্রসী একাকরিতা স্থলন ॥
 বীরভদ্রার কোড়ে তাহা করিয়া অর্পণ ।
 প্রাণ দান দিল তাহে করিয়া বন্তন ॥
 বেদের বিধান মতে করি আচরণ ।
 বীরভদ্রার পুত্রের হৈল জীব সঞ্চারণ ॥
 শিশুর হইল বর্ণ কাকল মনুষ্য ।
 শিষ্ট শাস্ত্র শাস্ত্র হুতী যেমন মহেশ ॥
 বৈদ্যকন্যা কোড়ে দেখি বৈদ্যকন্যা শিশু ।
 সুনিগণ হইলেন প্রভুসিত পাত ॥
 বৈদ্য হইতে জন্ম বলি জাতি হৈল বৈদ্য ।
 পুত্রিবার প্রাণীষণ সব তার বাধ্য ॥
 জননী কোড়ে কুলে পালিত হইবে ।
 তখন্য অর্ঘ্য নার জগতে ঘোষিলে ॥
 সুনিগণ বাক্যে হৈল নাথ অনুভাচার্য্য ।
 ধবন্তরি বলি কেহ করিলেন ধার্য্য ॥
 অক্ষত বোনী বীরভদ্রা পিতার ভবনে ।
 লইয়া থেলেন শিশু পালন কারণে ॥
 দিনে দিনে বারে শিশু ধর্মেতে তৎপর ।
 পরম স্নান কর বেন শশকর ॥
 সুনিগণ আভ্যাসে স্নাত আত্মকর্মে ।
 দেবতা সন্থ যেন নাহি কিছু ভেদ ॥
 মাতৃ স্থানে ছিল কনি হৈল বৈদ্যভার্য্য ।
 আত্মকর্মে শিক্ষা তার হৈল চমৎকার ॥
 সুনিবরে হইলেন বৈদ্য শাস্ত্র জানী ।
 বিদ্যার প্রভাবে তিনি হইলেন মীনী ॥
 অক্ষতানুভাচার্য্য ধবন্তরি নাম ।
 বাহার শরণ কহে থাকে না ব্যারাম ॥
 ইতি বৈদ্যের সুনি বাক্য ।

বৈদ্য হৈতে জন্ম বলি জাতি হৈল বৈদ্য ।
 তাহাকে অর্ঘ্য বলি জগতে প্রসিদ্ধ ॥
 অর্ঘ্যকে প্রজাপতি কহে শাস্ত্র সুনি ।
 পুরাণের কথা ইহা ধবি বাক্য শুনি ॥
 ইতি শাস্ত্র সুনি বাক্য ।
 ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈদ্য তিন জাতি সনে ।
 অববর্ণে পরিণয় শাস্ত্রের বিধান ॥
 বিবাহের রীতি ছিল কহে সুনিগণ ।
 নানা শাস্ত্রে লিখে তাহা দেখি অক্ষত ॥
 সর্গেতে তিন পুত্র অসবর্ণে তিন ।
 বর্ষ পুত্র বিজ গণ্য নহে কিছু বীন ॥
 উচ্চজাতি নারী আর নিম্নজাতি নয়ে ।
 নাহিক বিবাহ বিধি শাস্ত্র অনুসারে ॥
 বদিক কখন তাহা কাব্যে পরিণত ।
 অবস্ত পতিত তারা শাস্ত্র বিধি মত ॥
 ব্রাহ্মণ বৈদ্যের কন্যা শাস্ত্র বিধি মতে ।
 বিবাহে অর্ঘ্য জন্ম প্রকাশ জগতে ॥
 অর্ঘ্যকে বৈদ্য বলে কহে শাস্ত্রসুনি ।
 বৈদ্য জন্ম অর্ঘ্যকে বিজ শ্রেষ্ঠ মানি ॥
 বর্ষ বিধি বিজ সেবা করে শূদ্রগণ ।
 শূদ্রের সমান বৃত্তি এই সে কারণ ॥
 শূদ্র কন্যা বিবাহের ছিল পূর্ব রীতি ।
 তার পুত্র বিজ নহে শাস্ত্রের ভারতী ॥
 প্রাণবারি বড়কর মতে তাহার ।
 অধিকারী নহে শূদ্র শাস্ত্রের বিচার ॥
 কার্য্যেতে কার্য্যেই জন্ম কেহ কেহ বলে ।
 কার্য্যেতেই বিজ জন্ম নাহি শাস্ত্রসুনে ॥
 কার্য্যেতে শূদ্রের মধ্যে না দেখি প্রভেদ ।
 কেমনে করিবে তারা শাস্ত্রের বিচার ॥

বৈষ্ণৱ শিৱা শূদ্রা মাতা একুপ সন্তান ।
 কৰণ কায়েহু তাৱা শাস্ত্ৰেৰ প্ৰমাণ ॥
 শূদ্র হৈতে কায়েহুেৰ ৰাধিবাৰ বিধি ।
 শাস্ত্ৰেতে লিখিত আছে দেখি পুৰুষাৰ্থি ॥
 ইতি মহাদি ঋষি বাক্য

বৈষ্ণৱ বিজ্ঞান বিবৰণ ।

বৈষ্ণৱ আদি পুৰুষ অৰ্ঘ্য ধৰ্ম্মজি ।
 তাৰ সম ব্যক্তি নাই শাস্ত্ৰ অধিকাৰী ॥
 শ্ৰৱণ কৰিলে বাৰ ব্যাধি মুক্ত হয় ।
 তাহাৰ বংশেৰ বাহা আছে পৰিচয় ॥
 কহিব সকল কথা শাস্ত্ৰেৰ বিধানে ।
 বাহা আমি জানিয়াছি বেদ ও পুৰাণে ॥
 মুনিবৰে প্ৰাপ্ত তিনি বৰ্গ বৈষ্ণৱ কন্যা ।
 জগতে হইবে তাৱা বহু মতে মান্যা ॥
 বৰ্গ বৈষ্ণৱ ৰাজ হন অৰিণীকুমাৰ ।
 সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট নামে ত্ৰিকন্যা তাহাৰ ॥
 বিদ্যা বুদ্ধি ৰূপে গুণে কেহ কম নয় ।
 তিনজনে বিদ্যা আখ্যা প্ৰতিষ্ঠিত হয় ॥
 সিদ্ধি বিদ্যা জ্যেষ্ঠ কন্যা ভুবন বিদিতা ।
 দ্বিতীয়েতে সাধ্যবিদ্যা নামে প্ৰশংসিতা ॥
 তৃতীয়েতে কষ্ট বিদ্যা বহু গুণাৱিতা ।
 তিন কন্যা ৰূপে গুণে ভুবনমোহিতা ॥
 উপবৃত্ত পাণ্ডে কন্যা সমৰ্পণ অন্য ।
 বৰ্গ মৰ্ত্য দুই স্থান ঘূৰে হন সূৰ্য ॥
 মৰ্ত্যেতে অৰ্ঘ্যগণ বৈষ্ণৱ কুলমণি ।
 ভৎসন ব্যক্তি নাই মনে ভাল জানি ॥

অৰ্ঘ্য অমৃতচাৰ্য্য সৰ্ব গুণাৱিত ।
 তাৰ স্থানে কন্যা দান কৰে বিধিমত ॥
 সিদ্ধি সাধ্য কষ্ট বিদ্যা এই তিন জন ।
 তিন বিদ্যা সহ স্তুতে থাকেন ভুবন ॥
 সিদ্ধি বিদ্যাৰ সন্তান প্ৰধান হইবে ।
 সিদ্ধবৈদ্য বলি তাৱা সন্মান পাইবে ॥
 সাধ্য বিদ্যাৰ সন্তান মহা ভাবে ৰবে ।
 সাধ্যবৈদ্য বলি তাৱা প্ৰতিষ্ঠিত হবে ॥
 কষ্ট বিদ্যাৰ সন্তান মানি হৈতে চাবে ।
 কষ্টবৈদ্য বলি তাৱা আদৰ নী পাবে ॥
 সিদ্ধি বিদ্যাৰ তিন পুত্ৰ সেন দাস ওন্ত ।
 বিদ্যাৰ প্ৰভাবে তাৱা হৈল বিশ্ব ঘ্যাণ্ত ॥
 সাধ্যবিদ্যাৰ দশ পুত্ৰ সংসায় বিদিত ।
 দত্ত দেব ধৰ কৰ আছে পৰিচিত ॥
 ৰাজ সোম নন্দ চন্দ্ৰ কুণ্ড ও ৰক্ষিত ।
 এই দশ পুত্ৰ হন বিখ্যাত পণ্ডিত ॥
 কষ্টবিদ্যাৰ তিন পুত্ৰ বিখ্যাত ভুবন ।
 ইন্দ্ৰাদিত্য আৰু নাগ এই তিন জন ॥
 হইল বোড়শ পুত্ৰ শাস্ত্ৰেৰ নিৰ্ণয় ।
 বৈদ্য কুল স্তুতগণ জান পৰিচয় ॥
 সিদ্ধি সাধ্য কষ্ট নামে মূল বোল জন ।
 তাহাদেৰ নাম সব হইল বৰ্ণন ॥
 কুল প্ৰহু যত আছে ৰাঢ় বহুদেশে ।
 বিচাৰ কৰিয়া সব দেখা ৰাস্ত শেষে ॥
 বোলজন অষ্টকিংশ গোত্ৰ নিশ্চিত কথা ।
 লিখা পড়া আছে বটে কে কৰে অন্যথা ॥
 উহাদেৰ প্ৰতিজনেৰ নামে হবে আখ্যা ।
 উপাধিৰ নাম বটে এই তাৰ ব্যাখ্যা ॥

যোল জনের বংশধর ছিবাটি জন হয় ।
আটত্রিশ গোত্রে তারা দীক্ষিত নিশ্চয় ॥
বৈদ্যের প্রসিদ্ধ স্থান রাত আর বঙ্গ ।
বঙ্গীর বৈদ্যগণের কহিব প্রসঙ্গ ॥
আখ্যা বৈদ্যা বোলজন বিখ্যাত ভুবনে ।
ইহা ভিন্ন বৈদ্য নাই বলে বিজ্ঞ জনে ॥
কথিত বোড়শ বিজীর ছিবাটি সন্তান ।
ভাহারাই আদি পুরুষ যজ্ঞের প্রধান ॥
ছিবাটি জনের অষ্টত্রিংশ গোত্র হয় ।
বিস্তৃত বর্ণনা তার করিব নিশ্চয় ॥
পঞ্চ কোটা মহারাষ্ট্র বৈদ্যা প্রতিষ্ঠিত ।
শ্রীখণ্ডের নরহরি বৈদ্য কুল হিত ॥
তার বংশধর করে গুরুতা ব্যবসা ।
রাত দেশে গেলে পাবে শুনিতে প্রসংশা ॥

গোত্র ব্যাখ্যা ।

গোত্র শব্দের অতি শব্দ আহি আর বীজি ।
গোত্রের নির্ণয় ভিন্ন না হয় কুলাজী ॥
বৃদ্ধগণ বলিতেছেন গোত্রার্থ শুক ।
বংশের আদি পুরুষ বাহা হৈতে শুরু ॥
প্রবর শব্দে বুঝি অবর্তক যিনি ।
শুকর সাহায্যকারী পুরোহিত তিনি ॥
শুক প্রবর ছুই নাম জগতে আরাধা ।
আনন্দ করিল ব্যাখ্যা বাহা আছে সাধ্য ॥

গোত্র নাম ।

আদ্যা শক্তি ধনুজরি আর বৈখানর ।
যৌংগল্য কোশিক আর বশিষ্ঠ পরাশর ॥

শালঙ্কায়ন বাৎস্যা গোত্র কৃষ্ণাভয় ।
আদ্রিস তরঙ্গাজ আর মার্কণ্ডেয় ॥
আলম্বায়ন * শাণ্ডিল্য আর জামদগ্ন্য ।
আহিহ্ম কাক্ষপ আর গৌতম মহামান্য ॥
আত্রেয় সাবর্ণী ঋষ বিষ্ণু ঋষি গোত্র ।
বল্লভে চক্ৰিশ গোত্র প্রতিষ্ঠিত মাত্র ॥
আর বাকী চৌদ্দ গোত্রনাহি বঙ্গ দেশে ।
মহারাষ্ট্র রাত দেশে পাইবে তালাসে ॥
বৈদ্যমধ্যে অষ্টত্রিংশ গোত্র ভিন্ন যদি হয় ।
তবে তাকে গুরুত্যাগী জানিবে নিশ্চয় ॥

গুপ্ত শব্দ ব্যবহার বিধি ।

বৈদ্যের পদ্ধতি গুপ্ত কহে মুনিগণ ।
মাতৃকুলাচার অন্য বৈদ্যা গুপ্ত কন ॥
আখ্যা বৈদ্যা নাম অন্তে গুপ্ত বলা হয় ।
গুপ্ত পরিচয়ে বৈদ্যা জানিবে নিশ্চয় ॥

রাজা আদিশূর বিবরণ ।

গণপতি পদে চাই ভক্তি অধিকার ।
পূজাঞ্জলি করষোড়ে করি নমস্কার ॥
পিতৃব্য মহেশচন্দ্র ঘটক বিশারদ ।
কুলজ্ঞের শিরমণি সর্ব সন্তোষদ ॥
শুককুল্য ভক্তি করি কহেন আনন্দ ।
সর্বদায় মুক্তি হয় শরণে মুক্তদ ॥
জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় কুলাবলী নামে ।
বৈদ্যভাব লিপি করেন বিদগ্ধাম ধামে ॥

* আলম্বায়ন ইতি খ্যাত ।

তাহা হৈতে সার কথা বাহিরা লইয়া ।
 মম সাধ্য মতে তাহা কহি প্রকাশিয়া ॥
 বিক্রমপুরে ছিলেন বিক্রম আদিত্য ।
 পঞ্চভটি সভা ছিল জানি তার শুভ ॥
 তর্কযুতি কাব্য সর্ক শাস্ত্রের পণ্ডিত ।
 কত গুণবন্ত জানে ছিলেন যুগিত ॥
 বৌদ্ধগণ্য গোত্রজ হই রাজা আদিশূর ।
 বিপুল বিক্রম বলি সম্রাট প্রচুর ॥
 পুত্রপ্রাপ্তি জন্য রাজা করে মনস্কাম ।
 বিপ্র জন্য পাঠাইল কান্য কুজ গ্রাম ॥
 বিধি মতে যজ্ঞ পূর্ণ হইবে সুসজ্জান ।
 ব্রাহ্মণ আনেন ভিষি বাসের সমান ॥
 পঞ্চ বিপ্র সহ আসে শূদ্র পঞ্চ জন ।
 অমর মালা সহ ধেনু রাজার সদন ॥
 বর্ষ চন্দ্র পরিধের গুনি আদিশূর ।
 তব স্তুতি মনে ছিল সব হৈল দূর ॥
 বিপ্রগণ রাজ মনে অবজ্ঞা জানিয়া ।
 বিক্রমপুত্র মালা সহ ফিরে কুজ হৈয়া ॥
 রামপালে ছিল এক আদিশূর পুরী ।
 পুরীর দক্ষিণে ছিল যুত যে গজারি ॥
 অমর মালা রাখি দিল তাহার উপর ।
 ভাগ্য দোষে আদিশূর হৈল না অমর ॥
 বর মালা প্রাপ্ত হৈল জীবিত গজারি ।
 রাজা ভাবে বিপ্র পদ কেন তুচ্ছ করি ॥
 মৃত্যুক বাঁচি উঠে দেখিয়া রাজন ।
 রাজাভাবে বিপ্রগণ নহে সাধারণ ॥
 যজ্ঞ জন্য স্তুতি করে বিপ্র পদ ধরি ।
 রাজাবলে ক্রমা কর আমি আজ্ঞাকারী ॥

বিধিমতে যজ্ঞ পূর্ণ করে বিক্রমগণ ।
 রাজার সজ্জান হৈল অতি সুশোভন ॥
 যজ্ঞ ফল দেখি রাজা মনে পুলকিত ।
 বিপ্রগণে স্থান দিল অতি মনোনীত ॥
 হেনমতে পঞ্চবিপ্র রাখেন রাজন ।
 বিপ্রগণ সঙ্গে আসে আর পঞ্চজন ॥
 রাজা বলে বিপ্রগণ কর অবধান ।
 তব সঙ্গি নাম শুণ করহ বাধান ॥
 ভট্টনারায়ণ কহে গুনহ রাজন ।
 মম সঙ্গিগণ নাম করিব বর্ণন ॥
 মম সহ আসিয়াছে মকরন্দ ঘোষ ।
 দক্ষ বিপ্র সহ আসে দশরথ ঘোষ ॥
 ছান্দর ঠাকুর আনে কালীদাস মিত্র ।
 কায়স্থ বংশে ইহাবা অতীব পবিত্র ॥
 সুবিজ্ঞ ঐহর্ষ সনে বিরোট গুহ আসে ।
 গুহ নাম গুনি নাকি সভাজন হাসে ॥
 মানভঞ্জে গুহ বলে করিল পয়ান ।
 কায়স্থ কুলাজী গ্রহে রয়েছে প্রমাণ ॥
 বেদ গর্ভ সহ আসে পুরুষোত্তম দত্ত ।
 দত্ত বলে আমি কিস্ত কারো নহে ভৃত্য ॥
 পঞ্চজন বাক্য গুনি আদিশূর রাজা ।
 দত্তজীকে বলিলেন তুমি ইহীন ভেজা ॥
 তজ্জন্য ইহঁতে দত্ত অর্ঘ্য কুল মানি ।
 আর বাকী চারি জন কুল শিরষনি ॥
 তবু রাজা বিপ্র সহ দিল পঞ্চ গ্রাম ।
 সকল থাকেন সুখে সবে রাজ নাম ॥

ইতি রাজা আদিশূর কাহিনী ।

রাজা রামপাল সেনের

বিবরণ ।

বৈদ্যবর গোজোড়ব কৃষক সেন হন ।
 প্রকাশ্য হেমন্ত নাম ইতিহাসে কর ॥
 জনরু খিঞ্জন তার দ্বিগুণিত কর ॥
 দিখিলে সেখেনে সবে সত্ত্ব অস্তরে ॥
 রূপ গুণবন্ত যেম কাকর উন্নয় ॥
 গোষ্ঠ্য বীৰ্য্য দেখি তার দেবে করে ভয় ॥
 আদিশুর রাজকল্প পশুনি আকার ॥
 রিদ্যা বৃদ্ধি রূপ গুণ অতি চমৎকার ॥
 বিরাজের ঘোষণা কেঁধে রাণা মনে ভাবে ॥
 মম করিয়া ঘোণা বর কোথায় মিলাবে ॥
 হেরকালে দ্বিগুণিত রাজাকে দেখিয়া ॥
 কনক মান অভিমান কহে বিহারিরা ॥
 আদিশুর রাজবাড়্যে দিল্লরবালা রাণী ॥
 ঘটক কহিল প্রোক্ত নামসি কুলাঙ্গী ॥
 দিল্লরবালা যেহু নাম হইল বিজয় ॥
 বিজয় রাণে করিয়া মান করে সে সময় ॥
 বিজয় রাণের পুত্র জন্মিল বলায় ॥
 কানী কানী ঢাক চোম বাজে করতাল ॥
 অকীক কল্যাণ হৈব দ্বিগুণিত তার ॥
 দিল্লর বিজয়ের রূপ কীর্তি অসিয়ার ॥
 সর্বশত্রু বিহারে বলায় হইল ॥
 অত্র শত্রু বৃদ্ধ বিদ্যা সকল লিখিল ॥
 নানা দেশে বৃদ্ধ করি দিল্লরবালা হইল ॥
 অসীম কমতা জনৈক গৌরব লভিল ॥
 দান সারথ্য নরকে প্রহর করেন বচন ॥
 অগতে রংহের কীর্তি মনের বাসনা ॥

কৌশল্য কাব্যে রাণা কবিতা জ্ঞান ॥
 সর্বদেশে হইলেন অতিষ্ঠা ভাষনে ॥
 দিল্লরবালা হইলেন বলায় ভূপতি ॥
 সর্বত্র বিজয় হল বিপুল জয়গতি ॥
 সপ্তগ্রাম নবদীপ আদি পোড় দেশ ॥
 পুণ্যস্থান কামরূপ কামেজ্ঞ প্রদেশ ॥
 মিথিল কলিঙ্গ দেশে গৌরব বিশেষ ॥
 অর্থপ্রাণে রাজধানী হৈল অবশেষ ॥
 অক্রেত্র প্রয়াগ আর বারাণসি ধাম ॥
 বাজধানী ছিল বলি সর্ব দেশে নাম ॥
 বাসন স্থানের মধ্যে ছিল রাজধানী ॥
 রামপাল কুলা নহে কেবল স্থান জানি ॥
 বিক্রমপুত্র মধ্যে চমক রামপাল স্থান ॥
 অমর গজাবি বৃদ্ধ আছে বর্তমান ॥
 রামপালে রাজধানী অসীম জয়ন ॥
 বাড়ীর সমিটে আছে অমর কল্যাণ ॥
 রাজ রাজেশ্বর ছিলেন বলায় ভূপতি ॥
 রামপাল করিলেন চমৎকার অতি ॥
 অট্টালিকা দীর্ঘ পূনী স্থাপনিলেন কত ॥
 সর্বশত্রু বিহারে রাজেশ্বর কীর্তি ॥
 এক আইন বিজয় বলায় কীর্তি ॥
 এইরূপ জলাশয় জোড়ায় না দেখি ॥
 দীর্ঘর উত্তর পারে বলায়ের বাড়ী ॥
 বাড়ীর সমিটে আছে কীর্তি গজাবি ॥
 বিজয় কুলাচারে রাজা হইল দেখিয়া ॥
 বিজয়গণে বলিলেন মিনত করিয়া ॥
 আচার বিদ্য বিদ্যাগণে যৌবন ॥
 প্রতিষ্ঠা কীর্তি মনে হইলি কল ॥

নিষ্ঠাবৃত্তি তপ দান করিবেন ষাঁরা ।
 নবগুণ যুক্ত বলি কুলীন তাঁহারা ॥
 পঞ্চবিংশ মধ্যে হৈল ছাপ্পান তনয় ।
 শাস্ত্র বিধিতে তারা করে পরিণয় ॥
 ছাপ্পান জনেব ছিল ছাপ্পানটী গ্রাম ।
 অথেষ্টে বাস্তব্য করে লয়ে রাজনাম ॥
 গ্রাম নাম মতে হল ব্রাহ্মণের গাই ।
 বিজ্ঞান্যতি ভিন্ন অস্ত্রে গাই কিস্ত নাই ॥
 নবগুণ যুত দেখি বিপ্রগণ বলে ।
 আপসারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানে আর কুলে ॥
 অতঃপর বঙ্গাল সেম বিপ্র বাধ্য জন্ত ।
 কুলীন হইল বিপ্রের সকলের মাছু ॥
 ব্রাহ্মণের কুল মেল বন্ধন করিয়া ।
 ব্রাহ্মণ রাখেন বাধ্য প্রভৃতি ভবিয়া ॥
 অতঃপাতি প্রাতিদৃষ্টি হৈল তখন ।
 ব্রাহ্মণের কোষিদ্ধ গ্রন্থা করিয়া স্থাপন ॥
 বৈদ্য শূদ্র সর্ব জাতির উঠা পড়া কুল ॥
 অকুলেতে কার্য্য হৈলে না হবে নিরুৎসাহ ।
 ধোব বোধ হইল মিত্র শূদ্রের প্রধান ॥
 দত্তজিকে করিলেন অর্ধেক সম্মান ।
 বৈদ্য শূদ্র জাতি মধ্যে প্রধান কুলীন ॥
 অকুলীন কার্য্য করে সম্মান বিহীন ।
 শূদ্রজাতি মধ্যে যারা বিদ্যায় পণ্ডিত ॥
 কায়েছ বর্ণিরা তাঁরা হইবে সংজ্ঞিত ।
 বঙ্গালের গুরু হৈল লক্ষণ মহামতি ॥
 সর্ব শাস্ত্রে শিক্ষাবদ বশাধিত অতি ।
 মেল বন্ধন সমস্ত কুল কার্য্য যত ॥
 লক্ষণ করেন সব সংসারে বিদিত ।

তদবধি কুল বিধি রহিয়াছে ভাবে ।
 সর্ব দেশে কুল আছে কুল নাহি যাবে ॥

পাল রাজবংশ বিবরণ ।

বৈদ্যজাতি শক্তি গোত্র পালরাজ্য হয় ।
 পালরাজ বংশধর কৃতী অতিশয় ॥
 পালরাজ বংশ কত্যা বিবাহের জন্য ।
 হেমন্ত সেনকে দেয় জানি অতি মাছু ॥
 পালবংশ কন্যা হয় বিজয়ের মাতা ।
 বঙ্গাল সেনের হয় বিজয় রাজ্য পিতা ॥
 পাল বংশে পাল খ্যাতি মান্য জন্য হয় ।
 পাল শব্দে মহত্ত্ব আছে অতিশয় ॥
 সেই হেতু পালবংশে পাল শব্দ খ্যাতি ।
 অসীম ক্ষমতা পালে তাহাই লুখ্যাতি ॥
 শূদ্র মধ্যে পাল বলি আছে কোন জন ।
 শূদ্রপাল, রাজপাল, ভিন্ন ভিন্ন হন ॥
 শূদ্রজাতি পাল বংশে তিন গোত্র কর ।
 কাশ্যপ শান্তিল্য আর ভরদ্বাজ হয় ।
 কায়স্থ কুল নির্ণয়ে লিখেছে নিশ্চিত ।
 গ্রন্থ কহে পাল রাজ্য বৈদ্য কুলস্থিত ॥
 সংহিতা পুরাণ আদি শাস্ত্র অঙ্গসার ।
 জাতি ঐষ্ট্রি আদি পুন লিখিব বিস্তারে ॥

ঐষ্ট্রি সম্বন্ধে বিশেষ

বিবরণ ।

অব্যক্ত অনন্ত নিত্য বিশ্ব প্রকাশণ ।
 অরূপাপ রূপে ব্যাপ্ত অনন্ত ভুবন ॥

কারণ পরোক্ষি তিনি প্রলয় সাগর ।
 পলকে বিশ্বের রাশি পলকে অস্তর ॥
 পূর্ণ সিন্ধু প্রতি বিন্দু মধ্যে পূর্ণ কার ।
 যদিও বিশ্বজীব দেখিতে না পায় ॥
 কোটা কোটা বিশ্ব বীর বিশ্ব তুল্য হয় ।
 ভাবিতে চিত্ত কি তাঁরে বিনোদিত নয় ॥
 জনক স্বজন করে জননী উদরে ।
 জননী সন্তান ধরে আত্ম দেহান্তরে ॥
 নিরবধি দিয়া দেহে বহে সৃষ্টি ধার ।
 করনা রূপিনী সেই জননী আমার ॥
 এমন জননী নাম নিতে লজ্জা হয় ।
 নিশ্চয় অদৃষ্ট লাভ তেমন কদর ॥
 পিতাদি বিভেদ শূন্য শাস্ত্র বীরে বণে ।
 নহে কি পিতাদি নাম করনার মূলে ॥
 প্রকৃতি পুরুষ তিনি চিৎকারী চিৎকার ।
 জননী জনক তিনি ব্রহ্ম জ্যোতির্ময় ॥
 পর শক্তি শিব বিষ্ণু ঋষিভেদে বলে ।
 অনন্ত স্বরূপ বীর ব্যক্ত ভূমণ্ডলে ॥
 সৃষ্টি বাহুল্যে পরা প্রকৃতি যখন ।
 আরম্ভিল। আত্মসেহ হইতে স্বজন ॥
 কিছুই না ছিল একা বিশ্ব মূলধার ।
 অনন্ত শরমে ছিল। বেদেতে প্রচার ॥
 বাইবেল কোরাণ করে যেমত পোষণ ।
 ব্যক্ত। ব্যক্ত সর্ব রূপ ব্রহ্ম সনাতন ॥
 সব নিরাকার হরি করি করশন।
 স্বয়ং দেহে করিলেন শক্তির যোজন ॥
 বুদ্ধি হ'তে অহঙ্কার তা হ'তে স্বজন ।
 পঞ্চ মহা-ভূত ক্রমে করিলা স্থাপন ॥

সপ্তলোক স্থলিলেন ক্রমে যোগেশ্বর ।
 সহস্র সহস্র পুর অস্তি মনোহর ॥
 পুণাবান বৃক্ষজন বান দিব্য দেশে ।
 পাতকী বিষম ঘোর নরকে প্রবেশে ॥
 অনির্দিষ্ট আছে তব গ্রহে নিদর্শন ।
 দূরদৃষ্ট দেখিয়ে না হয় দরশন ॥
 অখণ্ডা ব্রহ্মত্ব এর আছে বহুতর ।
 দেখিতে চাহিলে নিত্য হইবে গোচর ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাপর ব্রহ্ম হ'তে হয় ।
 সৃষ্টি স্থিতি লয় জমা নিকারিত রয় ॥
 পরাপর ভেদে ব্রহ্ম নানা ভাষা বার ।
 এতিন শক্তি হ'তে বহে সৃষ্টি ধার ॥
 এতিন শক্তি হ'তে দেব দেবীগণ ।
 কত যে হইল সৃষ্টি সংখ্যা অগণন ॥
 মানব মানব মৈত্রেয় গন্ধর্ব্ব কিন্নর ।
 যক্ষ রক্ষ গৃহকারী ভূচর ক্ষেচর ॥
 জল স্থল গিরি আদি তরু লতা যত ।
 পশু পক্ষী কীট যোনি পতঙ্গাদি কত ॥
 সৃষ্টি তরু সীমা তাঁর জ্ঞাত কোন জন ।
 অসংখ্য স্বজন তাঁর নিত্য অনুতন ॥
 সর্ব শক্তিমান তিনি সর্বজ্ঞ সুন্দর ।
 সর্বদর্শী অন্তর্যামী সর্ব কলেশ্বর ॥
 সাকার বা নিরাকার বাহ্য মনে লয় ।
 নিত্য ধ্যান সদা শ্রেয় নাহিক সংশয় ॥
 ফুল জল ফলে পুষ্প সেও শ্রেয় সিধি ।
 ফুল জল ভিন্ন কেহ অপে নিরবধি ॥
 বিবিধ নিয়মে পুঞ্জ নাহি কোন দোষ ।
 যে কোন বিধানে বিশ্বজননী সন্তোষ ॥

ভূত, নর, দেব, পিতৃ ব্রহ্ম বজ্র আর ।
 অত্যাচার করিয়া শ্রেয় এই পাকাচার ॥
 সর্ব স্বাস্থ্য সার ধর্ম এপক্ষে আশ্রয় ।
 কখনো অজ্ঞানে তাহা বর্জনীয় নয় ॥
 যেতে ব্রহ্ম-যোগ শেষ সাগরের পার ।
 কত গুহ্য পথ শাস্ত্র করিল প্রচার ॥
 আর্ধ্য ধর্মী করে মুখ্য ব্রহ্ম আরাধন ।
 নিঃশব্দ হৃদয়ে পথ কর অবেষণ ॥
 কল্পারম্ভে সৃষ্টি ব্রহ্মা করিলা যেমন ।
 বথায়থ শাস্ত্র মতে আছে বিবরণ ॥
 ভূতাদি বৈকৃত সৃষ্টি মানস স্বজন ।
 অবোনিজ বহু সৃষ্টি হ'ল সম্ভাবন ॥
 উদ্ভিদ রৌদ্রজ—অবোনিজ নাম ধরে ।
 যোনিজ স্বজন—অণু জরায়ুজ পরে ॥
 উদ্ভিদ রৌদ্রজ অণু জরায়ুজ ক্রমে ।
 বহুবিধ সৃষ্টি হ'ল ব্রহ্ম সৃষ্টি ক্রমে ॥
 যোনিজের পূর্বে অবোনিজ না কইত ।
 যোনিজ সৃষ্টির মূল কোষায় রহিত ॥
 একপে বিবিধ সৃষ্টি ব্রহ্ম শক্তি যোগে ।
 ক্রমাগত জগতের বহু নানা ভাগে ॥
 সপ্তর্ষি মানস সৃষ্টি প্রকাশপতিগণ ।
 বায়বায়োয়াদি সৃষ্টি হল অগণন ॥
 ছায়া হৈতে বৈবস্বতে মনুর সঙ্কল্প ।
 ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ জন্মিলা যামব ॥
 দেব নর পুত্র পক্ষী পশুপদ যোগে ।
 অন্তর যোনিজ কত হল যুগে যুগে ॥
 সিদ্ধ মন্ত্র বশে কত হইল সম্ভাবন ।
 সিদ্ধি বল যোগে কত মৃত পেল প্রাণ ॥

সৃষ্টির ঔরসে আর অখিনী উদরে ।
 অখিনী কুমার ভূই দিয়া কন্য ধরে ॥
 সূর্য্য সোম বংশধর গ্রহ সমুদ্ভব ।
 পুরুষ হইয়া কন্যা চন্দ্র বংশোদ্ভব ॥
 বেদ হতে কুশ অশ্বে রাম বংশধর ।
 বেদ হতে বৈদ্য শ্রেষ্ঠ ভুবন ভিতর ॥
 মৃত্তিকা বৃষ্টিতে জন্ম ধরিল আদম ।
 যীশুর জনম হৈল বিনে বোগ জন্ম ॥
 রূপসী উর্কশী স্বগ নর্তিকী উদরে ।
 পুরুষবা কুলচন্দ্র বংশ জন্ম ধরে ॥
 শাক্তনু ঔরসে গঙ্গা উদরে সুধীর ।
 চন্দ্রবংশ ধুরন্ধর ভীষ্ম মহাবীর ॥
 পিতৃ লোক কন্যাগ্রাহী সূর্য্য বংশধর ।
 উর্কশী তনর হৈলা বশিষ্ঠ মুনিসর ॥
 এখনও পৈরীকুল করে নরায়ণ ।
 প্রবাদ দেবতঃ জন্মে মানবী তনর ॥
 এখনও আছে মন্ত্র বল পরিচর ।
 সিদ্ধ মন্ত্রে কত কাণ্ড সংসাধিত হয় ॥
 দেবর ইচ্ছায় হয় কার্য্য অসম্ভব ।
 অসম্ভব নাহি তাঁর সকলি সম্ভব ॥
 অনন্ত জগত চক্রে মূলধার বিনি ।
 তাঁর কার্য্য সীমাবদ্ধ কে হেন বিজ্ঞানী ॥
 ব্রহ্ম কৃত কার্য্য বাহ্য দেখা শুনা যায়
 অদৃষ্ট হইতে কিবা মূঢ় মতিমায় ॥
 ব্রহ্মা শিব সুখ কল আদি পদশনে ।
 কল্পারম্ভে বহু সৃষ্টি হল জিভুবনে ॥
 স্বাবর উদ্ভিদ আর পশু পক্ষীগণ ।
 দেব পিতৃ অসুরাদি বিবিধ স্বজন্ম ॥

রাজোক্তগা কান্ত আর মানব জন্মিল ।
 মুখ হতে অজ বকে যের জনমিল ॥
 উদর হইতে জন্মে বলীবর্ধগণ ।
 পৃষ্ঠ, পদ, কোমরে হগ বিবিধ স্থলন ॥
 ব্রহ্মা হতে সম্ভাবিত বৈকুণ্ঠ স্থলন ।
 মুখ হতে পুন জন্মে সান্তিক ব্রাহ্মণ ॥
 বাহু হতে কর বৈশ্য উক পরশনে ।
 পদ হতে শূদ্র জন্মে বিদিত ভুবনে ॥
 ব্রহ্মা হতে মহাক্তর জনম লভিল ।
 নবীনকুমার নীল লোহিত নাম নিল ॥
 একাদশ রূপ অংশে ছাইল ভুবন ।
 মুখ্য অষ্ট তমু রুজ করিলা গ্রহণ ॥
 নবম বায়ু মল অর্থা বিজীষণ ।
 পূর্ব্য চল পৃথ্বী আর দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ॥
 অষ্ট মেহে অষ্ট পত্নী নিজেই হইল ।
 অষ্ট হুম্মার কুল তাহে জনমিলা ॥
 প্রত্যক্ষ কুমার, সীল-লোহিত, বর্ধমান ।
 প্রত্যক্ষ দেনিয়া পুত্র কর মতিমান ॥
 কিছূত কিরূপ ব্রহ্মা কোথা তার বাস ।
 গায়েত অঙ্কিয়ে বাজে কিঞ্চিৎ আভাস ॥
 মুখ বাহু উক পদ তাহার কিঙ্কল ।
 আপনি জানেন তাল আপনার রূপ ॥
 ব্রহ্মা মুখ উক পদ সকলি সমাম ।
 নহে লগতিত ব্রহ্ম অঙ্গে ভেদ কখন ॥
 হস্তির পরশ পদ জল সোশি হইল ।
 যাহা হতে ব্রহ্মাকিম্বী হইল উদর ॥
 ব্রহ্মকর উদ্রপদে অঙ্গুলি অপার ।
 বাহা হতে শতধারে খসে স্রুটি ধার ॥

অবেশনিজ বহু স্রুটি হইতে বধন ।
 ব্রহ্মা না দেখিলা হতে অনন্ত বর্ধন ॥
 পুনরায় নিব স্রুটি করিয়া মনন ।
 নব প্রজাপতি রূপ করিলা ধারণ ॥
 বারম্বার মন্ত তমু করিলা আশ্রয় ।
 জগন্মোহিনী শত রূপা পরিণয় ॥
 মমু হতে ব্রাহ্মগণি যোনিজ মানব ।
 কাল জন্মে পুনরায় হইল সম্ভব ॥
 কর্ম ভেদে পুত্র হক প্রেণীর গঠন ।
 না হয় করন ইলা শাশ্বের শিখন ॥
 সমাচারে সমপ্রেরী-বোগে পরশ্পর ।
 নীতে ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতি দৃকতর ॥
 আদিতে অরণ্যচারী বধা ব্রহ্মগণ ।
 গৃহী তুলা ক্রীধর্ষের ছিল না বন্ধন ॥
 পতির আদেশে মুখ বাচক গমন ।
 ধর্মাদ বলিয়া নাহি ছিল নিবারণ ॥
 এক ব্রহ্মি পুত্র দেখে কেন নীতিকর ।
 অভিনাপে সংহানিলা কুল জ্ঞা মিরয় ॥
 পুনরায় বৈবস্বত সপ্তম মহত্তরে ।
 ছাত্র হতে বৈবস্বত মহ জন্ম ধরে ॥
 মমু হতে পুনরায় মানব জন্মিয় ।
 ব্রাহ্মগণি বহু বর্ণে বিভক্ত হইল ॥
 দক্ষ প্রজাপতি কহা কপিল উদরে ।
 গো অমৃত ব্রাহ্মগণি জন্মে স্বাক্ষর ॥
 ব্রাহ্মক কজির বৈবস্ব শূদ্র জাতি আর ।
 উচ্চ নীচ বহু জাতি হৈল সুবিহার ॥
 জাতির নির্দেশ শাস্ত করিয়া বিচার ।
 বধা দৃষ্ট নিয় হৃত শাস্ত অহুসার ॥

শ্রুতি স্মৃতি সংহিতাদি পুরাণ আগম ।
 যথাক্রমে আৰ্য্য ভূমে করিল নিৰ্গম ॥
 বর্ণাশ্রম বর্ণ ধর্ম শাস্ত্রাংশ বিশেষে ।
 বহুশাস্ত্রে আছে লিপি সংক্ষেপ বিশেষে ॥
 সংহিতা সংগ্রহ কালে বিবাহের বিধি ।
 আদি অন্ত চারি বর্ণে ছিল নিরবধি ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি ।
 পূর্ব তিন আৰ্য্য শূদ্র অনাথ্য আখ্যাতি ॥
 স্বজাতি সহিত কিয়ৎ পরবর্ণ সহ ।
 সর্বণ অন্তর্যবর্ণ দ্বিবিধ বিবাহ ॥
 সর্বণ অন্তর্যবর্ণ বর্ণ শরীরাদি ।
 মূলতঃ জাতির ভাঙ্গ সংহিতার বিধি ॥

সর্বজ্ঞ বা স্বজাতীয়

শ্রীজাত সন্তান

মূল জাতি আদিচারি শ্রুতি স্মৃতি বলে ।
 স্বজাতিতে সর্বজন শূদ্র জাতি মেলে ॥
 বাজনাখ্যাপনা দান বিদ্যা বৃত্তি ত্রয় ।
 আপদবিধি ক্ষত্র বৈশ্য বৃত্তি ভেদে হয় ॥
 বহুধন ব্রাহ্মণ না করিবে সন্তান ।
 বিষয়ে সর্বদা মুক্তি পথ প্রাপ্তি হয় ॥
 ক্ষত্রিয়ে শাসন বৃত্তি ঠেকে বৈশ্যচার ।
 কুবি বাণিজ্যাদি বৈশ্যে ঠেকে বিধি আর ॥
 অনিনিত শূদ্র কাষী হৈব্র নিতে পারে ।
 পুন শ্রেয় আর বৃত্তি অব্যবহা অন্তরে ॥
 দ্বিজ সেবা শূদ্র বৃত্তি শির সেবা আর ।
 কথিত হইল চারি জাতি ব্যবহার ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে শূদ্র বৃত্তি নাহি হয় ।
 শূদ্র বাণিজ্যাদি কত শূদ্রের আশ্রয় ॥
 যুদ্ধ মেলে অর্থ প্রায় অহিত কারণ ।
 কলহাভিমান আর ইন্দ্রিয় বর্জন ॥
 দ্বিজ পক্ষে শূদ্রা আখ্যা যদিও বিহিত ।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে তাহা নহে সমুচিত ॥
 সংসার যোগ্য শূদ্র যদিও না হয় ।
 অমত্বক ধর্মচারে নিষিদ্ধ সে নয় ॥
 ধর্মকামী জন সাধু ধর্মের আশ্রয় ।
 করিলে দোষের নহে প্রশংসায় হয় ॥
 যথা মন্ত্রদানে মন্ত্র চৈতন্য না হয় ।
 সুবীজ বপনে মক ক্ষেত্র তুল্য হয় ॥
 ক্রমে তপস্কর হেতু স্বধর্ম বজ্রনে ।
 সর্বজাতি সমাগত শূদ্র সন্নিধানে ॥
 তথাপিও জাতি ভেদে বহুশ্রমাস্তর ।
 এখনও নীতি ভেদ রয়েছে বিস্তর ॥

অন্তর্যব বা পরবর্ণীয়

শ্রীজাত সন্তান ।

চারি বর্ণে পর পর বর্ণ সমুদয় ।
 উর্দ্ধ স্থলে অল্পনাম অন্তর্যব হয় ॥
 ত্রিবর্ণের অন্তর্যব আর জাতি হয় ।
 শূদ্রা মাতৃ ভিন্ন তিন বিজ ধর্মী হয় ॥
 মূল জাতি হতে ভিন্ন জাতি নাম ধরে ।
 হইল সন্তান জন্ম বৃত্তি অল্পসারে ॥
 ব্রাহ্মণের আখ্যা স্তর বর্ণ ভাণ্ডোদরে ।
 ক্ষত্রাদিক শ্রুত তেজ পুত্র জন্ম ধরে ॥

ক্ষত্রিয়ার্যাস্তরা স্তত বৈশ্ব শ্রেষ্ঠ তর ।
 বস্তি অম্বারী ক্রমে হৈল জ্ঞান ধর ॥
 বৈশ্বাস্তরা স্তত—শূদ্র উর্দ্ধোপরিচর ।
 এইরূপে উপজিল জাতি কতিপর ॥
 ব্রাহ্মণ উষিতা ক্ষত্র দুহিতা সম্ভব ।
 মুক্কাভিষিক্তের জাতি হইল সম্ভব ॥
 হস্তী অথ সারথ্যাদি শিক্ষা বস্তি তার ।
 জন্ম বস্তি অনুসারে সম্মানার্থিকার ॥
 বিপ পরিণিতা বৈশ্ব কন্যাক উদরে ।
 অশ্বষ্ঠ নামীয় জাতি ব্রহ্ম হৈল ধরে ॥
 বেদ শিক্ষা হতে পেলা বৈশ্বের সীমায় ।
 সর্বলোক পূজ্য আয়ুর্বেদ ব্যবসায় ॥
 ক্ষত্রিয় গুণবে বৈশ্ব কন্যা সমুৎপন্ন ।
 মাহিষ্য নামেতে জাতি হইল সম্ভব ॥
 পারশব উগ্র আর করণাদি ত্রয় ।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ব শূদ্র হতে হয় ॥
 করণ কায়েস্থ নামে খ্যাত জাতি ধর ।
 ভারতের নানা স্থানে আছে বহুতর ॥
 কোথাও বা স্বজাতির সঙ্গে পরিধ্বন ।
 কোথাও সংশ্রব শূদ্র সঙ্গে সদা হয় ॥
 অহ্নলোম অন্তরঙ্গ এই জাতি-কর ।
 উর্দ্ধ বর্ণ পিতা মাতা নিম্ন জাতি হয় ॥
 বিজ বীৰ্য্যচাক্র আৰ্য্য যোদ্ধা নিবন্ধন ।
 বিজ ধর্মী উগ্রাদেব এই ক্রম জন ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ব মূল জাতি ত্রয় ।
 মুক্কাশষ্ট মাহিষ্যাদি বিজ জাতি হয় ॥
 সর্ব সংস্কার যোগ্য আৰ্য্য আৰ্য্য জাতি ।
 আৰ্য্য হইত অনার্য্যে আৰ্য্য শূণ্য হত ॥

বৈশ্বাজ করণ বৈশ্বাস্ত্র্য ক্ষত্রিয় হয় ।
 সংস্কার যোগ্য শূদ্রা স্ততবলি নয় ॥
 শূদ্রাদি সংশ্রব শূন্য বথায় করণ ।
 অংশতঃ আৰ্য্যের করে সদা মূ করণ ॥
 কায় হৈতে অন্য শ্রেণী কায়স্থ সম্ভব ।
 শূদ্র হৈতে অন্য শ্রেণী হল সমুৎপন্ন ॥
 অন্তরঙ্গ মিশ্র কুল ইহারাও হয় ।
 সংস্ঠ জাতির সঙ্গে সদা পরিচয় ॥
 বস্তুতে সংশ্রব কহে সম্বন্ধ নিগয় ।
 বিবাহ সীমায় আদি মেল পরিচয় ॥

বর্ণ সংকর ।

প্রতিলোম বাহুতর অন্তরঙ্গ অপর ।
 উচ্চ নীচ ভেদে হয় বর্ণের সংকর ॥

প্রতিলোম বর্ণ ।

উর্দ্ধ বর্ণ নারী আর নিম্ন বর্ণ মরে ।
 না ছিল বিবাহ বিধি শাস্ত্র অনুসারে ॥
 গ্রহণে একপ নারী বস্তুক সম্ভাবন ।
 প্রতিলোম সংকরজ তাঁদের আখ্যান ॥
 অবিধি হলেও কভু বিবাহ হইত ।
 অবৈদ্য বেদম তাঁর সংহিতা বলিত ॥
 পরে হল আত্মমেল বিবাহ বন্ধন ।
 বিবাহ সীমায় মেল নীতি প্রদর্শন ॥

বাহ্যতর বর্ণ ।

সবর্ণালোম বর্ণ প্রতি লোম বোণে ।
 পবন্যর বাডে জাতি প্রতি বুখে বুণে ॥
 সঙ্করজ বাহ্যতব তাহে বহু জাতি ।
 অতি নীচ কেহ লভে অন্ত্যজ আখ্যাতি ॥
 ত্রিবর্ণের কন্দ্র ব্রট ব্রাত্য জাতি-কর ।
 বর্ণ সঙ্করজ পার শাক্তোপ্লেথ ব্রহ্ম ॥
 কল মল করণাদি দরদ বনন ।
 কিরাত পারদ নট আদি জাতিগণ ॥
 সুপতিত জাতি ব্রট ব্রাত্য ক্ষত্রি হতে ।
 সঙ্কর বহিষ্ জাতি লিখে মজুরতে ॥
 কিন্তু সমাজান্তর্গত দ্বিতীয় কারণ ।
 বৈশ্য শূদ্রা জাত লিখে অস্ত্র সুনিগণ ॥
 প্রতি লোম বাহ্যতর বত জাতিগণ ।
 কোথা কাবো ২ হয় জল আচরণ ॥

প্রতি লোম ব্যবহার ।

প্রতিলোম স্তত মাগধাদি জাতিজর ।
 জল চল ছিল বলি অনুমান হয় ॥

বাহ্যতর ব্যবহার ।

নবশাখ সঙ্করজ লিখে রত্নাকর ।
 সঙ্কর নির্ধর জারে শূদ্র সঙ্কর ॥
 আত্মীর কৈবর্ত্য জারি নহু উন্মিষ্টে ।
 কারো আত্মে জল চল কেহু বর্জিত ॥
 তিলি মালী তাহুলী গোপ নাপিত পুটলী
 বাহুই কামাব কুষ্ঠী নবশাখা বণী ॥

গন্ধ শঙ্ক বণিকাদি ভাটী করী আর ।
 পোটলা বৃত্তিক বলি পুটলী প্রচার ॥
 কেশ বেশ বৃত্তিক সঙ্কর যোজ্যকে বলে ।
 হইবে নাপিত, কুরী খাত ময়বা বৈলে ॥
 পক্ষ বণিকাদি তথা সদগোপ অপার ।
 বৈশ্য বলে, ভিন্নরূপ লিখে রত্নাকর ।
 এই সব জাতি নাম সঙ্কর বাহ বলে ।
 জ্ঞান রত্নাকর লিখে অস্ত্র শাক্ত মূলে ॥
 সাহা শুদ্ধি স্মারাদি পাটনী কাহার ।
 রত্নাকরে কারো ২ আছে প্রচার ॥
 চাল সদায়র বংশ বণিকাদি হয় ।
 অমূলক বাক্যে কেহ সেয় পরিচয় ॥
 দোষ জন্ম কারো জল হইল বর্জিত ।
 আছে এই কিম্বদন্তী জাতি প্রকাশিত ॥

অন্ত্যজ বর্ণ ।

সর্ব লোকাধম জাতি বধ বৃত্তিচাবী ।
 প্রতিলোম চণ্ডাল সে অন্ত্যজাখ্যধারী ॥
 স্বপাক সোপাক আর বিধণ কারাবার ।
 অন্ধ মেদ পুত্ৰসর্দি তৎপ্রচার ॥
 জীব হিংসা অনেকের জীবিকা উপার ।
 চন্দ্রকার্য বিধণাদি জয়ের ব্যবসার ॥
 অন্তরজ পারশব উগ্রজাতি আর ।
 অস্ত্রলোম হইলেও বধ ব্যবসার ॥

যোনি শঙ্কর ।

বর্ণের শঙ্কর বধা যোনির শঙ্কর ।
 আছে বহুতর জাতি দ্বিত্য প্রাণ ধর

কেহবা বজ্জিত কারো পানীয় বিহিত ।
দেশ প্রথা অনুযায়ী নীতি প্রচলিত ॥
দিকপদ বজ্জোত্তরে লক্ষ পরিভ্রাণ ।
অর্থ বলে ক্রমে জাতি কুল মধ্যে স্থান ॥
আত্মসম্বোধনে ক্রমে জাতি মান বাড়ে
ক্রমশঃ প্রবেশে মানী মেল অভ্যস্তরে ।

মেল পরিচয় ।

অর্থ্য কি অনার্থ্য মেল অজ্ঞাত সখায়
ব্যবহার দৃষ্টে স্থির করিবে তথায় ॥
নিক্রিয়তা নিষ্ঠুরতা ক্রুর ভাষা আর ।
পরিচিত সদা হীন মেল ব্যবহার ॥
গৃহ, বেশ, খাদ্য বস্তি জীভাষা আচার ।
গোত্রাদি বিবাহ সীমা মেলের বিচার ॥

মেলোন্নতি ।

দিক ধর্মী পুত্র ধর্ম করিলে গ্রহণ ।
তপোবীজে পুন হয় শ্রেষ্ঠত্ব গমন ॥
শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব পায় শূদ্রত্ব ব্রাহ্মণ ।
ক্ষত্র বৈশ্যে তথা হয় উত্থান পতন ॥
নীচ যদি সিদ্ধি লাভে জৈবর কুপায় ।
সমস্ত জগত আসি প্রণমে সে পায় ॥
দেব-সিদ্ধ দিব্য-জন্মা নীচ ক্ষেত্রে যদি ।
তথাপিও সর্ব লোক পূজা নিরবধি ॥
কিছু বিনা সিদ্ধি লাভ জাতি উন্নয়ন ।
না হয় না হয় কহু শাস্ত্র নিদর্শন ॥

সদা সুরক্ষিত জাতি সীমার বন্ধন ।
কখনো না ভেদ করে পণ্ডিত সৃজন ॥
অথবা যুক্তি এর আছে বহুতর ।
স্বপ্রকাশ্য স্থানান্তরে হেতু অবিস্তর ॥
সিদ্ধি পথে সদা ব্রতী হও জাতিগণ ॥
ব্রাহ্মণ পূজিত স্থানে করিবে গমন ॥
নহে জাতি উন্নয়ন শুধু বিদ্যা বলে ।
অতি নীচ হুবিদ্বান আছে বহু স্থলে ॥
পরস্পর জৈব্যা ঘেব করি পরিহার ।
সত্যপথ অনুসরি হও আশুসার ॥
মাহুষ সকল শ্রেণী সমান কি হয় ।
পূজা মেল রাজ্য মেল অন্তর কি নয় ॥
পূজা মেলে যদি হয় নীতি বিপর্যয় ।
অদিলখে তীব্রদৃষ্টি সমুচিত হয় ॥
শাসন অভাব সদা সর্পনাশ করে ।
বিবাক্ত একটা মেঘ—মেঘযুথ হয়ে ॥
বাক্য লাভ মান লাভ অর্থ বলে হয় ।
সহজে না হয় কড় মেল বিপর্যয় ॥
মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান জাতি ভেদহীন ।
তথাপিও নহে শ্রেণী বন্ধন বিহীন ॥
বৈশ্য রাজ হুত রাজ গোপ রাজআর ।
মৌর্য অন্ধ রাজবংশ পুরাণে প্রচার ।
অশ্বষ্ঠা নামে নগরী লিখিত পুরাণে ।
অশ্বষ্ঠ নৃপতি বসে বঙ্গ সিংহাসনে ॥
ক্ষত্র ভিন্ন নানা নিকে বহু রাজগণ ।
অর্থ বলে সর্ব কালে হয়েছে সৃজন ॥
অর্থোন্নতি কখনও নিবারিত নয় ।
ভারতে না হল কিছু জাতি বিপর্যয় ॥

জাতির উৎকর্ষ শুধু সম্মানিত মেলে ।
ভারতে লজ্জিত সদা নহে রাজ বলে ॥
শুণ ধর্ম্মাচার যত মেলে মহিমায় ।
রাজাও পুজয়ে সদা ব্রহ্মণের পায় ॥

অম্বষ্ঠ ধন্বন্তরি ।

অম্বষ্ঠ প্রধানামৃতচার্য্য ধন্বন্তরি ।
ত্রিভুবন খ্যাত বহু শাস্ত্র অধিকারী ॥
বিষ্ণু অংশে বেদমন্ত্রে বৈশ্য্যাক্রোড়ে হয় ।
স্ররণে বাহার নাম সর্ব রোগ ক্ষয় ।
ত্রিভুবন খ্যাত পুণ্য শ্লোক ধন্বন্তরি ।
যার বরে বৈদ্যকুল চির তেজধারী ॥
বেদ কর্ত্তা নহে কেহ ব্রহ্মার বচন ।
ব্রহ্ম বাক্য মুনিগণ করেন শ্রবণ ॥
মুনি ঋষিগণ পূর্ব স্ররণের বলে ।
বেদের মহিমা তত্ত্ব জানে ভুমণ্ডলে ॥
বেদের মহিমা তত্ত্ব প্রকাশ কারণ ।
মুনিগণ প্রাপ্ত হন নহে অন্তজন ॥
সিদ্ধ বেদ মন্ত্রে হয় অসাধ্য সাধন ।
ব্রহ্মপুত্র অম্বষ্ঠের জন্ম যে কারণ ॥
বেদজ অমৃতচার্য্য বৈদ্য রাজ নাম ।
বিষ্ণু অংশে অবতার হল্য ধরাদাম ॥
যেইরূপ আছে অবতার বিবরণ ।
যথাদৃষ্ট লিখিলাম বৃত্ত পুরাতন ॥
অহল্যা ছলনে ইন্দ্র ভগাঙ্ক বধন ।
ধন্বন্তরি সন্নিকটে করিলা গমন ॥
ব্রহ্ম কোপজাত রোগ শাস্তি যোগ্য নয় ।
বলিলেন ধন্বন্তরি ক্ষম মহাশয় ॥

শুনি ইন্দ্র অভিমাণে উদ্যত হইলা ।
দেখি ধন্বন্তরি বিষ্ণু দেখে প্রবেশিলা ॥
সাগর মন্ডনে জন্মে বিষ্ণু ধন্বন্তরি ।
পূন্ম অন্তর্ধান হল্য স্বদেহ সন্ধরি ॥
রোগ সম্পূড়িত পুন হল ত্রিভুবন ।
ব্যাকুলিত মন হল যোগী ঋষিগণ ॥
উপস্থিত হল্য সবে বিষ্ণু সঙ্গিধানে ।
স্তব স্তুতি আরম্ভিলা বহুবিধ ধ্যানে ॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু বলে মুনিগণে ।
বৈশ্য্যাক্রোড়ে পুনরায় যাইব ভুবনে ॥
নিরূপিত ক্রমে কালে হইল ঘটন ।
বীরভদ্রা ক্রোড়ে বিষ্ণু অংশাবতরণ ॥
সর্ব রোগ শূন্য পুন ত্রিভুবন হল ।
রোগাক্রান্ত সর্বলোক আরাম লাভিল ॥
সিদ্ধ মুনি এক পথ প্রাপ্তির কারণে ।
পিপাসায় জল চায় বীরভদ্রা স্থানে ॥
পিপাসিতে বৈশ্য্য কস্তা করে জল দান ।
মুনি বলে প্রাপ্ত হও দিব্য সুসন্তান ॥
কস্তা কহে না হইল মম পরিণয় ।
কথা শুনি মুনিবর চিন্তিত হৃদয় ॥
পরে কন্যা লয়ে যান মুনিগণ স্থানে ।
কুশ পুত্র নির্মাইলা বেদ উচ্চারণে ॥
বেদ মন্ত্রে করিলেন জীব সঞ্চারণ ।
বীরভদ্রা ক্রোড়ে পুত্র করিলা স্থাপন ॥
অমৃত আচার্য্য নাম রাখে মুনিগণ ।
ধন্বন্তরি অন্য নাম কৈলা নির্ধাচন ॥
অকৃতাসে বীরভদ্রা পিতার ভবনে ।
লইয়া গেলেন শিশু পালন কারণে ॥

দিনে দিনে বাড়ে শিশু ধর্ম্মেতে তৎপর ।
 পরম সুন্দর রূপ যেন শশধর ॥
 মুনিগণ আজ্ঞা মতে লভে আয়ুর্কোদ ।
 দেবতা সদৃশ যেন নাহি কিছু ভেদ ॥
 মাতৃ স্থানে ছিল বলি হল বৈশ্রাচার ।
 সর্ব আয়ুর্কোদে শিক্ষা হল চমৎকার ॥
 সর্ব শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞানা হল মুনিবর ।
 দিগন্ত পূজিত নাম ভুবন ভিতর ॥
 অম্বষ্ঠকে ব্রহ্মপুত্র বলে শঙ্ক মুনি ।
 লিখিত শাস্ত্রের কথা ঋষি বাক্য শুনি ॥
 শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ হইল যখন ।
 গৃহস্থ আশ্রম মুনি করিলা গ্রহণ ॥
 সিদ্ধ বিদ্যা নামে কন্যা স্বর্গ বৈদ্যধরে ।
 বহু সমাদরে কন্যা দিলা হেন বরে ॥
 অম্বষ্ঠ কুলের বহু শিষ্যাদি আইলা ।
 সিদ্ধ মুনি পরশনে দিব্য জ্ঞানী হৈলা ॥
 গুণ ধর্ম্মাচার বহু করি সমর্জন ।
 করিলেন মুনি জাতি উৎকর্ষ সাধন ॥

বৈদ্য মাহাত্ম্য ।

সপ্তর্ষি পূজিত নাম বখা ত্রিভুবনে ।
 সপ্ত বৈদ্য নাম তথা পূজে সর্বজন ॥
 বিষ্ণু ধর্ম্মস্তরি হুই অশ্বিনীকুমার ।
 দিবো দাস কালীরাজ পাণ্ডব হুই আর ॥
 এই সপ্ত জন আরো ঋষি নয়জন ।
 ক্রমশঃ বোড়শ সূর্য্য-দেব শিষ্য হৈন ॥
 বোড়শে বোড়শ গ্রন্থ ক্রমে বিরচিলা ।
 আয়ুর্কোদ তত্ত্ব সর্ব পৃথী বিস্তারিলা ॥

আদি আয়ুর্কোদ কহে বিধি পঞ্চানন ।
 ক্রমে বৈদ্য জাতি তাহা করিলা ধারণ ॥
 নিখিলায়ুর্কোদ তত্ত্ব জাতি বৈদ্য ধরে ।
 হিমাদ্রি যথায় বহু রত্নের আকরে ॥
 আদি ব্যাধি নিবারক যেই মহাজন ।
 বিষ্ণু অংশে সমাগত হইলা ভুবন ॥
 অম্বষ্ঠ হইলা ধনা বিষ্ণু আগমনে ।
 বৈদ্য নারায়ণ তুল্য বিদিত ভুবনে ॥
 বহু জাতি ভেদ যুক্ত ভারত ভুবন ।
 পঞ্চ মাংস সদা যার ভক্ষিলা ব্রাহ্মণ !
 এখনো প্রাচীন বহু ভাবি পরকালে ॥
 বৈদ্যের ঔষধি সেবে মৃত্যুহেনকালে ॥
 ধার্ম্মিক সুবৈদ্য নাহি ধর্ম্ম করে ক্ষয় ।
 মাংস দানে বৈষ্ণবেরে সঙ্গা ভীত হয় ॥
 শাস্ত্রত্যাগে নাকরায় অভক্ষ্য ভক্ষণ ।
 ইহ পরকাল বৈদ্য উভয় রক্ষণ ॥
 সর্ব প্রাণী হিতকর বৈদ্য বংশ হয় ।
 ঋণে যার সর্ব লোক চির ঋণী রয় ॥
 বৈদ্য রাজ কুল দিল ব্রাহ্মণ কায়েথে ।
 ন্যায়তঃ বৈদ্যের ঋণ কে পারে শোধিতে ॥
 বহুগুণী বিকৃষিত ছিল বৈদ্য কুল ।
 বিশ্র কুলে ছিল যার সম্মান বিপুল ॥

বৈদ্য বিস্তার ।

কৃত বিদ্য বৈদ্য কুল যুত বৈদ্যচার ।
 আর্য্যভূমে ক্রমে বহু হইলা বিস্তার ॥
 পরে বঙ্গে নিজ রাজ কুলের উত্থান ।
 দেখি বহু তর বঙ্গে করিলা পয়ান ॥

ডাকৈর ।

বিদৰ্ভ উৎকল আর মগধাদি দেশে ।
 নানাস্থানে বৈদ্যকুল আছে সবিশেষে ॥
 অম্বষ্ঠ নামেতে দেশ নন্দ্যদার কুলে ।
 নিখিত রয়েছে পুরাণাদি নানা স্থলে ॥
 মহারাষ্ট্রে বৈদ্য কুল কোন ২ স্থানে ।
 উল্লিখিত কুল গ্রন্থে, আছে যথামানে ॥
 কুরুক্ষেত্র আদি স্থানে অম্বষ্ঠের বাস ।
 বাথোচিতমান সহ আছে সুপ্রকাশ ॥
 মিথিলা বারেন্দ্র আর রাঢ় বঙ্গ দেশে ।
 বহু বৈদ্য কুল আছে বর্দ্ধিত স্বদেশে ॥
 বঙ্গে সর্ব কুলখনি রাঢ় পূজ্যতম ।
 যথা হৈতে সর্সকুল রত্নের নির্গম ॥
 শ্রীখণ্ড নামেতে স্থান রাঢ় অভ্যন্তরে ।
 কুল পদ্মবন যথা দিবা সরোবরে ॥
 পূর্ব বঙ্গে মুখ্য স্থান বশোহর নাম ।
 ভূভারতে ব্যাপ্ত বংশ শ্রীবিজয়ধাম ॥
 সর্স কুল গিদ্ধি ভূমি বিক্রমনগর ।
 বহু বিজ্ঞ কুলাকীর্ণ পদ্ম সরোবর ॥
 সর্সদিকে বঙ্গদেশে বৈদ্যের বিস্তার ।
 গুরু লঘু ভেদ জ্ঞান দেখে ক্রিয়াচার ॥
 বঙ্গে বৈদ্য আদি কুল বিদ্বিত ষোড়শ ।
 যথাক্রমে কক্ষগত লভে কুল যশ ॥
 সেন দাস গুপ্ত তিন দিক বংশ হয় ।
 দশ—কুল দত্ত আদি সাধো পরিচয় ॥
 দত্ত দেব ধর কর রাজ্য সোম ছয় ।
 নন্দ চন্দ্র কুণ্ড আর রক্ষিত চারি হয় ॥
 ক্রিয়া দোষে কষ্টত পাইলা বহুতর ।
 লুপ্তকুল নাগ ইন্দ্র আদিত্য অপর ॥

দত্ত দেব কব পূর্বে ছিল উর্দ্ধতর ।
 ক্রিয়া দোষে কুলক্ষয় প্রাপ্ত পরম্পর ॥
 হইল ষোড়শ কুল শাস্ত্রের নির্ণয় ।
 বৈদ্য কুল সূতগণ জ্ঞান পরিচয় ॥
 বঙ্গে পূর্বে আসিলেন কজ রাজগণ ।
 নানাদিক হৈতে ক্রমে আসিলা ব্রাহ্মণ ॥
 বৌদ্ধ রাজকুল-কালে বৈদ্যের আবাস ।
 শ্রীবিজয়ে ছিল বৌদ্ধ গ্রন্থে পরকাশ ॥
 পরেও ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়েথ আইলা ।
 জন্ম বৃত্তি অনুসারে সম্মান লাভিলা ॥
 ক্রমে বৈদ্য বিস্তারের পূর্ব বিবরণ ।
 বহু স্থানান্তর ক্রমে করিব বর্ণন ॥

কুলস্মৃতি ।

সকলের নাম জ্ঞানে, কুল ইতিহাস ।
 পূর্ব পূর্ব স্থান, ভাব, থাকে সুপ্রকাশ ॥
 নানা স্থানবাসী লোক-যোগ পরিচয় ।
 কালে কিতোপায় আর রক্ষা হেতু হয় ॥
 গেলে স্থানান্তরে মান ধর্ম নাহি হয় ।
 বংশ নামে অজ্ঞ লোক অজ্ঞাত-অময় ॥
 পিতৃ মাতৃবংশ নাম জ্ঞাত নাহি যায় ।
 পিতৃ কার্যে পিতৃ ঋণ না হয় উদ্ধার ॥
 গোত্র প্রবরাহি বংশ ধারা প্রকরণ ।
 গুরু পুরোহিত বেদ শাখা বিবরণ ॥
 কোন কোন স্থানক্রমে স্থান বর্তমান ।
 বালক-বালিকাগণে দিবে শিক্ষা দান ॥
 অকস্মাৎ প্রাচীনের হলোও অত্যাচার ।
 না হইবে আত্মকুল পরিচয়ভার ॥

ডাকৈর ব্যাখ্যা ।

সরল প্রকৃত তব্ব বাতে জানা যায় ।
ডাকৈর তাহাকে বলে ঘটক কণায় ॥
শিশুর থাকিবে মনে শীঘ্র বাবে শিখা ।
তাংমাবাংলা কথা তাই ডাকৈরেতেলিখা
ডাকৈরেতে লিখা আছে বৈদ্য দোষগুণ
শিশু বৃদ্ধ গুনে তাই হেনে হয় খুন ॥
বৈদ্য কুল মধ্যে যত রহস্তের কথা ।
ডাকৈরে যেরূপে লিখা শ্রেণীবদ্ধগাথা ॥
ছন্দাচ্ছন্দ বিবেচনা ডাকৈরেতে নাহি ।
কিরূপে হইবে মিল ডাকৈরের বহি ॥
সিদ্ধ বৈদ্য দোষগুণ ডাকৈরে প্রকাশ ।
সাধ্য কষ্ট বৈদ্যানাম ক্রতে মান নাশ ॥
এইরূপ কুলভাব ছিল পূর্বাগর ।
আনন্দঘটক কবে সমস্তে আদর ॥
আদিশূর মহারাজা কগতে বিখ্যাত ।
বল্লাল দৌহিত্র তার বিজয় রাজপুত ॥
বৈদ্যজাতি মধ্যে তারা রাজচক্রবর্তী ।
ভুবনে রেখেছে কত নানাবিধ কীর্তি ॥
কুলদাতা মহারাজা বল্লাল সেন হয় ।
কুলশাস্ত্রে লিখে তার বৈদ্য পরিচয় ॥
কুলকর্ত্তা স্থির করা কর্ত্তব্য প্রথম ।
তবে সে বিধিত হবে সর্বত্র নিয়ম ॥
শিশুকাল হতে জ্ঞানি বল্লালসেন বৈদ্য
কৃতবিদ্যা শূদ্রগণ জাতি নহে বাধ্য ॥
ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে কুল পঞ্জি যত ।
নানাবিধ গ্রন্থ আছে বিজ্ঞ জন কৃত ॥

চির ক্রম শ্রীবল্লাল বৈদ্য কুলোদ্ভব ।
নব্য ভব্য সভ্য করে কাব্য অসম্ভব ॥
বৈদ্যজ্ঞ বল্লাল সব গ্রন্থে দেখা যায় ।
অলীক কতই লিখে নব্য সম্প্রদায় ॥
শূদ্র মধ্যে কেহ করে ক্ষত্রিয় প্রকাশ ।
দিনে দিনে হবে কত নব্য ইতিহাস ॥
চন্দ্রদ্বীপপতি রাজা পরমানন্দ রায় ।
শূদ্রের কুলজি গ্রন্থে লিখা পড়া যায় ॥
“বল্লাল সেন নৃপতি হইল পশ্চাত ।
অম্বষ্ঠ বংশেতে জন্ম ব্রহ্মপুত্র জাত ॥”
অম্বষ্ঠকে ব্রহ্মপুত্র কহে শাস্ত্র মুনি ।
পুরাণের কথা ইহা স্মি বাক্য শুনি ॥
কৃষ্ণচক্র মজুমদারের চাকুরে বর্ণনা ।
কারেহু অম্বষ্ঠ এক করেছে রটনা ॥
বঙ্গীর সমাজ গ্রন্থে তাহা কিস্ত নয় ।
বল্লাল রাজাকে লিখে কারেহু নিশ্চয় ॥
আদিশূর বল্লাল রাজা এক বংশধর ।
বঙ্গীর সমাজ গ্রন্থে নূতন খবর ॥
কারেহু কুল নির্ণয় গ্রন্থেতে লিখিত ।
আদিশূর মহারাজা ক্ষত্রিয় নিশ্চিত ॥
অম্বষ্ঠ কুলের মাজ আয়ুর্কোদে পাবে ।
কারেহু অম্বষ্ঠ সম বলিলে কি হবে ॥
অম্বষ্ঠেরা বিজ্ঞ মধ্যে শাস্ত্রেতে মিমাংসা ।
কারেহুের মনে তাতে হয়েছ জিঘাংসা ॥
অম্বষ্ঠেরা বিজ্ঞ মধ্যে শাস্ত্র মীমাংসিত ।
অশাস্ত্র প্রলাপ তার নহে সমুচিত ॥
কারেহু বংশের জন্ম ত্রিবিধ রূপেতে ।
বঙ্গের কারেহুরাজী কোন বিধিতে ॥

তবে সে হইবে স্থির ষণ্ডন কলহ ।
 নতুবা থাকিবে কিন্তু মনের সন্ধেহ ॥
 শ্রেষ্ঠ লঘু বিবেচনা দেশের উন্নতি ।
 তাহার অভাবে হবে সমাজের ক্ষতি ॥
 এক পক্ষে বিচারেতে অবিচার হয় ।
 চাই পক্ষ তর্ক স্থিরে মিমামসা নিশ্চয় ॥
 উভয় পক্ষের তুষ্টি বাহার বিচারে ।
 সর্বত্র ঘোষিবে যশঃ তাহার সংসারে ॥
 পক্ষপ্রিত দোষী যদি বিচারক হয় ।
 তার তুল্য লঘু চিন্তা আর কেহ নয় ॥
 যদি কিছু পাশ থাকে অবিচারে হয় ।
 বিচার বিভ্রাটে মহা পাপের উদয় ॥
 অবিচারী বিচারক বুদ্ধি নাহি স্থির ।
 বিচারান্তে মনে হয় এ পাপ শরীর ॥
 দোষ হীন বিচারেতে পুণ্যের সঞ্চয় ।
 মৃত্যুকালে হবে তার ধর্মের আশ্রয় ॥

বৈদ্যের ভাব ।

বিদ্যা-লক্ষ্মী বিনয়যুক্ত সুরঞ্জিত জন ।
 কুল যশ ভিন্ন তিনি প্রশংসায় নন ॥
 পূর্ব পূর্ব কুল গ্রহ দর্শন করিয়া ।
 সিদ্ধ বৈদ্যমাত্রতাতে দেখিতে পাইয়া ॥
 সিদ্ধ ভিন্ন বৈদ্য নাহি পাই কণ্ঠহারে ।
 সাধ্য কষ্ট বৈদ্য নাম লিখিবার তরে ॥
 সর্ববৈদ্য নাম গ্রহ লিখিতে মনন ।
 বৈদ্যগণ নিকটেতে মম আকিঞ্চন ॥
 নামপ্রাপ্তি জন্ম করি বিজ্ঞাপনকারী ।
 কত অর্থব্যয় গেল কহিতে না পারি ॥

কত গ্রাম জিলা হতে কত নাম আসে ।
 নামেরতালিকা দেখি মন কাপে আসে ॥
 আদিঅন্ত মিল নাহি দেখ কত জনে ।
 তাহা দেখি চিন্তাহিত আছি রাত্রদিনে ॥
 বৃথা চিন্তা করি কিন্তু নাহি কিছু কল ।
 ক্রমান্বয়ে স্থনির্ণয়ে প্রেকান্ত সকল ॥
 বিজ্ঞাপন চিঠি প্রাপ্তে যত বৈদ্যগণ ।
 বংশাবলী ভুচ্ছ করি দিতে নাহি মন ॥
 কত জনের বংশনাম নাহি বুঝি ঠিক ।
 তাহারাই চিন্তা করি বার চতুর্দিক ॥
 কিমতে পাইবে ঠিক বংশ নামাবলী ।
 চিন্তিত, ঘটক ভিন্ননা পাবে বেজালী ॥
 আলস্য ও অবহেলা আছে বার বারে ।
 তাহার সংসার কিন্তু অলক্ষ্যেতে ধরে ॥
 ধন মান কুল লক্ষ্মী চাহ যদি ভবে ।
 আলস্য ও অবহেলা তাজিতে যে হবে ॥
 বৈদ্যগণ নিকটেতে এই নিবেদন ।
 আলস্য ত্যাজিয়া কর নাম অবহণ ॥
 সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট নামে কুল তিন রূপ ।
 তিন রূপ কুল কহে বজাল সেন ভূপ ॥
 স্থান ভ্রষ্টে কুলকর জানিবে নিশ্চয় ।
 সাধ্য কষ্ট সম্বন্ধেতে ততোধিক হয় ॥
 সাক্ষাৎ সাধ্য সম্বন্ধে কুল দোষ রয় ।
 পরস্পর সাধ্য কার্যে তথৈবচ কর ? ॥
 ঐহটাদি দেশীবাণী অরি তুল্য জানি ।
 গহিত সম্বন্ধ করা পরস্পর শুনি ॥
 খিত রোগ জন্য যথা দোষিত শরীর ।
 সম্বন্ধ দোষতঃ তথা কুল নহে স্থির ॥

শক্তিবলে মহৎ কুলে দোষ নাশ হয় ।
 শশাঙ্কে কলক বধা গগনীয় নয় ॥
 পুত্র ভাগ করা ভাল কুল রক্ষা অন্য ।
 প্রাণভাগকরা ভাল থাকে কুল মান্য ॥
 অকুলেতে কার্য করা ভাল মহে কাজ ।
 পরিচয় দিতে গেলে পাইবে যে লাজ ॥
 অস্ত্রাজ ব্যক্তিও কিন্তু কুল মান চায় ।
 মান চাহে নিজ মেলে সদা মুক্তিলায় ॥
 কুল বোচ ধন নয় সূচ সতি জন ।
 ধনের গৌরব স্থির নহে কদাচন ॥
 ধন বল কণস্থায়ী কুল চিরন্তন ।
 কল্যাবধি তারা কুল তন বৈদ্যগণ ॥
 বল্লালসেনের দোষ কে বলিতে পারে ।
 সাধ্যকষ্টে অরি ভাব ভাগ্য অজুসারে ॥

সিদ্ধ সাধ্যাদি ভেদ কথন ।

শক্তি, কশ্যপ মৌংগল্য ধ্বজরিগোত্র ।
 সিদ্ধ বৈদ্য গোত্র বলি অতীব পবিত্র ॥
 এই চারি গোত্রোত্তম বাহারা হইবে
 কুল গুণাবিত্ত হৈলে কুলীন জানিবে ॥
 সেন দাস গুপ্ত বৈদ্য সিদ্ধবৈদ্য হয় ।
 ভগ্নাধ্যৈ কুল-শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয় ॥
 তাহা ভিন্ন বৈদ্যগণ সাধ্য সংজ্ঞা হয় ।
 সাধ্য ভিন্ন বৈদ্যগণ কষ্ট সংজ্ঞা কর ॥
 সিদ্ধসাধ্য কষ্ট ভিন্ন বৈদ্য আছে বাক্য ।
 শশাঙ্কে বর্জিত বলি অরি বৈদ্য তারা ॥
 শক্তি, ধ্বজরী গোত্র সেন বৈদ্যগণ ।
 মৌংগল্য গোত্রজ বৈদ্যদাস মহাজন ॥

কাশ্যপগোত্রজ গুপ্ত সিদ্ধ নিকপণ ।
 সিদ্ধবৈদ্য গোত্র চারি নিশ্চিত কখন ॥
 আলখান, ভরদ্বাজ গোত্র বৈদ্যানর ।
 শালকায়ণ শাণ্ডিল্য আর পরাশর ॥
 আদ্য কৌশিক বলিষ্টগোত্র কৃষ্ণাজেয় ।
 আজিরস বাৎস্য সাবর্ণি মার্কণ্ডেয় ॥
 আদিত্য বিষ্ণু মহর্ষি গোত্র জামদগ্ন্য ।
 আজেয় গোতম আর ধ্রুব মহামান্য ॥
 হীন বৈদ্য গোত্র এই বিংশতি নিশ্চয় ।
 চারি গোত্র সিদ্ধ বৈদ্য শাস্ত্রের নির্ণয় ॥
 আটত্রিশ গোত্র বৈদ্য কুলগ্রাহে কর ।
 আর বাকী চৌদ্দগোত্র নানাস্থানে রয় ॥
 স্থানদোষ রাজদোষ সম্বন্ধ দোষতঃ ।
 শ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণ হয় হীন ভাবায়িত ॥
 তদ্রূপ হইলে বৈদ্য নীচ ভাবায়িত ।
 অরি বৈদ্যগণ দেখি হইনে প্রসন্ন ॥
 কাশ্যপ গোত্রজ গুপ্ত মহতান দোষী ।
 সাধ্য ভাব হয় বটে সাধ্য সঙ্গে মিসি ॥
 গোতম সাবর্ণি গোত্র গুপ্ত বৈদ্য বিনি ।
 তাহাদের নাম কিন্তু কোথাও না শুনি ॥
 কশ্যপজ গুপ্ত বৈদ্য কায় ও ত্রিপুর ।
 নবগুণাবিত্ত হৈলে সম্বন্ধ প্রচুর ॥
 শক্তিগোত্রে গণ হিঙ্গু কুল ভাবে হয় ।
 স্থানভট্ট রাজদোষে সাধব হীন রয় ॥
 শক্তিগোত্র সেনবংশে গয়ি, অক, যীন
 ভসেন ও স্বধর্পী পক্ষ কুল হীন ॥
 বল্লালের অন্ন দোষে কষ্ট সাধ্য হয় ।
 বল্লালাস দোষী বৈদ্য স্থান ভট্ট কর ॥

নগুপাপি পিতৃশাপে সাধা ভাবাপন্ন ।
 বৈদ্যানর আজিরন আদ্য কৃষ্ণাঙ্গর ॥
 মোংগল্য কোশিক বেই সেনবৈদ্য হর
 এই সব কষ্ট বৈদ্য জানিবে নিশ্চয় ॥
 ধনুস্তরি গোত্রোদ্ধব হিন্দু মহামতি ।
 কুল শ্রেষ্ঠ কুলীন হর তাহার সম্বতি ॥
 ধনুস্তরি গোত্র রাজা কমল সেন ছিল
 রাজ্যলোভ হেতু তার কুল হীন হৈল ॥
 বুরিসেন ধনুস্তরি শীলবান রয়
 স্থান ত্যাগ জন্য তার কুল হীন হর ॥
 ছাড়িয়া লোকডাঙ্গের স্থান ত্যাগ জন্য
 সাধাভাব গত তারা কষ্ট হৈতে মান্য ॥
 সাধা কষ্ট বহুতর প্রতিপত্তি হীন ।
 বল্লালের দোষ তাতে নাহি কোনদিন ॥
 সিদ্ধ সাধা কষ্ট অরি বৈদ্য চারি শ্রেণী
 পরিচয় হীন জনে কুলাঙ্গার জানি ॥
 পতনে সাধ্যের সহ বহু ক্লিষ্টাবান ।
 সিদ্ধের সম্ভান হবে সাধ্যের প্রধান ॥
 কুলাঙ্গার ব্যক্তিগণ কুল হীন হর ।
 পরিচয় দিতে তারা মনে পায় ভয় ॥
 কুল সৃষ্টি হৈতে যারা নিজ পরিচয় ।
 বলিতে না পারে তার কুল ঠিক নয় ॥
 কুল ঠিক রাখিবেক বৈদ্য বংশধর ।
 কুলাঙ্গার জন তাতে হইবে কাতর ॥
 বৈদ্য বলি পরিচিত হইবেন যিনি ।
 কুলাঙ্গি রাখিবে মদ্র নহে হীনজানি ॥
 কুলাঙ্গিতে বংশ নাম লিখে ঠিক মতে ।
 কুলাঙ্গিতে কুল ঠিক পরিবেজানিতে ॥

কুলাঙ্গিতে কুলাঙ্গার দৃষ্ট নাহি করে ।
 কুলাঙ্গার শেষকালে মন দুঃখে মরে ॥

১। সেন-বৈদ্য গোত্র সংখ্যা

৩ বীজী নিরূপণ ।

সেনবৈদ্য একাদশ বীজী নিরূপণ ।
 ঘটক জ্ঞানেন ইতা করি অন্বেষণ ॥
 শ্রীহর্ষ নৃপতি আর বুরি গয়সেন ।
 ধনুস্তরি গোত্র বলি পরিচয় দেন ॥
 মহামান্য ধনুস্তরি আছে পরিচিত ।
 সর্বদেশে আছে ইহা সর্বত্র বিদিত ॥
 শ্রীহর্ষ নৃপতি হয় কুল শ্রেষ্ঠ গণ্য ।
 ধর্মকর্ম্যে সদা রত লোকে করে মান্য ॥
 পঞ্চকোটি সমাচ্ছিতে সেন ভূমি স্থিতি ।
 দোর্দণ্ড প্রতাপ রাজা শ্রীহর্ষ নৃপতি ॥
 তৎবংশের বঙ্গদেশে গুইটী সমাজ ।
 সেনহাটি চন্দনমঞ্জি ছিল যে বিরাজ ॥
 বুরি গয়সেন ছিল বিদ্যাবন্ত অতি ।
 স্থান ত্যাগ বিয়া দোষে সাধাভাব গতি ॥
 শক্তিধর উদয়ন শক্তি গোত্র হর ।
 শক্তি, বুলি ভজিল ন তাহার আশ্রয় ॥
 শক্তিধর পুণ্যবন্ত ধর্মকর্ম্যে রত ।
 সুসঙ্গ তালঙ্গ করি বেড়ার নিরত ॥
 উদয়ন সেনের পুত্র হয় তিনি জনা
 অগ্রজ শিরাললেন ধর্মশাস্ত্রে মন ॥
 সাঙু হিন্দু গুই ভাই সাধ্যসম হর ।
 শিয়াল নামেতে তারা পরিচিত রর ॥

শিয়াল সেনের ছিল দুইটা সমাজ ।
 পোড়াগাছা, পুখুরিরা ররেছে বিরাজ ॥
 শিয়ালের বংশধর সম্মানিত হয় ।
 নানা স্থানে গতি জন্ত মান হল অল্প ॥
 সাধ্য বৈদ্য বলি তাকে কহে ঈদানিক
 প্রতিষ্ঠা হীন তত্ত্ব তাই বটে ঠিক ॥
 সেন বৈদ্য বৈখানর হয় রাজ অংশ ।
 যাহা হইতে অস্থির আছে বলালের বংশ ॥
 সেন বৈদ্য মোংগল্যজ হয় একজন ।
 কোশীক গোত্রজ সেন আছরে লিখন ॥
 ক্রম্বাজের সেন বৈদ্য পরিচিত নয় ।
 আকিরস সেন বৈদ্য উক্তরূপ হয় ॥
 আদ্য গোত্র সেন বৈদ্য বলে অদর্শন ।
 চন্দ্রপ্রভা লিখে কিন্তু রাঢ়ে হয় জন্ম ॥
 পরস্থিত হয় গোত্র সেন বৈদ্যগণ ।
 পরিচর হীন বলি বিজগণ কম ॥
 কষ্টধম বলে বলি কেহ অরি কর ।
 আদি নাম অজাত জন্ত তাহাই নিশ্চয় ॥

সাধ্যাদি ভেদ ।

কুল গ্রহে সাধ্য তাব ত্রিবিধ বর্ণন ।
 কুলজ-বংশজ-সাধ্য আদি সাধ্যগণ ॥
 মেলন্থটি হতে যারা সাধ্যে নিরূপিত ।
 আদি সাধ্য—কুল গ্রহে সদা পরিচিত ॥
 মেলন্থটি পরে যারা সিদ্ধ বংশ ছিল ।
 কুলগ্রহ ন্থটি পূর্বে সাধ্য পাইল ॥
 তাহার বংশজ সাধ্য বলি গণ্য হয় ।
 কুলজ সাধ্যের হতে হীন ভাবে হয় ॥

কষ্টধারে যে যে বংশ কুলে ধরে ছিল ।
 পরে স্থান আদি দোষে হীন দেখাইল ॥
 তাহাদের মধ্যে যারা সাধ্য মেল হয় ।
 কুলজ সাধ্যের মধ্যে সদ্ধ পরিচর ॥
 মেলন্থটি হতে যারা কষ্ট নিরূপণ ।
 আদি কষ্ট কুলগ্রহে তাদের বর্ণন ॥
 মেলন্থটি পরে যারা সাধ্য বংশ ছিল ।
 ক্রমে ক্রিয়া দোষে কালে কষ্ট পাইল ॥
 কৃতকষ্ট বলি তারা মেলে গণ্য হয় ।
 আদি কষ্ট হতে কিছু প্রতিষ্ঠিত হয় ॥
 কষ্ট সঙ্গে সদা যার পাশটী ক্রিয়া হয় ।
 উর্দ্ধমাত হইলেও কষ্টে পরিচর ॥
 কষ্ট সঙ্গে সদা ক্রিয়া করে যেই জন ।
 সিদ্ধ সাধ্য করে তারে ক্রমশ বর্জন ॥
 কুলজ সাধ্যের মধ্যে শিয়াল গরি হয় ।
 ক্রিয়াগুণে তাব রক্ষা কুক্রিয়ায় ক্ষয় ॥
 বংশজ সাধ্যের মধ্যে বুরি মাত্র পায় ।
 ক্রিয়াগুণে ক্রমশ্বরে উর্দ্ধ দিকে যায় ॥
 কিন্তু ক্রিয়া হীন যারা নহে পরিচিত ।
 ক্রিয়াবান্ তুল্য নহে সমাজে গণিত ॥

২। দাসবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা

ও বীজী নিরূপণ ।

দাস বৈদ্য বীজী হয় পঞ্চদশ জন ।
 ঘটক এচার করে পূর্বের কথন ॥
 মোংগল্যজ চায়াদাস ধর্মকর্মে বতি ।
 রাঢ়ে বলে প্রতিষ্ঠিত মহোজ্জল অতি ॥

মোংগল্যাজ পছদাস সংকুলীন গণি ।
 তার বংশে কেহ বটে কুলিনাভিমানী ॥
 মোংগল্যাজ দাসবৈদ্য বাকী আট জন ।
 কুলহীন বলি তারা সাধ্য ভাবে বন ॥
 দশ দাসে এক গোত্র পূর্ব নিরূপণ ।
 চায়ু পছ কুলপ্রাপ্ত অষ্ট সাধ্য হন ॥
 উপরি ফাকরি পাহি ভব ভায়ু অন্য ।
 বিড়াল মজলানন্দ সত্যবন্ত গণ্য ॥
 এই অষ্ট দাস কিছ সাধ্য ভাবাপন্ন ।
 স্থান ভ্রষ্ট হীনাচার কষ্ট দোষ জন্ম ॥
 ক্রিয়াগুণে কারো ২ হয়েছে আদর ।
 বংশজ-সাধ্যভে গণ্য সমাজ ভিতর ॥
 সালঙ্কারন, শান্তিল্য গ্রহেতে প্রকাশ ।
 বশিষ্ট বাৎস্য খোত্রজ এই চারি দাস ॥
 শেব তিন গোত্র বাস কোথাওনা গুনি ।
 আদি সাধ্যে সালংকান হীনভাব জানি ॥

ভরদ্বাজ পরিচয় ।

ভরদ্বাজ গোত্র দাস আদি সাধ্য হয় ।
 ক্রিয়াগুণ—দোষে ভাবাভাব পরিচয় ॥
 ভরদ্বাজ রবি রাণী রঘুরাম রায় ।
 সমগ্র বিক্রমে যার রাজ্যস্থ যোগায় ॥
 হিন্দু, মুসলমান, বুবা, বালক, হবির ।
 যার পদান্তির ভয়ে কম্পিত শরীর ॥
 যার দ্বারে থানাদার, বিস্তর লঙ্কর ।
 শত শত ছিল যার চাকর মফর ॥
 যাহাদের মধ্যে রহ যেনে স্ত্রিন স্থান ।
 লড়িল ক্রমশ, কালে বিপুল সম্মান ॥

বিক্রমে সমাজপতি রঘুরাম ছিল ।
 বহু ক্রিয়াগুণে বহু সম্মান লভিলা ।
 বিক্রমপুরে অল্প যত ভরদ্বাজগণ ।
 ক্রিয়াগুণে কারো কারো কুলে আকর্ষণ ॥

৩। গুপ্তবৈদ্যের গোত্রসংখ্যা ও বীজী নিরূপণ ।

কাযু গুপ্ত বীজী বলি কহে বৃদ্ধগণ ।
 কাযু নামে পরিচয় দেয় বহু জন ॥
 কাশ্যপ গোত্রজ মধ্যে কাযু শ্রেষ্ঠ হয় ।
 সংকুল বলিয়া তারা সম্মানিত রয় ॥
 গুপ্ত বৈদ্য অনাচারী বহু দৃষ্ট হয় ।
 কাপটি গুপ্তের মাতা তিন কুলে রয় ॥
 কাপটির তিন পুত্র মদন জ্যেষ্ঠ হয় ।
 লোকনাথ নীলাধরের কুল জয় হয় ॥
 শক্তি গোত্র দণ্ডপানি সহ লোকনাথ ।
 বিড়াল দাসের সহ নীলাধর পাত ॥
 লোকনাথ নীলাধর তাই কুল হীন ।
 মদন বংশে নৃত্যঞ্জয় রহিল কুলিন ॥
 কাযু গুপ্ত মধ্যে আর কারো কুল মাই ।
 কুলজ সাধ্যের হীন গুনিতে যে পাই ॥
 ত্রিপুর গুপ্তের বীজী স্বর্গ্য গুপ্ত হয় ।
 কাশ্যপ গোত্রজ বলি দেয় পরিচয় ॥
 ত্রিপুর গোত্রের বংশে শ্রেষ্ঠ গঙ্গাধর ।
 অচ্যুত গুপ্তের পুত্র হয় রাজাধর ।
 পরমানন্দ কর্ণপুর রাজাধর বংশে ।
 তিন পুত্র হল তার মাতা সমানংশে ॥

গয়াশ গুরবাসী বলি দেয় পরিচয় ।
কুল মান আছে বলে কেহ কেহ কর ॥
কালিয়া আগত যারা সম্মানিত রয় ।
বিক্রমপুর কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয় ॥
নয়নের সপ্ত পুত্র পঞ্চ কুল হীন ।
মহীপতি গুপ্তের কুল হয়েছে মলিন ॥
কর কপোতে আসেন গুপ্ত মহীপতি ।
তপস্বী গুপ্তের কিত্ত অশ্ব গুপ্ত খ্যাতি ॥
তপস্বী ও নারায়ণ বহু স্থানে রয় ।
অপর ত্রিপুর বংশ সাধ্যাধম হয় ॥
মাধবের বংশধর কুলিন বলি কর ।
পরিচয় দিলে ঠিক জানিবে নিশ্চয় ॥
গৌতম সার্বৰ্ণ গোত্র নাহি দৃষ্ট হয় ।
গুপ্ত মধ্যে হীন বৈদ্য মানিবে নিশ্চয় ॥
মহৎ স্বল্প অধিকারী গুপ্ত কঠাহারে ।
বল্লালের অন্ন দোষে কষ্ট ভাব ধরে ॥

৪ । দত্তবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা

ও বীজী নিরূপণ ।

কৌশীকগোত্রজ দত্ত পাবিতা বীজী হয় ।
থাগড়া ক্ষত্রিয় বলি দেয় পরিচয় ॥
শাণ্ডিল্য গোত্রজ দত্ত বটগ্রামে স্থিতি ।
রামচন্দ্র দত্ত বীজী সৰ্ব্বত্র স্মৃতি ॥
মেঘচামী আদি স্থানে দত্ত বাস হয় ।
মধ্যদেশে ক্রিয়া গুণে খ্যাত পরিচয় ॥
কাশ্যপ শাণ্ডিল্য দত্ত খ্যাত অতিশয় ।
দত্ত বৈদ্য সপ্ত গোত্র শাস্ত্রের নির্ণয় ॥

কাশ্যপ শাণ্ডিল্য আদি সাধ্যাধ্যম হয় ।
কৌশীক মোংগল্য ভিন্ন সাধ্যাধম রয় ॥
আদি সাধ্য মধ্যে তারা অতিশয় মান্য ।
সামান্য দত্তের মধ্যে তারা নহে গণ্য ॥
দত্ত মধ্যে আদ্য আদি গোত্র বহুতর ।
আত্রেয় কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রে রীতি হীনতর ॥
ইহারা হীনজ বলি কহে বৃদ্ধগণ ।
শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ দত্ত সাধ্য মধ্যে হন ॥
দাসরা-সমাজপতি আর জৈনসার ।
সর্বশ্রেষ্ঠ দত্ত আর ছিল বৌনাসার ॥
শাণ্ডিল্য গোত্রজ দত্ত হয় পরিচিত ।
নানা স্থানে আছে কত সাধ্যের বর্জিত ॥
বেঙ্গগ্রাম শিয়ালদিতে বহু দত্তগণ ।
বিক্রমপুর স্থান বটে ক্রিয়াবিত নন ॥
বরিশাল জিলা মধ্যে ঝালকাঠী খ্যাত ।
তালাসে ঘটক তাহা আছে অবগত ॥
তার মধ্যে নারায়ণপুর নামে গ্রাম খ্যাত
কাশ্যপ গোত্রজ দত্ত তথ্যেতে বসতি ॥
ময়মনসিংহ জিলা মধ্যে আছে প্রতিষ্ঠিত ॥
কিশোরগঞ্জ ষ্টেশন তথ্যেতে বিদিত ॥
তন্মধ্যে রসিদাবাদ দত্ত বাস স্থান ।
শাণ্ডিল্য গোত্রজ দত্ত সে স্থানে প্রধান ॥
ঢাকা জেলা অধীন শ্রীমঙ্গর থানা ।
তার মধ্যে জৈনসার সৰ্ব্বলোক জানা ॥
শাণ্ডিল্য গোত্রজ দত্ত তথ্যেতে বসতি ।
দেব বিজে ভক্তি সদা আছে ধর্ম্যে মতি ॥
জৈনসার দত্ত মধ্যে বহু কৃতী লোক ।
ঐ ধর্ম্য সম্পদ তারা করিতেছে ভোগ ॥

সৰ্বদা করেন দত্ত কুলিন সঙ্গে বাস ।
 সতত করিছে তারা উচ্চ কুলের আশ ॥
 জৈনসারে রাজচন্দ্র জিয়াবান্ অতি ।
 দত্ত, বৈদ্যগণ মধ্যে অত্যন্ত সুখ্যাতি ॥
 আদি সাধ্য সুখ্য দত্ত এই সে কারণ ।
 সাধ্য বিদ্যার জ্যেষ্ঠ পুত্র দত্ত নিরুপণ ॥

৫ । দেববৈদ্যের গোত্র সংখ্যা

ও বীজী নিরুপণ ।

আজের গোত্রজ দেব কেতু গ্রাম বাসী ।
 নিকারুণ দেব বীজী অশেষ বংশধরী ॥
 দেব বৈদ্য চারি গোত্র পূৰ্ব্ব নিরুপণ ।
 আজের গোত্রজ দেব আদি সাধ্য তন ॥
 কৃষ্ণাজের শান্তিল্যজ দেব বৈদ্যগণ ।
 আলম্বান গোত্র দেব হীনভাবে রন ॥
 নানাস্থান গত বলি হীন ভাব দেখি ।
 কুল গ্রহে দেখি কিন্তু সব কথা লিখি ॥
 আদি সাধ্যের মধ্যে সুখ্য লিখে কণ্ঠহার
 ইদানিক অস্তরূপ দেখি ব্যবহার ॥

৬ । ধরবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা

ও বীজী নিরুপণ ।

ধর বৈদ্য হই গোত্র বীজী হই জন ।
 ধর বৈদ্য ছিল বহু পূৰ্ব্বের কথন ॥
 ধর বৈদ্য কাশ্যপজ আদি সাধ্য গণ্য ।
 বাসদত্তা গোত্র ধর তত নহে মান্য ॥

বারেন্দ্রজ ধর বৈদ্য কুল গ্রহে কর ।
 জিয়াগুণে বাগিধর মানাচিত হর ॥

৭ । করবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা

ও বীজী নিরুপণ ।

হিলোরা বাজিগাপুরে বীজী ধর্মকর ।
 ভরদ্বাজ গোত্র জাত প্রশংসা দিতর ॥
 বশিষ্ট শক্তি গোত্রজ কর বৈদ্য হর ।
 বলদেশবাসী বলি কুলগ্রহে কর ॥
 কর বৈদ্য সপ্ত গোত্র বীজী সপ্তজন ।
 কুলগ্রহে লিখা পড়া কহে বৃদ্ধগণ ॥
 মৌদগল্যও শক্তি গোত্র কর বৈদ্যত ।
 কুলগ্রহ মতে লিখা আদি সাধ্য গত ॥
 কাশ্যপ গোত্রজ কর হর অতঃপর ।
 ভরদ্বাজ বাংশ গোত্র আর পরাশর ॥
 বশিষ্ট গোত্রজ কর এই সপ্ত বীজী ।
 আদিসাধ্য মধ্যে কিন্তু লিখিত কুলাজী ॥
 করবংশ কর গ্রামে ছিলা বিক্রমপুরে ।
 যতনে আনিলা মহাপতি বৃন্দে ॥
 ঈশানে আনিয়া দিলা বিক্রমপুরে স্থান ।
 জিয়াগুণে নীচ হয়ে লভিলা সম্মান ॥

৮ । রাজবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা

ও বীজী নিরুপণ ।

রাজবৈদ্য চারি বীজী তিন গোত্র হর ।
 রাজবৈদ্য কোথা আছে নাহিক নির্ণয় ॥

কাশ্যপ বাৎস্ত গোত্র আর বার্কণ্ডের ।
কঠাধম সম বলি নাহি পরিচয় ॥
বাৎস্ত গোত্র রাজবৈদ্য বীজী হই জন ।
শশীরাজ শশীরাজ প্রকাশ ভুবন ॥
এনাচি ধাম নগরে শশীরাজ স্থিতি ।
শশীরাজ বঙ্গদেশে করেন বসতি ॥

৯ । সোমবৈদ্যের গোত্র সংখ্যা ও বীজী নিরূপণ ।

সোম বৈদ্য হই বীজী হই গোত্র হয় ।
কাশ্যপ কোথা আছে নাহিক নির্ণয় ॥
কৌশিক গোত্রজ সোম কষ্ট ভাবাপন্ন ।
পরিচয় হীন জন্য সদা আছে ক্লন্ন ॥
কৌশিকগোত্রজ সোমে ধর্মসোমবীজী ।
মণিগ্রামবাসী বলি বিদিত কুলাজী ॥

১০ । নলিবৈদ্যের গোত্রসংখ্যা ও বীজী নিরূপণ ।

নলি বৈদ্য হই ব্রৌণী আছে বঙ্গদেশে ।
লুপ্ত পদ্ধতি বা কেহ হল অপদেশে ।
কাশ্যপ গোত্র নলি মৌংগল্য বহুভর ।
সেরপুরে কাশ্যপ গোত্র জিহ্না মুক্ত ঘর ॥
মৌংগল্য গোত্রজ বীজী নলি মহাকাল ।
হীন ভাব বৈদ্য বলি ষটার অজাল ॥
বারেন্দ্রজ নলি বৈদ্য কুলগ্রহে লিখা ।
রাড় বঙ্গ কোম স্থানে নাহি বারলিখা ॥

১১ । চন্দ্রবৈদ্যের গোত্রসংখ্যা ও বীজী নিরূপণ ।

বশিষ্ঠ গোত্রজ হয় চন্দ্র বৈদ্যগণ ।
মহানন্দ চন্দ্র কিন্তু বীজী নিরূপণ ॥
চন্দ্র বৈদ্য একগোত্র নাহিক অস্তাধা ।
কুল গ্রহে লিখা আছে কহি সত্য কথা ॥

১২ । কুণ্ডবৈদ্যের গোত্রসংখ্যা ও বীজী নিরূপণ ।

কুণ্ড বৈদ্য তরবার গোত্র নির্ধারণ ।
বঙ্গদেশে বৃন্দ কুণ্ড বীজী একজন ॥
কুণ্ড বৈদ্য এক গোত্র কুলপঞ্জি কর ।
নন্দীচন্দ্র প্রতিযোগী কষ্ট সাধ্য হয় ॥

১৩ । রক্ষিত বৈদ্যের গোত্র সংখ্যা ও বীজী নিরূপণ ।

রক্ষিত নামক বৈদ্য তিন গোত্র হয় ।
রক্ষিত কাশ্যপ গোত্র হীন ভাবে রয় ॥
ভরহাজ আশ্রিতস গোত্রজ রক্ষিত ।
হীন ভাব মধ্যে হয় তারা পরিচিত ॥
পরমেশ্বর রক্ষিত আশ্রিতস গোত্র ।
পরমেশ্বর বীজী বলি প্রকাশিত লাজ ॥

১৪। ইন্দ্রবৈদ্যের গোত্রসংখ্যা

ও বীজী নিরূপণ ।

ইন্দ্র বৈদ্য একবীজী বলে প্রকাশিত ।
কাক্রপ গোত্রজ ইন্দ্র আছে পরিচিত ॥
ইন্দ্র বৈদ্য কষ্ট বৈদ্য সমাজে বিদিত ।
আদি কষ্ট বলি তারা গ্রন্থে পরিচিত ॥

১৫। আদিত্য বৈদ্যের গোত্র

সংখ্যা ও বীজী নিরূপণ ।

আদিত্য নামক বৈদ্য পরিচিত নয় ।
কাক্রপ কৌশিক গোত্র বৃধগণ কর ॥
কষ্ট বৈদ্য মধ্যে তারা হীন ভাব হয় ।
সমাজে আদর নাই ঘটকেতে কর ॥

১৬। নাগবৈদ্যের গোত্রসংখ্যা

ও বীজী নিরূপণ ।

নাগ বৈদ্য বীজী খটে ছই সদাশয় ।
বাড়িতে প্রসিদ্ধ কিছু নাগ মহাশয় ॥
আদিত্য গোত্রজ নাগ আছে একজন ।
কৌশিক গোত্রজ নাগ ছিল অলক্ষণ ॥
নাগ বৈদ্য ছিল মহাকুল সংগৃহীত ।
স্বয়ম্বরী নাগের যা আছে প্রকাশিত ॥
এহেন নাগের বংশ কষ্ট বৈদ্য হয় ।
অদৃষ্ট নিধিত বলি জানিবে নিশ্চয় ॥

সাধ্য কষ্ট বৈদ্যগণের শ্রেণী

বিভাগ ।

দত্ত, দেব, কর তিন রাজ্য সোম আর ।
রাঢ়ি বৈদ্য বলি হস্ত প্রভাতে প্রচার ॥
নন্দি চন্দ্র ধর কুণ্ড আর যে রক্ষিত ।
বারেজ্ঞজ বৈদ্য বলি গ্রন্থে পরিচিত ॥
দাস দত্ত কর কেহ বারেজ্ঞজ হয় ।
শাওল্য দত্তের স্থান বট গ্রামে রয় ॥
ক্রিয়া গুণে আদি সাধ্য মধ্য গণ্য হয় ।
ক্রিয়াভাবে সকলেই কষ্ট ভাবে রয় ॥

হীনভাবের হেতু ।

সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট অরি জন্মে লঘু হয় ।
শুক লঘু লঘু শুক ভাগ্য ফলে কর ॥
উঠা পড়া বৈদ্যকুল এই সে কারণ ।
বহু অর্থে বহু ভাগ্যে উর্দ্ধেতে গমন ॥
স্থান ব্রষ্ট হীনাচার সম্বন্ধ দোষতঃ ।
এই তিন দোষে সিদ্ধ সাধ্য ভাবগত ॥
স্থান ব্রষ্ট হীনাচার সম্বন্ধ দোষতঃ ।
এই তিন দোষে সাধ্য কষ্ট ভাবগত ॥
স্থান ব্রষ্ট হীনাচার সম্বন্ধ দোষতঃ ।
এই তিন দোষে কষ্ট অরি ভাবগত ॥
মুখ্য স্থান বাস্তব স্থান গুণ জানি ।
সেইস্থান ভাগ্য হইলে স্থানদোষ মানি ॥
নদী ভাঙ্গা অন্য যদি স্থান ভাগ্য হয় ।
স্বগোত্র স্বঘর সহ এক স্থানে রয় ॥

তবে তাকে হাম ভ্রষ্ট বলা অস্বচিত ।
 ইতাই নিয়ম বটে সর্বত্র বিদিত ॥
 কুলীনের সমাজেতে ফিরা নাহি যার ।
 কুল দোষ খ্যাতি বলি জানিবে তাহার ॥
 কুলিনে আদর করে বিজ্ঞ জন দেশে ।
 তার শব্দ বুঝিবে কি সামান্য মাহুবে ॥
 ঘটক কুলিন চিনে কুলাকাজিকগণ ।
 সেব্যাসেবা ভেদ নাহি বুঝে লোক জন ॥
 দারিদ্র্যে সুকুল নাহি অতি নীচে যায় ।
 ধনাভাবে হীন বেল হেরজে মিশায় ॥
 কুলের স্বর্ঘ্যাদা বুঝে কুলমানী জনে ।
 ঠাকুর বলিতে নীচে প্রাণে নাহি মানেন ॥
 তেজ বীৰ্য্যধারী যদি মানী বংশ হয় ।
 মনিতে নীচের পায় প্রাণে নাহি লয় ॥
 অনাচারে মান আশিক ভোজন যাহার ।
 কুল বিধি মতে তাকে জানি হীমাচার ॥
 তাহাকেই হীমাচার কহে বৃদ্ধগণ ।
 এমত নিয়মে চলে কুলজার জন ॥
 স্বঘর ছাড়িয়া বিরা নীচ বরে হবে ।
 সম্বন্ধ দোষিত বলি তাহাকে জানিবে ॥
 সম্বন্ধ দোষিত খোটা চিরকাল থাকে ।
 দোষিত সম্বন্ধ করে ঠেকিয়া বিপাকে ॥
 কুল দোষ নাহি যার পবিত্র সে জন ।
 কুলরক্ষা কার্য্য করে জানী ব্যক্তিগণ ॥

মহাজ্ঞান বাক্য ।

কুল গুণি হৈতে যিনি নিজ পিতৃ নাম ।
 লিখন পঠন কিছা গয়া পিণ্ড কায় ॥

শরণ করেন যিনি পিতৃ কুল নাম ।
 যত্ন কালে হবে তাব সর্গ পুরে ধাম ।
 পূর্ব পুরুষের নামে বংশের স্বর্ঘ্যাদা ॥
 পরিচয় দিলে হবে গৌরব সর্বদা ।
 লিখা পড়া জানি যেন পরিচয়াক্ষম ॥
 এমত মানব হবে মুখের অধম ।
 চণ্ডাল ঝাল টিয়র নীচ কুল জাতি ।
 পিতৃকুল নাম শিখে যত্ন করি অতি ॥
 লিখা পড়া শিক্ষা করি হইলে বিদ্যাম ।
 নিজ বংশ পরিচয়ে বাড়িবে লক্ষ্যম ॥
 যথাস্থানে পরিচয়ে হইলে কাতর ।
 হইতে না হয় কিছা লজ্জিত অন্তর ॥
 প্রজায় যে নাহি গুনে নিজ পরিচয় ।
 তুচ্ছতায় বংশ মান সদা করে কর ॥
 ঘটক নিকটে জানিবে বংশ পরিচয় ।
 ঘটক তোষিলে হবে বংশের নির্ণয় ॥
 পিতৃ কুল অজ্ঞাত জন্যে যে পাপ হয় ।
 ঘটকের বাক্যে তাহা সব হর ক্ষয় ॥
 পিতৃকুল নাম পাবে ঘটকের কাছে ।
 নিজ বংশ নামলিখিলিবে তার পিছে ॥
 আদি অস্ত্র মিল করি রাখিবে যতনে ।
 ঘটকের আদর বটে এই সে কারণে ॥
 ভাবাভাব করিবেক ঘটক প্রকাশ ।
 তাহাতে সম্মান বৃদ্ধি হইবে নির্ঘাস ॥
 কৃতী ব্যাক্তির নাম ধাম জানাবে ঘটকে ।
 বাড়িবে গৌরব সে নাষ্ঠিকিবে বিপাকে ॥
 বৈদ্য কুলোত্তম রাজা বল্লাল সেন হয় ।
 ভাবাভাব ব্যক্ত জন্যে ঘটক স্থির হয় ॥

কুলাকুল ভাবান্তর ঘটকে জানাবে ।
 ভাবান্তর বহু করি ঘটকে লিখিবে ॥
 কুল তত্ত্ব ভাবান্তর অবগত যিনি ।
 ঘটক চূড়ামনি বলে আখ্যা পান তিনি ॥
 ঘটক বংশেতে জন্ম দেয় পরিচয় ।
 তাহাকে ঘটক বলি জানিবে নিশ্চয় ॥
 কুল ভাব স্থির করা ঘটকের কার্য্য ।
 ঘটক ত্রিপ্রতিযোগী ভাব কিসে ধার্য্য ॥

প্রাচীন কথা ।

সুসন্তান জন্ম মাত্র ঘটকে জানাবে ।
 উপযুক্ত নাম জন্য ব্যবস্থা লইবে ॥
 উপযুক্ত নাম স্থির ঘটক করিয়া ।
 জন্মবার মাস সন রাখিবে লিখিয়া ॥
 অগ্নারম্ভ কালে নাম লিখি শুদ্ধ মতে ।
 যত্ন করি লিখি দিবে পুরহিত হাতে ॥
 শাস্ত্র মতে নাম রাখা প্রত্যক্ষ করিয়া ।
 ঘটক মধ্যস্থ রাখি সন্দেহ খণ্ডিয়া ।
 সেই নাম নাম গ্রহে লিখিবার তরে ।
 ঘটকে বলিবে তাহা বহু যত্ন কৈরে ॥
 চূড়া কার্য্য পরিনয় সেই নাম মতে ।
 সব কার্য্য করিবে ঘটক সহিতে ॥
 ঠিক মতে নাম লিখা হইয়াছে কিনা ।
 প্রতি বর্ষে তত্ত্ব লবে দিগ্বেদে দক্ষিণা ॥
 কুল ভাব সহ নাম লিখাইবে যিনি ।
 তাহার বংশের নাম ঠিক থাকে মানি ॥
 পিতৃ নাম আদি নাম যেই মিছা বলে ।
 তার সম নরাদম নাহি ভূমণ্ডলে ॥

শাস্ত্র মতে বলি তাকে পাতকী অধম ।
 পিতৃকুল পিতৃ নামে ঘটায় বিভ্রম ॥
 আদি জন্ম বংশ নাম ক্রমস্থরে লিখি ।
 লিখিয়াছে শুদ্ধ মতে সন্দেহ না দেখি ॥
 এমন পরীক্ষা করা মহতের বাক্য ।
 নিবীৰ্য্য সন্তান করে নামেতে অনৈক্য ॥
 আদিনাম আদি স্থান সকল জানিবে ।
 সন্দেহ খণ্ডন মতে যত্নেতে লিখিবে ॥
 পূর্ব পুরুষ নাম শুণ শুনিতে পারিলে ।
 মনেতে আনন্দ হয় আনন্দ তা বলে ॥
 নিজ বংশ নাম শুণ শ্রবনে আনন্দ ।
 বাড়িবে গৌরব তাতে কেবলিবে মন্দ ॥
 ইংরেজি বিদ্যার তত্ত্ব শিখেছে প্রথম ।
 তাহাদের ভাব যল্য বড়ই বিব্রম ॥
 ইংরেজি ভাষার তরে দেশ বিবরণ ।
 সকল হইবে লোপ শাস্ত্র নিক্রপন ॥
 জানিবে কিমতে তত্ত্ব বংশ নামাবলী ।
 লিখিবেন। বংশনাম ঘৃটিবে বেজালী ॥
 বংশাবলি লিখিবেন। অবহেলা করি ।
 ইংরেজী শিক্ষায় বাবে ভবপার তবি ॥
 ছোট বড় লঘু জনে লিখিবে ইংরেজি ।
 ভাল মন্দ বিবেচনা করিবে কি বুঝি ॥
 আদিবংশ নাম পাঠে মনের উল্লাস ।
 হীন জাতি বুঝিবে কি তাহার আভাস ॥
 ভজ বলি পরিচিত হইবেন যিনি ।
 আদি বংশ অবগত থাকিয়ের তিনি ॥
 লিখা পড়া শিক্ষা করি হইলে বিদ্বান ।
 সমাজে গৌরব করে সুখ্যাতিপ্রাপ্তান ॥

কিন্তু বংশ পরিচয়ে হইলে অক্ষম ।
বলিতে হইবে তাকে কুলের অধম ।
বংশ পরিচয়ে পাবে মানব সম্মান ।
পরিচয় দীনে হবে অধম সমান ॥

আদি হৈতে অস্ত্র নাম জানিবারতরে ।
সাধা মত অর্থ ব্যয় কুলাকাজী করে ॥
বিভূর অনন্ত গীলা জানে শক্তি কার ।
আদিবংশ নাম পাঠে কুলের উদ্ধার ॥
রামনাম শুনে হয় স্মরণ স্থানে গতি ।
আদিবংশনামে শ্রুতে যেকঠেতে শ্রুতি ।
আদি বংশ নাম পাঠে মহাত্মা অনন্ত ।
বিবেচনা করিলেই বুঝবে বৃদ্ধান্ত ॥
কৃষ্ণনাম শরণেতে মোক্ষফল হয় ।
আদিবংশ নাম শুনে তাত্ত্বিক হয় ॥
আদি বংশ মধ্যে আছে রাম কৃষ্ণনাম ।
শুনিলে অবশ্য হবে মোক্ষ স্থানে ধাম ॥
আদিবংশ নাম আছে মোক্ষনাম আছে ।
অন্য গ্রন্থে তুচ্ছ বটে নাম গ্রন্থ কাছে ॥
হরনাম কৃষ্ণনাম রামনাম বল ।
আদি বংশ নাম পাঠে ততোধিক ফল ॥
জন্মে জন্ম রাজা হৈতে ব্রহ্মবধ হয় ।
আদিবংশ নাম শ্রুতে সব পাপ ক্ষয় ॥
হিন্দু শাস্ত্র মাতে হৈলে ইহাই যথেষ্ট ।
নতুবা জানিবে তাকে জাতি কুল ভ্রষ্ট ॥
জন্ম দাতা মন্ত্র দাতা শুক তুল্য মানি ।
পিতৃকুলনাম লোপে পিতৃ লোপ জানি ॥
জন্ম দাতা হৈতে হয় পৃথী দরশন ।
মন্ত্রদাতা হৈতে হয় স্মরণ আরোহণ ॥

উপদেশে দেন কিন্তু ইষ্ট মন্ত্র দান ।
অবশ্যই হবে তাতে স্মরণ ধামে স্থান ॥

পুঁজি বাণ্য ।

নিজ বংশ নিজ ভাব লিখে বেঁট জন ।
তাহাকে বিশ্বাস করে অস্তি মুঢ় জন ॥
বিশ্বাস হইবে যাতে কহে বৃদ্ধগণ ।
ঘটক স্থিতিবে ভাব আছে নিরূপণ ॥
ইহাই নিরম বটে বল্লভ বচন ।
বৃদ্ধ বাণ্য অবিদ্যাস নহে কদাচন ।
নিজ বংশ নিজ ভাবে লিখিবার তরে ।
ঘটকে কবিরে যত্ন অতি সমাদরে ॥
আদি অস্ত্র বংশ ভাব লিখাইবে যিনি ।
বংশ মান্য সাধা কিছু পাইবেন তিনি ॥
বংশ মান্য রক্ষা অন্য যথা নিধিতে ।
গে লিখায় নিজ কুল ক্রমে কুলান্তিতে ॥
তাহাকে জানিবে সত্যকুলজ্ঞ সে জন ।
বিপরীত লোক হয় নিন্দার ভাজন ॥

স্কন্দপুরাণাদি হইতে সংক্ষিপ্ত

প্রমাণসমূহ ।

তান্দে ব্যুৎপত্তিঃ শ্রুতি মৈত্রেয় বাণ্যঃ ।
ভো রাজেন্দ্রবধাজ্ঞাতো ধর্ম্মস্মরিত্বৈবতু
মহর্ষিগালবো নাম কাঠিন্দভাহরো বনঃ ।
জগাম তত্র জমশাদতিশ্রান্তো বভূব সঃ
ততোনিরীক্ষয়ামাস ত্র্যাকুলকলেবরঃ

ততো বনবাহিৰ্ভাগে কৃত্যমেকাংদদশ্শুসঃ
 জলপূৰ্ণৰ্ষটং নীত্যা-গচ্ছত্যাঃ পিতৃমন্দিরং
 তাংদৃষ্ট্বাহুষ্ঠচিত্তোহসৌবভাষেযুনিপুজবঃ
 হেকন্যোভ্যংজলংদেহি শ্রাণরক্ষাংকুরুষমে
 ততঃ সা কলসংভূমৌ নিধায়াতিষ্ঠত্বতমা
 গলবোম্বততোয়েনস্তাতাতোয়ংগণোচতৎ
 শ্রোবাচচাপিহেকনোভ্যংসংপুত্রবতীভব
 ততঃ শ্রোক্তবতী কন্যা ন মে পাণি-

গ্রহো হভবৎ ॥

ততোমুনিবরশ্চাহকাভ্যংকিংনাৰ তেবদ
 উবাচপুণরশোবা বৈশ্বকন্যাহংবিভো
 বীরভদ্রাভিধানাচ জানীহি মুনিপুজব ।
 ততোবিচিন্ত্যাসমুনিস্তামাদায়জগামহ ॥
 শ্ববীণামগ্রাতো নীত্যা বৃদ্ধান্তমবদত্তদা ।
 আকর্ণ্যন্তে মহারাজউচুর্হর্ষিতমানসঃ ॥
 ভদ্রং কৃতং সুনেনুনবানীতেয়ং যতত্ত্বয়া ।
 বৈশ্বান্নাংবীরভাদ্রায়াংধনস্তরিভবিষ্যতি
 ইতুক্রাতেশিমুনয়ঃ কুণপুত্তলিকাংততঃ
 কৃৎসাক্রোড়েদদৌত্তম্যাবেদমুচ্যার্থ্যতংকুশে
 শ্রাণপ্রতিষ্ঠামস্যাস্যচক্রেবৈপুরুষাকৃতিং
 ততোহভবৎ কাঞ্চনরাশিগৌর-
 বালোতিসৌম্যাকৃতিবের তস্য ।
 ক্রোড়ে ধিলোকৈক্যেৰ শিশুং যুনীজ্ঞাঃ
 আপুশ্চুদং বেদতথৈব জাতঃ ।
 বৈদ্য স্ততোয়ং জননী কুলেচ
 স্নাতা ততোহম্বষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥

এবমুক্তাততঃ সৰ্বেমুনরোদেবরূপিণঃ
 স্তুতাচাৰ্য্যবস্যংধ্যাংচক্রেবৈশ্বাভিধানকঃ

উচুপ্ততো বীরভদ্রে নর শালংতবালৰে
 পিতৃগেহংঘাহিতভদ্রেস্বমকৃতভগাসিবৈ ॥
 ইত্যাকণ্যবীরভদ্রাচচাল পিতৃমন্দিরং ।
 ততস্তমুনয়ঃসৰ্বেচতুদশ ক্রিয়াং ততঃ ॥
 অথাপয়ামানুরিমমায়ুবেদংক্রমেশতু ।
 বৈশ্ববত্তশ্বকাখ্যাণিনিদিষ্টানিসুনীষরৈঃ
 অম্বষ্ঠানাঞ্চসকেষাংততোমাতৃহুলেশ্বিত্তি
 এবঞ্চ শম্বাঃ ।

বেদাঙ্জাতোহিবৈদ্যাঃস্যাৎসম্বষ্ঠোব্রহ্মপুত্রকঃ
 এবং পরাশরঃ ।

বৈশ্বায়াং ব্রাহ্মণাঙ্জাতো হম্বষ্ঠোহয়ং
 মুনিসত্তম ।

তত্র মত্ৰঃ ।

ব্রাহ্মণাদৈশ্বকভায়া বম্বষ্ঠোনাৰ জায়তে
 এবমায়বেশঃ ।
 আয়ুর্ষেদোপনয়না-দ্বৈদ্যোদ্বিজইতিবৃতঃ
 অথ বিষ্ণু পুরাণম্ ।

শম্বাদেবশচবিপ্রস্য বম্বাস্তং কাক্রয়স্য চ
 শুশ্রূদাসাক্ষকং নামপ্রশস্তংবৈশ্বশূদ্রয়োঃ

দেবীবর ষটক মহারাজা আদিশূরকে

বৈদ্য বলিতেছেন যথা—

অম্বষ্ঠকুলসন্তুত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ ॥
 হাড়-গোড়-বহেজ্ঞাশচ বজ্রদেশস্তথৈব চ ।
 এতেষাং নৃপতিশৈচব সৰ্বভূমীশ্বরো যথা

অথ বারেন্দ্র কুলপঞ্জিমতে—

আদিশূরস্ত নৃপতেঃ কন্যা কুলসমুত্তবঃ
 বল্লালসেনো নৃপতি রজায়ত শুণোত্তমঃ

কায়স্থ জাতির কলশপঞ্জিকাকার বজ্র
ষটক রামানন্দ শর্মা কৃত দীপিকা
গ্রন্থেও লিখিত আছে। যথা—

অগ্নি বজ্রালতুপশ্চ অষ্ট কলনন্দনঃ ।
ককতেহতি প্রযত্নেন কলশাস্ত্রনিরূপণম্ ॥
শূদ্রাশ্রাণ চতস্রশ্চ নৃপেণ শ্রেণয়ঃ ক্রুতাঃ
উদগ্ দক্ষিণ রাঢ়োচ বজ্রবারেন্দ্রকৌতুকা
ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ স্যাস্তত্তদেধনিবাসনাৎ
কলং চতুর্দ্বিধং তেষাং শ্রেণিঃ শ্রেণি
বিশেষতঃ ॥

শ্রীমদ্রাজাদিশূরোহ ভবনবনিপতি স্তত্র
বঙ্গাদি দেশে, সল্লোকঃ সদ্দিচারৈর
দিগ্জুতপতিঃ স্বর্ঘ্যাসীৎ তথাসীৎ ।
অঙ্গঠানাম্ কুলেশমৌ প্রথম নরপতি
বীর্ষা শৌর্যাদি বুদ্ধান্ত্রান্নানাদিশূরো
বিমলমতিরিতি খ্যাতিযুক্তো বভূব ॥
ইত্যাদি—

ষটক চূড়ামণি রামজীবন খ্যীয় কল
পঞ্জিকায় ইহার বিস্তারিত বিবরণ
লিখিয়াছেন। যথা—

আদিশূর মহাবীরা জগতে বিখ্যাত ।
তাহার দৌহিত্র বজ্রাল শ্রীধরেবসুত* ॥
দেব অংশে জন্ম বজ্রাল নৃপমণি ।
যে করিল সেই হইল আচরণি ॥
জাতিমালা আদি করি নিদ্রিষ্ট করিল ।
বিশেষিয়া ব্রাহ্মণের কলঙ্গী বলিল ॥
যে দেশে যেখানে যেখানে ছিল ।
সেই দেশী গ্রামধানী তাহারে লিখিল ॥

বজ্রালসেনের পুত্র লক্ষণ সেন জানি ।
পিতাপুত্রে জন্মেছিল বিরোধ কারণ ॥
দেখি মন্দ আচরণ বজ্রালে কহিল ।
ভাল মন্দ ব্যবহার আজি না রহিল ॥
পিতাপুত্রে বিসংবাদ উচিত না হয় ।
বিশেষতঃ রাজা তুনি নাহিক আশ্রয় ॥
দেশভাগ যুক্ত মাত্র উপায় কেবল ।
তাহা ভিন্ন অত্র বেধা সবই নিফল ॥
এই বলি ভিন্ন দেশে তখনি যে গেল ।
পূর্বমত ব্যবহার সে দেশে করিল ॥
কিছু দিন এই ভাবে থাকে হই জন ।
পশ্চাতে উঠিল এক অন্তত লক্ষণ ॥
লক্ষণ বলিল বৈদ্যে ডাক দিয়া সবে ।
ঘুচাও ঘুচাও গৈতা বল শূদ্র এবে ॥
লক্ষণ অহুগত বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল ।
সেই হইতে বৈদ্যের গৈতা গিয়াছিল
বৈদ্যেতে মহারাজা রাজবল্লভ নাম ।
সাকিম বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম ॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান ।
সবে আনি জিজ্ঞাসে শাস্ত্রের প্রশ্নাণ ।
দ্বিজের আজ্ঞার বৈদ্য পুনঃ উপনীত ।
পুনরায় দ্বিজভাব যথা পূর্ব রীত ॥
তদবধি কতগুলি করি প্রায়শ্চিত্ত ।
পক্ষ মাত্রে পায় শুদ্ধি করে বৈষ্ণবৃত্ত ॥
সংস্কার দশবিধ পর পূর্ব মত ।
তখন পণ্ডিত জনে কহে কত শত ॥
* কেহ বলে দৌহিত্র বংশ সমুত ।

সম্বন্ধনির্ণয়ে মতান্তর ।

ভুশুর নামক পুত্র আদি নৃপতির ।
 যুগ্ম পক্ষের যজ্ঞে জন্ম যায় স্থির ॥
 ভুশুরে না দেখি পুত্র আদি নৃপমণি ।
 নিজ তনয়া লক্ষ্মীকে পুত্রীয়কার গণি ॥
 তাহার তনয় দেখি যায় স্বর্গপুর ।
 পুত্র বা কন্যার পুত্র নাহি কিছু দূর ॥
 অশোক দৌহিত্র জ্ঞানআদি নৃপতির ।
 তাহার তনয় হন শূরসেন ধীর ॥
 বাহার ঔরসে জন্মে বীরসেন রায় ।
 তাহার পুত্র ভূপ সামন্ত নাম তার ॥
 সামন্তের হেমন্ত নামে ভূলা নন্দন ।
 বিশ্বক, ভাত বলি যারে করে বন্ধন ॥
 কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি ব্যবহার ।
 কিন্তু বৈদ্যবংশে এক পাই সমাচার ॥
 আদিশুরেরবংশ ধ্বংসসেনবংশ তাজা ।
 বিশ্বকসেনেরক্ষেত্রজপুত্রবজ্রালসেনরাজা ।
 বজ্রাল নৃপেব পুত্র নামেতে লক্ষণ ।
 মাধব তাহার পুত্র বৃদ্ধি বিচক্ষণ ।
 কেশব ভূপতি হন মাধব তনয় ।
 তার স্নাত গুণ যুত লক্ষণ সে হয় ॥
 যার গুণ গান বিজ পক্ষের সম্ভান ।
 রাজবল্লভ তাহার করে ধ্যান জ্ঞান ॥
 পরগণে বিক্রমপুর রাজার নগর ।
 সেই স্থানে বাস করে বৈদ্য কুলবর ॥
 বাল্যকালে নাম শিক্ষা পূর্বে নিরুপণ ।
 তাহার নিয়ম কিছু করিব বর্ণন !

শিশু কালের নাম

বিচার শিক্ষা ।

- ১ প্রশ্ন । তোমার নাম কি ?
 (উত্তর) শ্রী আনন্দচন্দ্র দাসগুপ্ত ঘটক ।
- ২ প্রশ্ন । অগ্রে শ্রী পশ্চাৎ নাম কেন ? উঃ । দেবঃ গুরুঃ গুরু স্থানঃ ক্ষেত্রঃ ক্ষেত্রাধিপাঃ শুধা, সাধ্যাঃ সিদ্ধাধিকাবাংশে শ্রী পূর্বাং সমুদীরয়েৎ । অর্থাৎ দেবতা, গুরু, গুরু স্থান, ক্ষেত্র অর্থাৎনিজ, ক্ষেত্রাধিপগণ অর্থাৎ সাধ্য ও সিদ্ধাদি গণের নাম বলিতে প্রথমতঃ শ্রী শব্দ উচ্চারণ করা কর্তব্য ।
- ৩ প্রশ্ন । তুমি কাহার পুত্র ?
 উঃ । ৬চক্রমনি দাসগুপ্ত ঘটক বিশারদ মহাশয়ের পুত্র ।
- ৪ প্রশ্ন । হিন্দু ভদ্র লোক মাত্রই বাল্য কালে পুত্রের সাক্ষী কে এইকণ প্রশ্ন করিয়া থাকেন ? উঃ । যৎক্ষেণে পাতিতো বিন্দু মাতৃ গর্ভে নিয়োজিতঃ এক সাক্ষী দ্বিতীয়োন ধর্ম্মঃ সাক্ষী ত্রয়মানভঃ ।
- ৫ প্রশ্ন । পুত্র কাহাকে বলে ?
 উঃ । পুত্রায়ো নরকাৎ যস্মাৎ জায়তে পীতরং স্নাতঃ তস্মাৎ পুত্র ইতি খ্যাতঃ স্বয়মেব স্বরজ্জ্ববা ।
- ৬ প্রশ্ন । পুত্রের লক্ষণ কি ? উঃ ।
 জীবতো বাক্য, পালক, মৃত্যুহে কুর্জি

তোজনং গরারং পিণ্ড দানক ত্রিভিঃ
পুঞ্জং পুরুতা ।

৭ প্রঃ । এক পুত্র স্তলে বহু পুত্রের
আকাঙ্ক্ষা কেন ? উঃ । এষ্টব্য
বহবঃ পুত্রা জদাপোকো গরাং স্ত্রজ্ঞেৎ
বজ্রদা অশমেধং বা নীলবা বৃষমুৎ
স্বজ্ঞেৎ ।

৮ প্রঃ । বৈদ্য কত কাল ধাবৎ ?
উঃ । যাধশ্বেবো ত্রিতা দেবাঃ ধাবৎ
গজা মতীতলে চত্বার্কো গগণে ধাবৎ ।
তাবৎ বৈদ্য কুলে বয়ং ।

৯ প্রঃ । বৈদ্যের বাসস্থান কোথায় ?
উঃ । রাঢ় দেশ স্থিতা পূর্বে তুংপরে
বঙ্গ বংশীনঃ যশোরের স্থিতা বৈদ্যাঃ
কলীনগণ বেটিতাঃ ।

১০ প্রঃ । তোমরা কোন বংশ ?
তাহার লক্ষণ কিরূপ ? উঃ । আমরা
কার্ণ দাস বংশ তাহার লক্ষণ যথা ।
কার্ণ দাসস্ত বক্ষীর নিশায়াং যথা
দীপকঃ ভ্রমন্তি সর্বদেশেষু নাস্তি
স্থান নিরালয়ঃ ।

১১ প্রঃ । তোমাদের নামের সঙ্গে
ঘটক বিশারদ শব্দ উচ্চারণ কেন ?
উঃ । আমাদের বংশে চণ্ডিবর দাস
ঘটক বিশারদ মহাশয় অতি কৃতি
ও বজ্র ও কুল শাস্ত্রাভিজ্ঞ ছিলেন ।
এজন্য তাঁহার ঘটক বিশারদ খ্যাতি
হয় সেই হইতে আমাদের বংশে

ঘটক বিশারদ শব্দ ব্যবহার করিয়া
আসিতেছি ।

১২ প্রঃ । ঘটক শব্দের লক্ষণ কি ?
উঃ । ধাবকো ভাবকশ্চৈব যোজক
শাংশক স্ত্রী দোষক স্ত্রীক শ্চৈবঃ
যড়েতে ঘটকা স্মৃতা ।

১৩ । প্রঃ তোমরা কাহার সন্তান ?
ও তাঁহার লক্ষণ কিরূপ উঃ । আমরা
নরহরি দাস ঘটক বিশারদ মহাশয়ের
সন্তান । তাহার লক্ষণ যথা । আসী-
বৈদ্য কুলজ্ঞো জীনরহরি ধর্মজ্ঞো
বিজ্ঞো মহান । ঘটক বিশারদঃ সুধী-
ধীয়েষু চূড়ামনি । তুংগুজ শিব দাস
বরঃ সুধ্যশ্চ মধুহননঃ । বৈদ্যানাং
কুলধর্ম সন্তোষ করীং পত্নী মিমাং
ভাষতেঃ ।

১৪ প্রঃ । তোমরা কোন ধারা ?
উঃ । আমরা শিবদাস ঘটক বিশা-
রদ মহাশয়ের ধারা ।

১৫ প্রঃ । তোমরা কোন প্রক-
রণ ? উঃ । আমরা রামবল্লভদাস
ঘটক বিশারদ মহাশয়ের প্রকরণ ।

১৬ । প্রঃ ধারা প্রকরণ অর্থ কি ?
উঃ । ধারা পিতা প্রকরণ পুত্র ।

১৭ প্রঃ । তোমরা কোন শাখা ?
উঃ । আমরা हरिनारायण দাসঘটক
বিশারদ মহাশয়ের শাখা ।

১৮ প্রঃ । তোমরা কোনগোত্র ?

এবং তোমাদের আদি পুরুষ কে ? ও
তাহার লক্ষণ কি ? উঃ । আমরা
মৌলগলা গোত্র ও আমাদের বংশের
আদি পুরুষ চায়া দাস মহাশয় তাঁহার
লক্ষণ বর্ণা । প্রধানঃ সর্ব বৈদ্যানাং
দেবানাং বাসবে যথাঃ, ঋষীণা মিব
নারদঃ কথ্য স্পর্শমণিস্পর্শা দরোপি
যাতি কল্যাতাং, তথা চায়া কুল স্পর্শাদ
কুলীন কুলিনতাং ।

১৯। প্রঃ তোমাদের দশক্রিয়া
কার্য কোন বেদ মতে হয় ? ও
বেদ কত প্রকার ? উঃ । বেদ চারি
প্রকার । যথ ঋগ্বেদ, সামবেদ,
যজুর্বেদ, অথর্ববেদ । এই চারি
প্রকার । আমাদের যজুর্বেদের মাধ্য-
-দিয়া শাখার প্রামান্যমতে দশক্রিয়া
কার্য নির্বাহ হয় ।

২০। প্রঃ । তোমার নামের মধ্যে
গুপ্ত শব্দ ব্যবহার কর কেন ? উঃ ।
বৈশ্যের পদ্ধতি গুপ্ত কতে মুনিগণ ।
মাতৃকৃতাচার জন্য বৈদ্য গুপ্ত হন ॥
আখ্যা বৈদ্য নাম অস্তে গুপ্ত বলা হয় ।
গুপ্ত পরিচয়ে বৈদ্য জানিবে নিশ্চয় ॥

মুখ্যাক কুল ।

চায়া কায় হুহি পহু আর বিনায়ক ।
ত্রিপুর শিয়াল গরি সিদ্ধ প্রকাশক ॥

রাতে বলে ঘর আট কুলের করেচেবাট ।
কুলগ্রহে কহেআট সাধ্যকটের বিজ্ঞাট ।
নিরম করেচেবিরাট বঙ্গালসেন সম্রাট ।
ছিল হুদাভ প্রতাপ সন্তকুল্য বরঘাট ॥

চিহ্নিত কুল সংখ্যা ।

কুলীন কুল আর বংশজ শ্রোত্রি ।
চতুর্নিধ বৈদ্য কুল ডাকৈরের তুত্রি ॥
আদি সাধ্য কষ্ট বংশ পঞ্জীতে বর্জন ।
মহাকবি গ্রাহকার সাধ্য বৈদ্যগণ ॥
সাধ্য কষ্ট বৈদ্য নাম লিখিবার তরে ।
ডাকৈরেতে লিখা হয় গোত্রঅনুসারে ॥
বিশেষ জানিতে হইলে নামগ্রহেপাবে ।
মনের সঙ্গের বাহা সমস্ত খণ্ডিবে ॥

কুলের গুণ দোষাদি সংখ্যা ।

কুল মধ্যে নয় গুণ জাত সর্বজন ।
কুল মধ্যে দশ দোষ প্রকাশ ভুবন ॥
কুল মধ্যে চারি ভাব সর্বজন জাত ।
কুল মধ্যে তিন মুক্তি সর্বত্র বিদিত ॥
সাতাশ সমাজ ছিল পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ।
তার মধ্যে কত স্থান বাস বিবর্জিত ॥

কুল গুণ বা লক্ষণ ।

আচার বিনয় বিদ্যা বিশিষ্ট যে জন ।
প্রতিষ্ঠা সদ্ভক্তি তীর্থ দর্শনেতে মন ॥
নিষ্ঠা ধর্ম তপ দান করিবেন যান ।
নব গুণ বুত বলি কুলীন হবে তিনি ॥

কুলিনের বংশধর হইবেন যিনি ।
তাঁহাকে কুলিন বলে ঘটকের বাণী ॥
নব গুণ যুত কিছা কুলিন বংশ যিনি ।
তাঁহাকে কুলিন বলে সম্মানিত আনি ॥

কুল দোষ ।

কুল দোষ দশ বিধ ঘটক নির্ণিত ।
কুল দোষ করিবে না জ্ঞানী বৈদ্যমত ॥
কুল দোষ হয় বটে রাজ দোষ যার ।
কুল দোষ হয় বটে স্থান দোষ যার ॥
কুল দোষ হয় বটে সৰ্ব্ব দোষিতে ।
কুল দোষ হয় বটে অভিশাপ হতে ॥
কুল দোষ হয় বটে অপবাদ হতে ।
সৰ্ব্ব নিন্দা দোষ হেতু নিয়ম রহিতে ॥
কুল দোষ হয় বটে অবৈধ উদ্বাহে ।
কুল দোষ হয় বটে দম্বক সংগ্রহে ॥
কুল দোষ হয় বটে স্বজন বর্জিতে ।
কুল দোষ হয় বটে রণ জঙ্গ হতে ॥
কুল দোষ হয় বর্তমানে পিণ্ড দিলে ।
কুল দোষ এই দশ বিধ বৈদ্য বলে ॥

বৈদ্য ভাব ।

বৈদ্য ভাব ছল চারি কুলাচার্য্য কয় ।
সিদ্ধ সাধ্য কষ্ট অরি ভাব চতুষ্টয় ॥

বৈদ্য যুক্তি ।

বৈদ্য যুক্তি তিন কথা ঘটকের জানা ।
কুলগজ প্রারম্ভিত আর সে মার্জনা ॥

২৭ সমাজ ।

সেনহাটা পরগ্রাম আর বাগলাড়া ।
দাপনদী ও ভূগলট্ট শোভলাড়া ॥
তেনামি তেঘরি দশবাটা ভেড়াগল ।
আমতৈল পোড়াগাছা চন্দনী মহাল ॥
বারমল্লিকা পাচখুপি বিক্রম পুর ।
রৌহাটাকনী নাগেরহাট ইদিলপুর ॥
আদকুচী মেঘচামী আর কাইটপাড়া ।
বুঝলিয়া বাইঝাড়াশোলকোপাদাশরা ॥
আরপাড়া সহস্থান সাতাশ সমাজ ।
প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যগণ তাহাতে বিরাজ ॥

কুল সাহিত্য ।

কুল রক্ষা কার্য্য হয় কুলিনের ধর্ম্ম ।
সাধ্য কষ্ট বৈদ্যগণ বুঝিবে সা মর্ম্ম ॥
কুল তুল্য বস্তু নাই তুচ্ছ বটে রাজ্য ।
কুল তুল্য বস্তু নাই সর্ব দেশে পুণ্য ॥
কুল তুলনায় কভু বিদ্যা নহে গণ্য ।
পিতার বিদ্যায় নহে সন্তানের মাত্র ॥
কুল তুল্য বস্তু নাই খ্যাতির কারণ ।
কুল তুল্য বস্তু নাই স্বজাতি শোভন ॥
কুল তুল্য বস্তু নাই বিত্ত কোন ছার ।
কুল তুল্য বস্তু নাই জীবনের সার ॥
কুল তুল্য বস্তু নাই তুচ্ছ বটে ধন ।
কুল তুল্য বস্তু নাই এতিন ভুবন ॥
কুল তুল্য বস্তু নাই মানব জীবনে ।
কুল রক্ষা চিন্তা করে জ্ঞানী সর্বক্ষণে ॥

স্থান সাহায্য ।

স্থান ত্যাগ মহাদোষ অধিধির বিধি ।
 স্থান দোষে থাকিবেনা কুল যত্ন নিধি ॥
 স্থান ত্যাগ করিবেনা মহাজ্ঞান জ্ঞানী ।
 স্থান ত্যাগ করিবে না কুলিনাভিমাত্রী ॥
 স্থান ত্যাগ করিবেনা সুজন মানব ।
 স্থান ত্যাগে থাকিবেনা বংশের গৌরব ।
 স্থান ত্যাগে থাকিবেনা দেশের সম্মান ।
 স্থান ত্যাগে থাকিবেনা মনের আদান ॥
 স্থান ত্যাগে হইবেক বন্ধু বিসর্জন ।
 স্থান ত্যাগে হইবেক জ্ঞাতি অদর্শন ॥
 স্থান ত্যাগে হইবেক কুটুম্ব বিচ্ছেদ ।
 স্থান ত্যাগে হইবেক গ্রাম্য লোকখেদ ।
 স্থান ত্যাগ মহাদোষ না করে সুজন ।
 স্থান রক্ষা করিবেক বৈদ্য কুলগণ ॥

কুলীনের দোষ ।

সাধ্য দোষ বর দোষ কুলীনের হয় ।
 সাধ্য দোষ করিবেনা কুলীন মহাশয় ॥
 সাধ্য দোষ কুলীনের বংশের অপ্যাতি ।
 সাধ্যদোষে থাকিবেনা কুলিনের জ্যাতি ॥
 সাধ্য দোষে থাকিবেনা কুল তরুণবর ।
 সাধ্য দোষে কুলিনেরা হয় অষ্টধর ॥

অষ্টধর বৈদ্য কথন ।

অষ্টধর বৈদ্যগণ সিদ্ধের সম্মান ।
 সিদ্ধের সমান নহে সাধ্যের প্রধান ॥

রাম নিম্ন বলভজ্ঞ মাধব উচলি ।
 মহীপতি বরুণ রোষ অষ্টধর বলি ॥
 বিক্রমপুরে ধরবলি অষ্টধর মানি ।
 অন্য স্থানে অষ্টধর না করি বাহানি ॥
 বিক্রমপুরে অষ্টধর জ্ঞাত সর্বজন ।
 আদান প্রদান সদা কুলিনের সনে ॥
 বিক্রমপুরে অষ্ট ধর অতি পারচিত ।
 কুলিনের মান রক্ষা করে অবিরত ॥
 বিক্রমপুরে অষ্টধর স্থান দ্রষ্ট নয় ।
 অন্য স্থানের অষ্টধর স্থান দ্রষ্ট হয় ॥
 অন্য স্থানের অষ্ট ধর নহে তত মানি ।
 অপক্ৰিয়া করে কেহ করে কুল হানি ॥
 বিক্রমপুর মধ্যে আছে নদীকীর্ণিনাশ ।
 উত্তর দক্ষিণ পারে বৈদ্য বংশ বাসা ॥
 কুল শ্রেষ্ঠ কুলীনগণ দুই পারে স্থিতি ।
 কুল মাঙ্গ রক্ষা অন্য নিয়ত প্রতি ॥

সাধ্য বৈদ্য লক্ষণ ।

সাধ্য বৈদ্য অবিনরী ছিল পূর্বাগর ।
 নব গুণ মধ্যে তারা অষ্ট গুণ ধর ॥
 সাধ্য বৈদ্যগণ কিছু কুল হীন হয় ।
 বল্লভ বিচারে তারা অকুলীন রয় ॥
 এইত কারণে সাধ্য সাধ্য ভাবে স্থিতি ।
 কুলীনহু নাহি পায় অবিনরী রীতি ॥
 সাধ্য বৈদ্যগণ বহু ধর্মে কর্মে মতি ।
 মান্য জনে সম্মান করা নাহিক বিম্বতি ॥
 সিদ্ধবৈদ্য সাধ্য সহ বহু জিয়াখিত ।
 সিদ্ধবৈদ্য অষ্ট ধরে হইবে পরিত ॥

কষ্ট বৈদ্য লক্ষণ ।

কষ্টবৈদ্য মহা দোষী সাধ্যবৈদ্য কর ।
কষ্ট দোষী বৈদ্যাগণ অনাচারী হয় ॥
কষ্ট দোষী বৈদ্যাগণ কুল নাহি মানেন ।
কষ্ট দোষে বৈদ্যাগণ ফিরে অভিমানেন ॥
কষ্ট দোষী বৈদ্যাগণ হইলে বিদ্বান ।
কষ্ট দোষী বৈদ্যাকরে পৃথী তৃণজ্ঞান ॥

অরি বৈদ্য লক্ষণ ।

অরি বৈদ্য মহাদোষী বৈদ্যেরনির্মিত ।
অরি দোষী বৈদ্যাগণ কুলের বজ্রিত ॥
অরি দোষী বৈদ্যাগণ স্থানভ্যাগ করে ।
অরি দোষী বৈদ্যাগণ বৈদ্য নাম ধরে ॥
অরি দোষী বৈদ্যাগণ কুল ভাগী হয় ।
অরি দোষী বৈদ্যাগণ বৈদ্য মধো নয় ॥
অরি দোষী বৈদ্যাগণ হয় কুলাঙ্গার ।
অরি দোষী বৈদ্যাগণ বরই গোয়ার ॥
অরি দোষী বৈদ্যাগণ করে কদাচার ।
অরি দোষী বৈদ্যাগণ কুলের কুঠার ॥
অরি দোষী বৈদ্যাগণ পরিচিত নয়
অরি দোষী বৈদ্যাগণ ভিন্নদেশে রয় ॥
অরি দোষী বৈদ্যাগণ মান হীন বটে ।
অরি দোষী বৈদ্যাগণ ধর্ম কর্ষে চটে ॥
অরি দোষ করিবে না বৈদ্য মহাশয় ।
অরি দোষ মহাদোষ জানিবে নিশ্চয় ॥
সাধ্য কষ্ট অরি স্থির ঘটক করিবে ।
দোষ গুণ ব্যাখ্যা আদি তাহাতেষটিবে ॥

কুল পরিচয় ।

কুল সমাগমে কুল-উচিত আদরে ।
বংশ মান রক্ষা হয় লোক ব্যবহারে ॥
হেন কুলে না থাকিলে মান পরিচয় ।
লোকতঃ ক্রমশ কুল মান ধর্য হয় ॥
কুল পরিচয়ে কুল মানের ধারণা ।
লুপ্ত না করিতে দেয় সম্মান বাসনা ॥
মান জ্ঞান হতে অপমান লজ্জা ভয় ।
কুল অহুক্রমে মান রক্ষা হেতু হয় ॥
উচ্চ কুল না জানিলে নিজ পরিচয় ।
প্রতি পক্ষগণ যদি নীচ কুল কর ॥
সাধারণ নীচ ভাবে করে দরশন ।
কুলমান গরবিত নাহি থাকে মন ॥
অতি দারিদ্র্যে ও মহা কুল অভিমান ।
নীচ রুত্তি সংগ্রহণে করে বাধা দান ॥
ইতরাদি ব্যক্তি গত লভিলে সম্মান ।
পরে গুণ হীন বংশে হইলে সন্ধান ॥
ব্যক্তিগত মান ব্যক্তি সঙ্গে চলে যায় ।
কুল মান হীন পুন নীচ পথে ধায় ॥
বহু মানী সমপর্কিত নীচ কুল হলে ।
ক্রমশঃ বংশের মান বারে সেই কুলে ॥
হেন সুসম্পদ সদা কুল ইতিহাস ।
বতনে থটক রাখে করয়ে প্রকাশ ॥
আত্ম গৌরবের কথা আপনি বলিলে ।
তত বল নাহি ধরে সাধারণ স্থলে ॥
বিশেষতঃ আত্ম-কৃত কুল অহকার ।
নহে শ্রীতি প্রদ সদা কলহ ভাণ্ডার ॥

সর্ব কুল বাক্য সদা করি অবেষণ ।
 যতনে রাখয়ে ধরে কুলচর্য্যষণ ॥
 যেক্ষে যুগান্তর যত কুল ইতিহাস ।
 কুলচর্য্য রাখি স্থিত দেশ ইতিহাস ॥
 বহু মূল্য কুল তত্ত্ব হলে বিস্মরণ ।
 যোগাট্টে পায়ে তাহা কুলচর্য্যষণ ॥
 পরিচর্য্যে একমু কমে বিশেষ সম্মান ।
 জীবিকার জন্য দিবে সমুচিত দান ॥
 ঘটক হইবে যদি জীবিকা বিহীন ।
 কে রাখিবে কুল তত্ত্ব তব চিরদিন ॥
 যদি দৈব বশে কারোবংশলোপ হয় ।
 প্রায় কুল কীর্ত্তি তার কুল তত্ত্ব হয় ॥
 বংশহই যদি না বিজ্ঞ ঘটকে জিজ্ঞাসিবে
 অতিক্রান্ত কালে কুলেতে মিশিবে ॥
 সেই প্রয়োজনে যথা বিজ্ঞ চিকিৎসক ।
 কুল প্রয়োজনে তথা সুবিক্ত ঘটক ॥
 প্রতিঘরে আছে যথা নিযুক্ত পুরোহিত ।
 ত্রাঙ্কণের প্রতিবুলে ঘটক নিযোজিত ॥
 কিন্তু লুপ্ত অসাধুর হরণ পরশন ।
 সকল বিষয়ে সর্ব প্রাণের কারণ ॥
 বসিলে ক্রাহার সঙ্গে কালে কুল বাবে ।
 বিদিত ঘটকসদা ঘটক জানাবে ॥
 বিবাহাদি কার্য্যে ধর্ম্ম উপস্থিত হয় ।
 কি বংশ সংশ্রব পূর্বে নিবে পরিচয় ॥
 পরিচয় নিতে যদি চক্ষু লজ্জা হয় ।
 নিশ্চয় হইবে কালে কুল বিধর্ষ্য ॥
 সংসর্গ বিবাহ সেব্য আচার ব্যবহার
 সকলই প্রয়োজন বিশেষ বিচার ॥

উচিত মাশনে যদি চক্ষু লজ্জা হয় ।
 অবিচারে কুলক্ষয় রাজরাজ্য হয় ॥
 সর্ব দিকে মোহ সদা করে আকর্ষণ ।
 নিশ্চয় পতন যদি নহে নিবারণ ॥
 সম উচ্চ কুল যদি গৃহে নাহি আসে ।
 স্মেল বলিয়া তব পরিচয় কিসে ॥
 হীন-মেল সমাগমে মেল নাশ হয় ।
 কত না বর্জিত আসি করিবে আশ্রয় ॥
 কুলীন সংবংশ যথা তথায় ঘটক ।
 নথ স্বাংস যোগে পরস্পর সংযোজক ॥
 উচ্চ কুল উচ্চ মান হবে প্রদর্শন ।
 ঘটক দেখিবে যদি লগাটে চন্দন ॥
 বিবাহ বিধেয় যজ্ঞ কুলের আকর ।
 সুবিচারে সদা শুদ্ধ কুল প্রোতধর ॥
 অবিচারে ধন, রূপ, শুধু লক্ষ্য হলে ।
 দৈব দোষে কুল ক্রমে লুকায় অকুলে ॥
 বিবাহ কথিতে হির শণ্ডিত সনন ।
 সুঘটক সন্নিহটে করিবে গমন ॥
 ত্রায়াত্রয় যদি পূর্বে নাহি জিজ্ঞাসিবে
 বৈবাহিক শুণ দোষ কেমনে জানিবে ॥
 কিবা মূল কিসংশ্রব কোথা পূর্ববাস ।
 অসন্মানে পূর্বে কিবা পাইবে আভাস ॥
 পরে যদি শুণ দোষ অস্ত্রে প্রকাশিবে ।
 প্রতি যোগী নিকটে কিউচ্চশির রবে ॥
 নিশ্চয় হইকে নিজ কুল অভিমান ।
 সহিতে কিপারে কুল অভিমাত্রাণ ॥
 একস্থলে দিগুকে কেহ কন্যা দিল ।
 অন্যত্রণ জানি পরে বরমে মরিল ॥

যর দেখে কেহ কন্যা দেয় অন্য স্থানে ।
পরে জানে কিয়া তার রজ্জিতের সনে
চলিলে নীচের সঙ্গে কালে কিয়া হয় ।
ক্রমে নীচ পথে ধোয়ে হয় কুলক্ষয় ॥
তাই সংক্ষেপতঃ লিখি পূর্ব পরিচয় ।
সাধ্য সিদ্ধ নানা ভেদে ভাবের মিথ্য ॥

আদি সাধ্যাদির স্থান নির্ণয় ।
শোলকোপা নামে গ্রাম যশোহরাকলে ।
আছে ভরদ্বাজ স্থান বুদ্ধগণ বলে ।
দাস ভরদ্বাজ বাস বিক্রমে প্রধান ॥
নপাড়া নামেতে গ্রাম ছিল রাজস্থান ॥
চারনিয়া নামে স্থান ছিলেক অপর ।
নদী গর্ভে ছই গ্রাম তাজে কলেবর ॥
বাহেরক গেলা কেহকেহ বিদ্যগ্রামে ।
চুরাইন অপর স্থান খ্যাত সবিক্রমে ॥
বানারী ও গুণগ্রাম আর মূলচর ।
আটিগাও দ্বি পাড়াদি আছে ককবর ॥
মধ্যে ২ কেহ ২ আছে গ্রামান্তরে ।
ভাটীতেমাইলারা গৈলাকেহ উজিরপুরে
বাজুভুল্লয়ার কেহ দাড়য়ার মেলে ।
দৈব দোষে কেহ ২ গিয়াছে চট্টলে ॥
দৌলতপুর নামে গ্রাম বলত দি অপর ।
ধৈবদ্বা মস্তকাপুর মৌলিক বৈখানর ॥
দৌলতপুর অমিশার বৈখানর ছিল ।
বতনে কতেক কালে কুলীন আনিল ॥
বিক্রমপুরেতে ছিল শ্রীবাজনগর ।
কার্তিকপুরে রামভদ্রপুর গ্রামান্তর ॥

উত্তর বিক্রমে আট, গুণগাও আদি ।
মালকদিয়া আদি স্থানে বৈখানর স্থিতি
সেমদিয়া মাঝাইরদিয়া মৌলিক শালকান
ফরিদপুর শালকান যগ্রাম শাহস্থান ॥
যত্তরকাটি নারায়ণপুর চন্দ্রহার নগর
ভাটীতে উজিরপুর শালকান পাড়া ॥
পূর্বদেশে ভুল্লয়াতে কারো দরশন ।
কোথা হতে কোথা যায়নাহি নিদর্শন ॥
নাহি দেখি ভুল্লয়াতে নীতি বিপর্যয় ।
বিজ্ঞাতির সঙ্গে নাহি হয় পরিণয় ॥
চট্টলের সাক্ষ্যস্থান পরগণে দাড়ড়া ।
তাই বুঝি ভুল্লয়ার হল কুল হারা ॥
কুল হারা কিন্তু তারা বর্জ্জনীর নয় ।
গুপ্ততা রক্ষার জন্য সদা ব্রতী রয় ॥
মৌংগল্যজ সেন কুল বেলেতলী গ্রামে ৭
বিক্রমেতে পরিচিৎ আছে বাণী নামে ॥
মৌংগল্যজ সেন বংশ ভুল্লয়ারী অধর ৭
দৈব দোষে চট্টলেতে বসটিলা ঘর ৭
ত্রিশুরায় বর্গাসাইর পরগণায় ছিল ৭
কালক্রমে চট্টলেতে বসতি লভিলা ॥
সরসি মুণাল গেলে যকটক জলে ।
নাহি কি সময়ে দিবা যগণ উজলে ॥
বহুগুণী সমুজ্জল এই বংশে হয় ।
ভারত রঞ্জন কবি নবীন চন্দ্রোদয় ॥
মোহিনী কালনা যার মাটিকা জালে
কুলাচার্য্য কেহ নেও করতল ধরে ॥
গল্পীতে মৌংগল্য মেন কুলহীন হয় ।
কিন্তু চট্টলের শ্রেণে কুলোজ্জল রয় ॥

আরো দশ আদি সাধ্য লিখে কণ্ঠহার
 কারো ২ কণ্ঠভাব করিলা প্রচার ॥
 দত্তকত্তা পরিণয় রবি মহাশয় ।
 বঞ্চে আগমন কথা চন্দ্র প্রভা কর ॥
 আরো পরিণয় রবি মহারাজ কৈলা ।
 হিজুর দৌহিত্র দিব্য রায় জনমিলা ॥
 মেঘচামী হারকুচি দত্ত বাসস্থান ।
 খৈতাদা মন্তকাপুরে দত্তবর্তমান ॥
 আদিবাসী মধ্যে দত্ত এই সব গ্রামে ।
 রতনে কুলীন কিছু আনে কালক্রমে ॥
 বোলাসায় বাসীদত্তঅধুনা জৈনসায় ।
 বিশেষ শ্রীমান দত্ত বিক্রমে প্রচার ॥
 বালীগাম বেজগ্রাম লিয়ালদি অপর ।
 মালকরিয়া আদি স্থানে আরো কত ঘর
 বাজুতে দাসোরা দত্ত সমাজ পতি আর
 অতি সুপ্রবীণ দত্ত বহু গুণধার ॥
 নব গ্রাম গণবংশে স্থাপন করিলা ।
 চৌষটি গ্রামের ভূমি কত্তা দানে দিলা,
 বলি কল্পতরু যেন ত্রিভুবন দানে ।
 অবশেষে হারাইলা নিজ সিংহাসনে ॥
 কর্ণধার বংশধর ছেনদত্ত গণ ।
 সাত্তাইশ সমাজ আনি করিলা চন্দন ॥
 খ্যাত এই দত্ত কুল অশেষ প্রতাপ ।
 জনিদারী ছিল যার ছিলিম প্রতাপ ॥
 বাজুতে দাসোরা কেন্দ্র সমাজেগগিত ।
 তথাপিও নহে স্থান ভেদ বিবজ্জিত ॥
 বারহাতে অপর দত্ত পরিচিত ঘর ।
 ভাটি ভুলুরাতে দত্ত আছে স্থানান্তর ॥

সেন হটে ধনুস্তরী দেবের স্থাপন ।
 দেব প্রতিপত্তি কোথা না দেখি এখন ॥
 বোদ্ধাই বাগলাড়া গ্রাম ছিলদেব স্থান ।
 মন্তকাপুরেতে দেখি দেব অধিষ্ঠান ॥
 বিক্রমে বাজুতে রত্নে দেবের নিবাস ।
 আছে বলি শুনা যার লোকতঃ প্রকাশ
 কোটালি পাড়াতে কর মজুমদার স্থান
 সসম্মানে বৈদ্যগণে দিলা ভূমিদান ॥
 ভাটিতে নলচিরা গ্রাম করের বসতি ।
 যাতার যতনে গ্রামে কুলীনের স্থিতি ॥
 বিক্রমপুরে শুনি পূর্বে করের নিবাস ।
 পরিচিত বৈদ্যগণে দিলা বসবাস ॥
 করিদপুরে মন্তকাপুরে কর এক ঘর ।
 অল্প স্থল ভূলা নচে খ্যাত নাম ধর ॥
 বরেন্দ্রজ ঘর বহু বঙ্গ নাহি ধরে ।
 বাপী ধরবংশ খ্যাতি আছে কণ্ঠহারে ॥
 বিক্রমপুরে অচিহ্নিত আছে ঘর কর ।
 সিমুলিয়া ধরবংশ পরিচিত হয় ॥
 পাঁচখুপীতে আছে নাকি সোম চুইঘর ।
 আর সোম নাহি দেখি বঙ্গের ভিতর ॥
 বৈদ্য রাজ কবিরাজ কবি শিরোমণি ।
 গঙ্গাধর নাম তার কুণ্ড বংশে জ্ঞানী ॥
 মূর্শাদাবাদ জিলা মধ্যে নাম গুণ বশ ।
 দর্শ কার্যে সদারত সজ্জন পৌরষ ॥
 করিদপুরে বাস ভূমি ছিল শুমা যার ।
 ঘর পরিব্যাপ্ত যার বঙ্গের সীমাষ ॥
 দত্ত কুল চুড়ামণি দত্তচক্র পাণ ।
 গঙ্গী পূর্বকাল হতে দত্ত নাম শুনি ॥

করে প্রমাণ কর রচিল। নিদান ।
 প্রাণ রক্ষা হেতু সদা নিদান বিধান ॥
 যথেষ্ট নলি বৈদ্য সংখ্যা মান অতি ।
 বজ্রতে নাহিক দেখি নদী বংশ স্থিতি
 সৌদগল্য নলি বৈদ্য কুল পঞ্জীকর ।
 পণ্ডিত ভোমন নলি খ্যাত পরিচর ॥
 স্তম্ভহতী-খ্যাতি মান বিজয় রক্ষিত ।
 বরেন্দ্রে রক্ষিত বৈদ্য বসতি স্থাপিত ॥
 অনেকের দোষ, বংশেখ্যাতলোকদেখে
 অনিশ্চিত বংশ সুল জারি নামে লিখে
 ঈহাহতে শ্রেয় বটে অনিশ্চিত সুল ।
 প্রথম হটতে কোন বংশে লিখা কুল ॥
 কিন্তু বেশ পরিচিত বীজীর নির্ণয় ।
 না থাকিলে কুলধারা ভীষ্মপ্রভ হর ॥
 ক্রিয়া গুণে এই সব আদি সাধ্য হয় ।
 ক্রিয়া হৌন তলে সদা কষ্টে পরিচর ॥
 কুণ্ড চন্দ্র রাজ-সোম নলি আদি কর ।
 আদি সাধ্য হইলেও পঞ্জী হীন কর ॥
 সোণারগ্যাও মতেশ্বরদি বহু বৈদ্য স্থান ।
 পূর্ব মৈমন সিংহে আছে বৈদ্য অধিষ্ঠান
 নিজ দেশ মধ্যে নাকি নীতিবিশেষ্য ॥
 শুনা যায় বহুস্থানে কথন ও না হয় ॥
 কিন্তু বাস সরোয়াইল শ্রীহট্ট সরিধি ।
 সেই বেশ সঙ্গে নাকি ক্রিয়া নিবন্ধি ॥
 যদিও হইলে অর্থ নিবারণ হয় ॥
 দারিত্র্যের চলিত নীতি শোধনীর নয় ॥
 দারিত্র্য বিবর হয়ে হলে প্রয়োজন ।
 দিবে কল্পা না করিবে কতু আনয়ন ॥

চুণ্টা কালীকাজ আদি বিখ্যাতসরাইলে
 গৃহীত রয়েছে সদা উল্লিখিত মেলে ॥
 বহুস্থান এই মেলে বেশ বিবজ্জিত ।
 কিন্তু নহে মহা বংশ মাহাত্ম্য বজ্জিত ॥
 কতীবহু এই সব বংশে জনমিল ।
 বহুগুণে বৈদ্যবংশ নাম উল্লিখিল ।
 সরাইলে চুণ্টার সেন শ্রেষ্ঠ পরিচিত ॥
 কুল ভেদ এখন ও নহে বিবজ্জিত ॥
 কুল গরু স্থান, হেতু মানস্পৃহা হয় ॥
 মান চেষ্টা হতে নহে বৃত্তি বিপর্যয় ।
 দারিত্র্যে জাড়িয়া স্থান যদি নীচে যায় ॥
 জনৈক অনেক স্থানে অবৃত্তি হারায় ।
 আধিত্য মৌলিক ধান বিখ্যাসাদি আ র
 শ্রীহটে ছিলেক বলি লিখে কর্ণহার ।
 শ্রীহট্টাদি পূর্বদেশ সর্বত্র নিমিত ॥
 যে নামে কুলীনগণ সদা ভীত চিত !
 অন্তর্দেশ নীচ বৈদ্য এই সব মেলে ॥
 কুলীন সমান মানী দৈব দোষ গেলে ।
 বরেন্দ্রজ আদি-বৈদ্য কষ্ট সাধ্য হয় ॥
 রাঢ়াদি বৈদ্যের কুল বরেন্দ্রে না রয় ।
 বরেন্দ্রেতে তিন কেন্দ্র সমাজের স্থান ॥
 বজ্রনীর না হলে ও বটে হীন মান ।
 রৌহা, টীকনি আর গ্রাম জামতলী ॥
 বরেন্দ্র দেশেতোতন সমাজের স্তলী ॥
 বরেন্দ্রের সঙ্গে বঙ্গ ক্রিয়া বহু নাই ।
 বরেন্দ্র সরিধিস্থানে দোখতে যে পাই ॥
 হুই ধর ইন্দ্র আর আধিত্য অধর ।
 আমূলতঃ কঙ্গ ছিল চন্দ্রপ্রভা কর ॥

বংশজ সাধ্যাবিহীন

স্থান নির্ণয় ।

আদি বংশজের শ্রেষ্ঠ কন্মল অম্বর ।
 পঞ্চ কোটী রাজ পাট-সেন ভূমাশ্রয় ॥
 বংশজ সাধ্যের শ্রেষ্ঠ বজ্র বৃষিকুল ।
 শ্রাম ভ্রষ্ট হয়ে পুনঃ লজ্জ কুল মূল ॥
 বৃষি বংশ স্থান যথা ক্রত দৃষ্ট হয় ।
 জ্ঞান অমুসারে উক্ত হল পরিচয় ॥
 আমাটিগ্রাম নাওটানা বিক্রমে মধ্যপাড়া
 দক্ষিণে ফুলশ্রী উত্তর হাড়িয়া জামরা ।
 উত্তরে শাকবাইল বৃষি অর্থোন্নত ঘর ।
 শ্রেষ্ঠ মধ্যপাড়া গ্রাম বিক্রমা আভ্যন্তর
 মধ্য পাড়ার ধনন্তরি ক্রিয়ান্বিত ঘর ।
 নিজ গ্রামে সংস্থাপিলা কুলীন বিস্তর ॥
 করিমপুর ভাটি বাজু দণ্ডপাণি বাস ।
 আছে বলি বুদ্ধগণ করেন প্রকাশ ॥
 বিক্রমপুর ছিল বলি কহে কণ্ঠহার ।
 অধুনা কোথাও তার না দেখি বিস্তার
 উপরির কোথাও না দেখি অধিষ্ঠান ।
 হইবেক স্থান লিপি পাইলে লজ্জান ॥
 বেজপাড়া নামে গ্রাম কাফেরের বাস ।
 কণ্ঠহারে স্থান নামে রয়েছে প্রকাশ ॥
 তেলিহাটি বিক্রমপুর ভাটীদেশ আর ।
 পাইদাস কহে নানা স্থানেতে বিহার ॥
 রাহুছত্র পাইদাস প্রতিষ্ঠিত অতি ।
 রাহু ছত্র গরুর পৃষ্ঠে রাখবের স্থিতি ॥
 কোন্সারপুর রাখবেরে রাহুছত্র আনে ।
 ফুলসালী অগ্রহুস্ত পাহি রহু গুণে ॥

বৈদ্য কুলোচ্ছল নৃপী রক্ত নারী নাই
 গোপাল অম্বর তার গুণে নীচা নাই ॥
 কবীর গোপাল বৈদ্য গ্রহ নিরচিলা ॥
 বিস্তৃত সমাজে চির কীর্তি সংস্থাপিলা ।
 কোয়রপুর তাজপুর ফুলসালী আর ।
 ভাটীতে অনেক স্থান পাহিতে বিস্তার ॥
 আতা কুল নিরোমণি গোপাল জামতা
 নাবুন্নিমে শকুলের ত্যাজিলা মমতা ॥
 ধর্মোক্তন নিবাস রক্ত শ্রীচক্র প্রসাদ ।
 আত্ম-কুল হতে ভাল বাসিলা বিলাত ॥
 চির ভক্ত বৈদ্য কুল শীর্ষে বার স্থান ।
 কি তাবি সেস্থান হতে করিলা প্রধান ॥
 কত রাজত্ব লোক আছে বৈদ্যকুলে
 ঠাকুর বলিয়ে বীরে তুলে লয় কোলে ॥
 হেন রাজ পুত্রা আত্ম কুলের সম্মান ।
 নাহিরে নাহিরে যেন কেহ প্রত্যাখ্যান ॥
 অর্থে রাজা হয়ে পুন দারিদ্র্যে নম্বর ।
 চির ভক্ত কুল হতে নহে শ্রেষ্ঠতর ॥
 অর্থ হনে অর্থ বাবে কহে কণ্ঠহার ।
 কল হারী কুল নাহি কত পরিহার ॥
 পণ্ডিত মঞ্জরী পূর্বে ছিল বৈদ্যকুলে ।
 ভাষ্য প্রণয়ন কত গ্রন্থ বিরচিলে ॥
 করি হেন বিজ্ঞ কুল আদেশ লজ্জান ।
 না কর ঘটক কহে বিলম্ব গমন ॥
 ধর্মোক্তে কায়েত কুলে শ্রীচক্রমাধব ।
 অবশেষে স্থাপিলা কুল সম্পদ বিস্তার ॥
 বাহুছত্র অম্বর কত রাজ কুল ছিল
 বিক্রমে আপন কুল কেহ না ত্যজিলা ॥

বটীশ রাজ্যে তার আশ্রয় উদ্ভব ।
 কারেখ কুলের চন্দ্র শ্রীচন্দ্রমাধব ॥
 যত উল্লীকাদীমোহন ছিল।
 হাইকোর্টে ।
 কলিকাতাঘাটে যার ছত্তরালি আসে
 দাঁতান ফাটে ॥
 বৈদ্য কুল মণি বহু দিন না বাচিলা ।
 কিরিয়া স্বদেশে আর কালেন্দুকইলা ॥
 দাতব্য ঔষধালয় নিজ গ্রামে দিলা ।
 সর্বের সোপান আত্ম দেশেসংস্থাপিলা
 অযোগ্য অতুলদর দিলা জাতি দান ॥
 হয়েছে কি বিনিময়ে লব্ধ পরিচয় ।
 কি ভাবিয়া সুসম্রাজ্যভিত্ত্যগিলা ॥
 তারী পতনের পথে আত্ম কুল নিশা ।
 শুনিয়াছি হুশাচীন পাতনাহি ফর্জন ॥
 কতনা করিলা কালে হীনত গ্রহণ ।
 ধূপ দীপে নবস্তার করে আর্থ্য কুল ॥
 পূন উদ্ধে দেখে ব্রহ্ম সমাধির মূল ॥
 সাংখ্য পাতঞ্জল অদি হিব্য হরশন ।
 নিগূঢ় ভব কি ধরে অসইন্ আর কানন্ ॥
 সুদৃঢ় যতোর মক্তি না হতে স্থানন ।
 পিতৃকুল আশ্রয় কিবা অগ্রে প্রেরোজন ॥
 নিকি কামিগ্রামে পুহি প্রকৃষ্টিত বর ।
 মূল হেতু জ্ঞানরসে কুলীন বিকর ॥
 সাতাইশ সমাজঘর্ষে ভাঙ্গি পাই ছিল
 সিদ্ধিলাগী সিদ্ধাকর শোধন করি ॥
 সিদ্ধিলাগী সিদ্ধিলাগী নিজ সমাজের ।
 মসুরে ভীষণীলা কুল বিহীনের ॥

কত রাজকুল্য লোক ছিল বিক্রমপুরে ।
 একপ্রায়ে এত কুল বিক্রমে না ধরে ॥
 কিন্তু কুল সংস্থাপক বিক্রমে প্রধান ।
 কুলীন দেবতা শ্রম স্বমেধ সমান ॥
 শ্রীবল্লভ রঘুচাম শ্রীরাজবল্লভ ।
 হিমাচল চূড়াভূলা যথায় সম্ভব ॥
 বাজু মেলে সুরাপুর মৌলিক পত্ন কর ।
 হইলা প্রসিদ্ধ বৈদ্য নিবাস আশ্রয় ॥
 ক্রমে কালে বর কর কুলীন স্থাপিলা ।
 কুটুম্ব সম্পদে গ্রাম শোভাসম্পাদিলা ॥
 সুরাপুর দাসেরা দুই লিখা কঠহারে ।
 বহুকালে দুই গ্রাম পরিচর ধরে ॥
 ভাটিতে কুটুম্ব গৈলা, তব দাস স্থান ।
 সমুদ্র ভবের কুল বহু ক্রিয়ারাম ॥
 কুলশ্রীতে ঘোষণার লিখে কঠহার ।
 বহু কুলাগমে হবে দোষ পরিহার ॥
 কুলীন স্থাপনে সাধা সুপরিজ হর ।
 সমাজ প্রকৃতি এই চিরন্তির রয় ॥
 ভাষ্যরাম নিবসতি কোথাও না শুনি ।
 কুলশ্রীতে ছিল নাকি বিড়াল নিছনি ॥
 অমৃত মঙ্গলানন্দ সত্যবন্ত আর ।
 ছোট বর দুই অমৃত বিক্রমে প্রচার ॥
 বাহেরক মধ্যপাড়া সত্য বস্ত হার ।
 মঙ্গল কার্তিকপুরে চির অধিষ্ঠান ॥
 "মধ্যপাড়ার মঙ্গল" ক্রিয়াবিত বর ।
 কার্তিকপুরে মঙ্গলানন্দ তা সবারপর ।
 মঙ্গলানন্দে মধ্যে কেহ ক্রিয়াবিত ।
 স্থানক্রিয়া দুটে ভাব সমাজে গণিত ॥

বংশজ কষ্টাদির স্থান ।

শুণ্যবংশে মহৎ স্বল্প দুই অধিকারী ।
সপ্ত ব্রাহ্মকুল আর শুণ্য বহুতরী ॥
গরি অন্ধ আভ মান বর্ণ পীঠ আর ।
শক্তি গোত্রোদ্ভব তব পক্ষ লিখে কঠোর ॥
বল্লালের অরে সবে কষ্টই পাইল ।
ইহাদের প্রতিপত্তি কোথাও না ছিল ॥
ভাটী দেশে আছে নাকি বর্ণপীঠ স্থান
ক্রিয়াগুণে ক্রমেকালে কমিলা উত্থান ॥
পান্টী দেখি ইহাদের ভাবের নির্ণয় ।
পান্টী ও ক্রিয়ার সদা ভাব পরিচয় ॥
উপাধিতে সেন দাস শুণ্য তিন কুল ।
বৈদ্য মধ্যে অল্প হতে ধরে উচ্চ মূল ॥
কিন্তু ক্রিয়া পান্টী দৃষ্টে ভাবের বিধান ।
উচ্চ মূল কাহারোবা অর্তিনিম্ন স্থান ॥

সিদ্ধাদির শ্রেণী ভেদ ।

ভাবাদি সত্তাব হির বিরাম দ্রষ্ট আর ।
আদি তিন সিদ্ধ ভাব গ্রহের বিচার ॥
দ্রষ্টব্য হলে সিদ্ধ সাধ্যে পরিচয় ।
পালটীমেল ক্রিয়া দৃষ্টে ভাবের নির্ণয় ॥
ক্রিয়া কার্য সমাধাদি-শুচির সত্তাব ।
দোষ শুণ্যধিকো রত কুল হির-ভাব ॥
দোষ শুণ্যধিকো স্থিত বিরাম লক্ষণ ।
শুণ্যভাবে দোষাধিকো কুল দ্রষ্ট জন ॥
সত্তাবে ও পক্ষ ভেদ ক্রম অল্পসারে ।
ক্রিয়া শুণ্য দোষে ধৃত খটক বিচারে ॥

সংসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ তথা বিসিদ্ধ তিন হয় ।
সংসিদ্ধ সুসিদ্ধ সিদ্ধ-সিদ্ধ ভাব হয় ॥
হির ও বিরাম শুদ্ধ সিদ্ধ নাম ধরে ।
তহকের পক্ষভাব সত্তাব অন্তরে ॥
আদি তিন ভাব ধৃত কুলীন সংখ্যায় ।
পর তিন প্রতিষ্ঠিত কুলজ সংখ্যায় ॥
মহোজ্জ্বলোজ্জ্বল ভাব সংসিদ্ধে গাণত ।
নিরাবিল নিরমল প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত ॥
শিষ্ট শ্রেষ্ঠ একটুক বিসিদ্ধ ভাব হয় ।
শ্রমিয়ের তিন ভাব কুলজে নির্ণয় ॥
মহোন্নতোন্নত দুই ভাব সংসিদ্ধের ।
সুপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠক ভাব সুসিদ্ধের ॥
এই দুই ভাব জাত সত্তাব কুলজ ।
হির ও বিরাম সিদ্ধমাএক কুলজ ॥
বিরাম ভাবেতে যদি থাকে বহু দিন ।
বংশ বংশজত পায় কুলজত হীন ॥
ভাব দৃষ্টে বেই কুল যে পর্যায় হিত ।
সেই পাল্টী হতে যদি না হয় বর্জিত ॥
যদিও না হয় কুল পর্যায় বিপর্যয় ।
ক্রিয়া দোষে অবশ্যই মলিন সে হয় ॥
ভাব ভেদে অপর্ধ্যায়ে পণ ভেদাচার ।
এখনো রয়েছে কুলচার ব্যবহার ॥
উজ্জলে উজ্জলে কার্যে বিভিন্ন পর্যায় ।
যে নিরমে সদা উচ্চ পণ লেখা যায় ॥
উজ্জলে ও অল্পজ্জলে যদি কার্য হয় ।
সবক দেখিয়া হয় পণ বিপর্যয় ॥
বংশজ হইতে প্রাপ্ত পণের নিয়ম ।
সর্বোচ্চ জিকন্য পণ ক্রমে নিয়ন্ত্রণ ॥

পণ সঙ্গে বাধিয়ানা আর ব্যবহার ।
 পণ পত্রে লিখা যায় আছে ব্যবহার ॥
 সিন্ধে সিন্ধে ব্যাবহার নাহিক পদ্ধতি ।
 বংশজ্ঞ সাধাদি হতে ব্যবহার নীতি ॥
 সিন্ধ গৃহে উচ্চ কুল সমাগত যদি ।
 বহুদানে লৌকিকতা চলিত পদ্ধতি ॥
 ভাব নির্ণয়েতে পুন কুলীনাди ভেদ ।
 উচ্চ মধ্য নিম্ন এই ত্রিবিধ প্রভেদ ॥
 মতোজ্ঞান স্নানার্গল উচ্চ কুলে দত্ত ।
 প্রকৃষ্ট শ্রেষ্ঠাদি সদা মধ্য কুল স্মৃত ॥
 মলিন কুলাদি সদা নিম্ন কুল হয় ।
 দীর্ঘ কাল বিরামেতে বংশজ নির্ণয় ॥
 কুলত্যাগে সাধা ভাব ভাব প্রসঙ্গে লিখে ।
 পালটা পণ দৃষ্টে কুল স্থান নিবে দেখে ॥
 ভ্রষ্টভাব সাধাগণ শ্রোত্রীয় সংজ্ঞিত ।
 কুলজ সাধাদি তাহে অতি প্রতিষ্ঠিত ॥
 কুলাশয় শ্রোত্রীকুল সাধোর প্রধান ।
 কুলীন দেবতা এম স্নমেক সমান ॥

কষ্ট ও অরি ভাব ।

অযোজ্য সংশ্রবী যেই বৈদ্য কুলোদ্ধব ।
 তাহার সহিত যার সাক্ষাৎ সংশ্রব ॥
 অরিকুল বলি গণ্য হেন বৈদ্যগণ ।
 নিত্য পরস্পরা যোগে বৈদ্য কষ্ট হন ॥
 হীন বৈদ্য প্রতি বধা-সমাজ শাসন ।
 চলিত স্ননীতি সদা কুল সংরক্ষণ ॥
 যদি মেল সমুচিত শাসন না থাকিত ।
 এত দিনে বহু বৈদ্য বর্জিত মিসিত ॥

ঘটক কহিছে শুন বৈদ্য বংশধর ।
 শ্রায় দণ্ডে না হইও লজ্জিত অন্তর ॥
 উচিত শাসনে যদি চক্ষু লজ্জা হয় ।
 কুলীনের কুলক্ষয় রাজ রাজ্য ক্ষয় ॥
 কুলীনের কুলনষ্ট ভোজনাসন দোষে ।
 না রাখিলে নিজমান মান থাকেকি সে ॥
 ব্যবহারে কুলাকুল হইলে সমান ।
 কিছুই নারহিবেক মানী কুল মান ॥
 ব্যবহারে যে কুলের মান নাহি রয় ।
 তার সঙ্গে কার্যে কিসে মান বৃদ্ধি হয় ॥
 কুলমানে না থাকিলে জিয়া আকর্ষণ ।
 প্রতি কষ্টা দানে হবে অর্থ প্রয়োজন ॥
 যে বংশায় মান ধন সর্ব্বশেষের ক্ষয় ।
 পুরুষ উচিত নহে হেন লজ্জা ভয় ॥
 কিন্তু যিনি যেই মান পাইতে উচিত ।
 না দিলে সে মানহবে নীতি বিবজ্জিত ॥
 কুলীন কুলজ আয় বংশজাদি ত্রয় ।
 সাধ্য কষ্ট অরি ছয় ভাবের নির্ণয় ॥

ধনন্তরি গোত্র সেনবৈদ্যের

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

রাজ টীকা কুল টীকা ধনন্তরি শিরে ।
 সেন ভূমে রাজা শ্রীহর্ষ দণ্ডধরে ॥
 শ্রীহর্ষের দুই পুত্র কমল বিমল ।
 কমলের পিতৃ রাজ্য ভোগ কর্ষকল ॥
 বঙ্গ দেশে বিমলের পুত্র বিনায়ক ।
 গুরুকে রাখেন বাধ্য হইয়ে সেবক ॥

বিনায়ক দুই পুত্র জ্যেষ্ঠা ধনন্তরি ।
 দ্বিতীয়েতে শুক সেন শাস্ত্র অধিকারী ॥
 ধনন্তরি সেন পুত্র দুই পক্ষে চর ।
 গুপ্ত কন্যা গভ জাত চারিটী তনয় ॥
 কামাভ, কাংশী, রোষ চারি সদাশয় ।
 গুপ্তের দৌহিত্র বলি দেয় পবিত্রয় ।
 সদাচার সাধু শীল ধর্মবন্ত অতি ।
 বিমাতার অন্ন ত্যাগেগেল কুলজ্যোতি ॥
 নাগ কন্তার গর্ভে জন্ম দুই মহাশয় ।
 গাণ্ডেরী ও শাস্ত্র সেন সরল হৃদয় ॥
 স্ত্রচরিত্র বিদ্যাবন্ত বিনয় প্রকৃতি ।
 পিতৃ মাতৃ সেবা কার্যে অতুলনস্থিতি ॥
 গুরু দ্বিজে ভক্তি সদা মধুর বচন ।
 আত্মীয় বান্ধব গণে করে আলিঙ্গন ॥
 তাদের বিনয়ে বাধা সকল সমাজ ।
 কুলের গৌরবে তারা রয়েছে বিরাজ ॥
 শোভাকর নাগ কন্যা পতি ধনন্তরি ।
 বিনয়ী নাগের কন্যা অতীব সুন্দরী ॥
 দৈব বেশে বিভা করে গাণ্ডেরীর পিতা
 কুল দোষ নাহি লিখে কুল গ্রন্থ কৃতা ॥
 চন্ডের অমৃতে জীব আয়ু দীর্ঘতর ।
 চন্ডের কিরণ লাভে শাস্তি কলেবর ॥
 চন্ডের কলঙ্কে যথা গৌরব বিশেষ ।
 গাণ্ডেরী কুলেরদোষে প্রদংশা অশেষ ॥
 ধনন্তরি নাগের যা কি করিবে নিষে ।
 আদি মূল ছিল বলি গৌরব প্রকাশে ॥
 গাণ্ডেরীর ছয় পুত্র বিখ্যাত ভুবন ।
 তার মধ্যে হিঙ্গু সেন কুণ শ্রেষ্ঠ হন ॥

রাঢ় দেশ ত্যাগ করি সেনহাটা ধামে ।
 নিয়ত বসতি তথা সুখ্যাতি সঙ্গমে ॥
 হিঙ্গুসেন অষ্ট পুত্র শিখির সৃজন ।
 উচলী ডমন সেন আর বিকর্তন ॥
 বল ভদ্র মহামতি শাস্ত্র শীল জন ।
 এই চারি সহোদর কুলের ভূষণ ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র উচলীর অত্যন্ত সম্মান ।
 নারায়ণ কার্ণে দিলা দুই কন্যা দান ॥
 যশোর সমাজ পতি বিজয়াধিদারী ।
 সেনহাটা বাসগ্রাম উচলী ধনন্তরি ॥
 রাঢ় হতে দিবাংকর বংশ চণ্ডীবরে ।
 বিজয় আনিলা বঙ্গে বহুযজ্ঞ করে ॥
 অরবিন্দ বংশসঙ্গে একদেশ বাসে ।
 রহিলা ত্রীচণ্ডীবর সমতুল মশে ॥
 বেন্দার উচলী বংশ মধ্য কল রয় ।
 স্থানান্তরে পূর্ববাসী কুল হীন হয় ॥
 উচলীর বংশধর চির রূপধর ।
 প্রার্থনীয় নাহি হয় রূপের অন্তর ॥
 রূপবল রীতি বুদ্ধি থাকে কুল ধারে ।
 কুলদার বরে সুস্থ বিবাহ বিচারে ॥
 সম্প্রতি উচলী স্থান বেন্দার প্রধান ।
 নবদ্বীপ বঙ্গমেলে কারো বাসস্থান ॥
 আউটসাহি মাশরিয়া বিজয়ে দুই স্থান ।
 বাহন ক্রিয়াদি দৃষ্টে-বিদিত সম্মান ॥
 ছালালি খৈভাঙ্গা গ্রাম দৌলতপুর নামে ।
 ফরিদপুরে উচলীর বাসস্থান ক্রমে ॥
 ফয়তাবাদ সৈয়দপুর মধ্যদিয়া গ্রাম ।
 মাগুড়া বরাট ময়না বেলগাছি নাম ॥

এই সব গ্রামে নাকি উচলীর বাস ।	নরসিং দামোদর আর মহেশ্বর ।
আছে বলি বুদ্ধগণ করেন একাশ ॥	শ্রীপতি সহিত চারি রাঢ় দেশে ঘর ॥
ভাটীতে কোটালি পাড় ফুল্লী চন্দ্রহার ।	রবির এই একাদশ পুত্র মিরপণ ।
ঘোলক মাইলাড়া বাস লোকতঃ পচার ॥	প্রকাশ বস্ত্রেতে মাত্র আছে সপ্ত জন ॥
খেলসাকোঠা উজিরনাবাগপুরে কারখান ।	হিন্দুর দৌহিত্র রামকুল নির্ভাবান ।
কীর্তিপাশ পনারালিয়াবীটনাবেলদাখান ।	পিতৃ ক্রোধে কুল মানি সাধ্যের প্রধান ॥
বেন্দার উচলী বাস অধুনা যেখানে ।	পিতৃ শাপে রামের কুল গেল বনবাস ।
পান্টী ভাবে চলে নাকি মধ্যকুল সনে ॥	ঘটক করিছে ইহা ডাকৈরে একাশ ॥
কিন্তু বংশভেদে বহু উচলী সন্তান ।	রাজপাসা গ্রামে ছিল রাম সিংহাসন ।
কুলগণ সাধ্যের মেলে লভিয়াছে স্থান ॥	উজ্জল কার্ণকুণ্ডল কর্ণের ভূষণ ॥
কর্ণ দোষে উচলী সম্বন্ধেতে নূন ।	কন্যা দানে সপ্তসংখ্য গ্রাম সমর্পিল ।
মানির সন্তান হৈসে আছে কিবা গুণ ॥	অশ্বমেধ যজ্ঞে দেন করতক হৈল ॥
উচলী সমাজ পতি পুরু প্রতিষ্ঠিত ।	রাম বংশে খ্যাতদুই চৌধুরী মজুমদার ।
বহুলোক মধ্যে ছিল অতি সম্মানিত ॥	ধন কুল বিদ্যা বশ চির সুবিস্তার ॥
ডমন দ্বিতীয় পুত্র মহামানী হয় ।	জলদা বরণে যথা কুমদ বান্ধব ।
ভাণ্ডাঙ্গুণে হৈল তার দুইটা তনয় ॥	নিশ্চিন্ত হইল তথা রামকুলোদ্ভব ॥
ডমনের তুঘু নাম রাঢ়ে প্রকাশিত ।	কুলীন কুল কেশরী ছিল রামবর ।
বস্ত্রেতে ডমন নাম সর্বত্র বিদিত ॥	আজিও রবির করে সাধু খ্যাতি ধর ॥
রবিসেন কবিসেন ডমন তনয় ।	রামে মার্কণ্ডেয় কুল বাজুদেশে গেলা ।
চন্দনী মহালে রবির রাজ্য লাভ হয় ॥	সম্বন্ধ দোষেতে সাধো নিন্দিত হইল ॥
মহারাজ রবিসেন মহামণ্ডল খ্যাতি ।	প্রভাকর পুত্র বঙ্গ কৃষ্ণ গুণা কর ।
চন্দনী মহালে তার অত্যন্ত সুখ্যাতি ॥	সম্বন্ধ দোষতঃ বঙ্গ সাধ্য ভাব ধর ॥
রবিসেন মহারাজ চন্দনী মহালে ।	কৃষ্ণসেন বংশধর মধ্য ভাবাশ্রিত ।
প্রভাকর সম প্রভ জলে যার কুলে ॥	কোথায় লুকাল কৃষ্ণ নাহিক নিশ্চিত ।
কুল শ্রেষ্ঠ বিকর্তন সেনহাটিতে ঘর ।	গুণাকর স্ততকবি বনভ কংসারি ।
রবির খুল্লভাত্ত তিন প্রাশংসা বিস্তর ॥	ঋষিকেশ গুণাবত তত্ত্ব তাহারি ॥
রাম লক্ষণ কন্দর্প শক্রস্বকৃতি ।	ঋষীকেশ হতে জাত শ্রীহবি চরণ ।
বিনায়ক ভরতাদিত্য বঙ্গদেশে স্থিতি ॥	শ্রীমাবগত বাণী কাণ্ড সুনন্দন ॥

প্রথম কবি ভারতী কবি ভিষ্ণু অপর ।
 তৃতীয় শ্রীবালীকান্ত সুকবিশেষ্বর ।
 কন্যা এক বৃহস্পতি করিণা গ্রহণ ।
 অরবিন্দ কুল শ্রেষ্ঠ সংকুল ভুবণ ॥
 বৃহস্পতি হৈতে কবি কুল উজলিল ।
 সিদ্ধু ইরাবতী স্রোত একীকৃত হৈল ॥
 ঋষীকেশ কুল সর্ব সঙ্গুণ অশেষ ।
 রাম সেন ছরদুট আগত বিদেশ ।
 শ্রীবিক্রমে সর্ব ঋষীকেশ কুলধর ।
 অতি প্রতিষ্ঠিত কেহ কেহ ভাবান্তর ॥
 কুলজ সাধোর শ্রেষ্ঠ খ্যাত অষ্টকুল ।
 বাকিলা ঘটক শ্রেষ্ঠ দৃষ্টে মেন মূল ॥
 বিক্রমের অষ্টঘর মুখ্যশ্রোত্রী প্রায় ।
 কলীন আশ্রয় যথা কুল রক্ষা পায় ।
 শ্রোত্রী সঙ্গে ব্রাহ্মণের চারিমেল স্থিতি
 গণিত ব্রাহ্মণ কুলে সমাজ বসতি ॥
 বৈদ্যের কলীন তথা শ্রোত্রীয় সহিত ।
 চির বাসে সদা মুখ্য সমাজে গণিত ॥
 অষ্ট ঘরে শ্রেষ্ঠ কুল রাম কাল ক্রমে ।
 রাজপাসা মুখ্যস্থান বিদিত বিক্রমে ॥
 আইকাধল নাম গ্রামে এক শাখা বায় ।
 নদী আক্রমণে বাস নীত বাসিরায় ॥
 কোটা পাড়া গ্রামে নাকি অন্য শাখাধরে ।
 মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ আছে গ্রামান্তরে
 বল্লভদি ঞ্চালিয়া বেড়াইয়া পাচচর ।
 সামিলে ফরিদপুরে আছে কতঘর ॥
 বিক্রমপুর হৈতে নাকি ঘেরে হল প্রতি ।
 রামদিয়া নামে গ্রামে অপর বসতি ॥

পাচর ভরতাদি সঙ্গে সদা বাস ।
 যেখানে ভরত নাকি নুনেতে প্রকাশ ॥
 ভাঙ্গিতে গৈলাদি গ্রামে আছে কয় ঘর ।
 বিনার্ক আদি নাকি তথা শ্রেষ্ঠের ॥
 উবাপতি গঙ্গাধর লক্ষণ সন্ততি ।
 আদ্য কুল শ্রেষ্ঠ পর কুলধম স্থিতি ॥
 কংশারি ও শশিধর উবাপতি হতে ।
 শশিধর মহোজ্জল ভাবগৃহ মতে ॥
 অতি অনুচিত ক্রিয়া কংশারিকেপায় ।
 স্বদেশ ছাড়িয়া পরে লাখরিয়া যায় ॥
 শত্রুঘ্নেতে বিশ্বনাথ কুলত্রষ্ট হল ।
 ক্রিয়ামোগে বিদেশেতে নিবাস লভিল ॥
 হিমাশু নির্মল কুল ভগীরত ছিল ।
 রত্নন্দনের বংশ নুনত্ব পাইল ॥
 বিনায়ক বংশ হৈল বাঠ ধ দোষিত ।
 কুল হীন হয়ে হল সাধ্য ভাবান্ত্রিত ॥
 হইল মলিন কুল ভরত সঙ্গ ।
 বাজুদেশে ভরতের নিবাসি হয় ॥
 কিন্তু পাণ্ডী দৃষ্টে সদা ভাব পরিচয় ।
 সর্বস্থানে সমভাবে সদা নাহি রয় ॥
 লক্ষণ আদিত্য আর কন্দর্প মহান ।
 শত্রুঘ্নের ক্রিয়া জন্ত মধ্য কুল স্থান ॥
 বিনায়ক ভরত হয় কুল হীন দোষী ।
 তজ্জন্ত তাহারা কিন্তু নানাদেশ বাসী ॥
 তাহাদের বংশধর কেহ মশেহিরে ।
 পাণ্ডী থাকা দৃষ্ট হইল কলীনবলিতারে ॥
 আদিত্যেতে গোপীনাথ কুল মহোজ্জল
 রত্নন্দনের কুল সাধে অমুজ্জল ॥

গোবিন্দের কুল গেল মাসী বিয়া করি ।
 পঞ্জি অতুসারে নাহি বুঝি ধনভরি ॥
 বিনায়কে রতিনাথ
 নাগাদিতে অধঃপাত ।
 কামাত্ত কাপটি নোব,
 সাধাত্ত ভাব শলু কর্ম দোষ ॥
 পিতৃ মন্থা জন্ম কল শীল তাজ্যা ।
 তথাপি সমংশ গুণাত্ত পুজ্যা ।
 কবিসেন বংশ ধন সপ্ত জন হয় ॥
 তন্মধ্যে কেহ কেহ সাম্য ভাবে রয় ॥
 মধাকুল বলি কেহ আছে পবিত্রিত ।
 কবির সম্মান কিন্তু পশশা রহিত ॥
 কবি শূলপানি বংশ কষ্ট ভানান্ত্রিত ।
 কোথার সে শূলপানি নাটিক নিশ্চিত ॥
 পূর্বজন্ম কৃত পাপ করিয়া বিচার ।
 অসন্মানে মুরারি না গিথে কষ্টহার ॥
 অতীব সম্মান বংশ নির্দোষ আচার ।
 বিক্রমপুরে দেপি তার বিশেষ বিস্তার ।
 কাচাদিয়ার লোষ বলি খ্যাত পরিচয় ।
 শঙ্করের অশ্ব পাটী ছিল ডাকে কয় ॥
 কাচাদিয়া নদী সর্ভে হয় পরিণত ।
 কামারখাড়া স্বাক্ষীভাবেকসত্তি নিরত ॥
 কাচাদিয়া গ্রামে ছিল বাবুর বাহার ।
 বাবু পল্লিচক্ষে খ্যাত রোষের বিস্তার ॥
 বহু ক্রিয়াক্ষিত এই রোষ কুল হ্রস্ব ।
 ধর্মাকর উচ্চাঙ্গি স্থান করিল ॥
 বিদ্যাকর কুরঙ্গি রোষের সম্মান ।
 সিন্ধের সম্মান নহে সাধ্যের প্রধান ॥

কাচাদিয়া গ্রামবাসী রোষবংশ ধর ।
 গোপাল বিশ্বাস ছিল বহু গুণধর ॥
 হইয় উৎপাত গ্রস্ত চৌধুরীর হাতে ।
 অভিযোগ অন্য গেলা নবাবসাক্ষাতে ।
 বালকে অশেষ গুণ করি দরশন ।
 নবাব হৃদয়ে হল স্নেহ আকর্ষণ ॥
 কিছুদিন রাখি তারে নিজ ঘরবারে ।
 বন্দোবস্তদীলা নাকি সমগ্রবিক্রমপুরে ॥
 শুনিয়া চৌধুরী করি রাজদরবার ।
 বাবুজানি জমিদারি রাখে আপনার ॥
 চারি আনি জমিদারি গোপালপাইলা ।
 বাবুধ্যতি ধর তার বংশধর হৈলা ॥
 বহুগুণ বহু লোক জন্মে ঐকুলে ।
 দেখিলান করজন অবশেষ কালে ॥
 মুন্সী শ্রীচর্গাচরণ জয়ন্তরি তারিণী ।
 গোলোকরাধানাথ গুণেরোষ কুলগুণী ॥
 কার্ণ বংশ ধরকরে রোষবংশ জ্যোতি ।
 কার্ণের সংস্পর্শে হয় রোষ কুলোন্নতি ॥
 ব্রাহ্মণ সমাজ ছিল রোষের আশ্রিত ।
 বিপ্রকুল ঘটকেরা রোষাত্ত গৃহিত ॥
 ব্রাহ্মণ ঘটকগণ বাতিল ব্রাহ্মণ ।
 অপর জাতির অর্থ না করে গ্রহণ ॥
 ইহাই নিয়ম বটে সর্বত্র বিদিত ।
 রোষের অর্পের মায়া না করে বর্জিত ॥
 ব্রাহ্মণ সমাজ পতি রোষ বংশধর ।
 রোষের সম্মানে করে ব্রাহ্মণে আদর ॥
 তারিণী প্রাসাদ সেন রোষবংশ ধর ।
 ভুলুয়াব নায়েবিতে খ্যাত নামধর ॥

নোয়াখালী কুমিল্লাতেছিলেনদেওরান ।
 কৃতী শ্রেষ্ঠ অীগোলোকে বিশেষ সম্মান ॥
 তারিণী গোলোক দুই অভেদ অন্তর
 সর্বকাৰ্য্য ব্যক্তি মতে করে নিয়ন্তর ॥
 গোলোক দরিদ্র ছিল ভূস্বামী হইলা
 নিম্ন গুণে আত্মকুল উজ্জল করিলা ॥
 ব্রাহ্মদি পঞ্চাশি তুলা ধর্মকাৰ্য্য কত ।
 গোলোক করিলা বহু শাস্ত্র সুসংগত ॥
 বরিশাল জিলা মধ্যে চির নিজা হয় ।
 তারিণীপ্রসাদ সেন কালীধামে লয় ॥
 বিজয়পুর পাচর পনাবালিয়াতে ।
 রোষের বসতি স্থান পূর্ব লিপি মতে ॥
 পাচর বাবু বংশ জিয়াস্বিত অতি ।
 স্থান ক্রিয়া দৃষ্টেসদা লক্ষকুল খ্যাতি ॥
 রোষে চৌধুরী বংশ পনাবালিয়ায় ।
 পুরিলা আপন গ্রাম কুলীন সংখ্যায় ॥
 পনাবালিয়ায় রোষ বহু ক্রিয়াবান ।
 কুলীন আশ্রয় সদা বিশেষ সম্মান ॥
 সরকার লক্ষর ভূঞা সেন মজুমদার
 সোণারক নিবসতি সর্বত্র শচাচার ॥
 রোষ বংশে বিদ্যাবর সোণারক বাস ।
 সর্বদা কুলীন সঙ্গে কুল কাৰ্য্যে আশ ॥
 সমাকান্ত শ্রীহরিকে বটক ডাকৈরে ।
 রোষ মধ্যে পরাগরি ক্রিয়া দোষেধরে ॥
 কিছু বহু ক্রিয়া গুণে পাইতে সম্ভাব ।
 সদা ব্রতী লাভ জন্ত জাতি পূর্ব ভাব ॥
 শুনিয়াছি হৃদয়সেন সিদ্ধি লাভ করে ।
 সিদ্ধি পরিচয় তার কুলসোত ধরে ॥

কুল সুকুমার কত করি আহরণ ।
 কুলের উদ্যানে বহু করিলা স্থাপন ॥
 সোণারক সুবর্জিত স্বত সিদ্ধকুল ।
 বিজয়পুরে কোথাও না দেখি সমকুল ॥
 ছয়গ্রাম রত্নকুল যে কুলে আশ্রয় ।
 ধন্য ধন্য কুল কীর্তি রোষ মহাশয় ॥
 কুলশ্রী সতত কুল লক্ষীর কুপায় ।
 বিনয়ে প্রণত হও কুলদার পায় ॥
 কখন না আসে বেন আশ্রয় অহঙ্কার ।
 চক্ষু স্মরণে গুণ হয় আপনি প্রচার ॥
 কলাচার্য্যগণ যাচে জননীর পায় ।
 বৈদ্যশ্রী বর্দ্ধন সদা জননী কুপায় ॥
 হিন্দুর চতুর্গুণ্ড বলাভক্ত জননী ।
 ভাগ্য দোষে তার কুল হইয়াছে হানি ॥
 দুই দোষে বলভক্তের দুইপারে ঘর ।
 সমাজ বাহির আর সহকৃতংপর ॥
 বলভক্তের দুই পুত্র দুইগর্ভ ধর ।
 অনিরুদ্ধ পূর্ণদেশে গোবিন্দ উত্তর ॥
 বলভক্ত বংশধর শ্রীরাজনগর ।
 জনমিলা সর্ববৈদ্য কুলের ডাক্তর ॥
 বলভক্তে মজুমদার শ্রীকৃষ্ণ জীবন ।
 শ্রীরাজবল্লভ হেন লতিলা নন্দম ॥
 গর্ভবতী কৃষ্ণভাৰ্যা একলা নিজায় ।
 শুভকুণে স্বরণনে বিধাতা কুপায় ॥
 দেখিলেন ধীরে আসি পূর্ণ শশধর ।
 সুবিমল অংক জালে উজলে উত্তর ॥
 শ্রী স্বভাবে সখীগণে প্রকাশ করিলা ।
 কালে মহারাণ রাজবল্লভ জন্মিলা ॥

কতকীর্তি কত বসন্ত কৈলা মহারাণ ।
 উপবীত হুত কৈলা পতিত সমাণ ॥
 কন্যা দানে ধর্ম্মানন্দ স্থাপন করিলা ।
 ভূমিদাসে আশ্রয় বাস সন্নিধি রাখিলা ॥
 অযোগ্য ভ্রাতৃক তাঁর রায় মৃত্যুঞ্জয় ।
 চির কীর্তি সংস্থাপনে মৃত্যু করে জয় ॥
 মহযোগে সমাজাধি পতিত পাইলা ।
 লক্ষাধিক মূল্যে হেন সম্পদ কিনিলা ॥
 অপসা দ্বিতীয় বৈদ্য কুল সুপ্রসাদ ।
 কুলশিরোমণি কণ্ঠে লালারামপ্রসাদ ॥
 শত শত কুল ক্রিয়াধিত দুই ঘর ।
 না হসে কুলীন মান্য কুলীন উপর ॥
 যশোহরে দীপ্ত কুল প্রতি ঘরে ঘরে ।
 উল্লিখিত দুই কুল দৌহিত্র সদা ধরে ॥
 সর্বোচ্চ কুলীন কুল পংক্তি বধা হর
 বহু মানে দুই ঘর সংগৃহীত হয় ॥
 দেখে সব বৈদ্যাগণ কুল কার্য ফল ।
 এতমান যে কার্যের তাহা কি বিফল ॥
 বলভক্তে মজুমদার আর দুই ঘর ।
 আদি হতে আশ্রয় কুলে খ্যাত নামধর ॥
 বলভক্তে কেহ বা মণিন কুলে রয় ।
 কুলজ সাধ্যেতে কেহ মহোজ্জ্বল হয় ॥
 ইটনা বাণীবহ কেহ কেহ রাজনগরে ।
 অপসা মানারিয়া অধুনা গ্রামান্তরে ॥
 পালক ও মণ্ডরা আর দেওভোগু নগর
 বংশভেদে গ্রামান্তরে দেশি ভাবান্তর ॥
 ভাটী দেশে আছে ন্যাক বলভক্ত বাস ।
 পাটী ক্রিয়া দুই সদা ভাবে প্রকাশ ॥

বাজুতে রয়েছে নাকি দুই এক ঘর ।
 চিহ্নিত নিবাস নাহি গুনি স্থানান্তর ॥
 কুল শ্রেষ্ঠ বিকর্তন খুঁড়িতে স্থান ।
 রবিসেন-খুল্যভাক্ত বিশেষ সম্মান ॥
 বিকর্তনে জনার্দন শীতাংশুনির্মল ।
 বিদ্যা ধরে রামানন্দ খ্যাত মহোজ্জ্বল ॥
 জনার্দন বংশীধরের সেনহাটা স্থান ।
 জনার্দন রামানন্দ সমতুল্য মান ॥
 বিদ্যাধর জাত বৈদ্য বলভক্ত সন্তান ।
 বাণীবহগ্রামে নাকি কারো বাসস্থান ॥
 বিক্রমে ভাটীতে গৈলা আছে কতঘর
 বাজুস্থান নালিগ্রামে বসতি অপর ।
 বৈদ্যবলভের মণি সেনরাজকুমার ।
 গণিতে অতুলনামা খ্যাত প্রেক্ষার ॥
 যতনে রতন কঠোর বিনাইলা ।
 নবীন কুলজ কুল গুরুস্থানে হৈলা ॥
 বিক্রমে সাওগাগ্রামে স্বমূল সংহতি ।
 বিকর্তন গৌরীনাথ করে ছিল স্থিতি ॥
 জাতি মিত্র নামে গ্রহ করিলা রচন ।
 চিরকীর্তি ধরগৌরী সুকবিরঞ্জন ॥
 দুর্ভাগ্য বিক্রমে হেন কুল না রহিল ।
 দুর্দৃষ্ট গৌরীনাথ বংশ হীন হৈল ॥
 বিক্রমে মণ্ডরাগ্রামে অন্য বিকর্তন ।
 সরকার বুকন বংশ করিলা স্থাপন ॥
 বাজুগেল বিকর্তন বংশ ত্রিণোচন ।
 ভাবনির্গয়েতে হল বংশজ গণন ॥
 মানি যুক্ত মণানন্দ কুল সেই কলে ।
 হারাইলা কুল মান মিসিয়ে অকলে ॥

ত্রিশোচন আছে কিনা কুলে কোনখানে ।
 সুনিশ্চিত হইবেক পাণ্ডী দরশনে ॥
 সেনহাটী পরগণায় কালিয়াকলীয়াণি ।
 মামুদপুর ইটনাতে বাস বিকর্ষণ শুনি ॥
 খান্দারপাড়া বাণীবহ জিলা ফরিদপুরে
 সিদ্ধিকাটীপনাবাইলা গৈলাদিগ্রামান্তরে
 সূর্যাপুরগ্রামে নাকি আছে এক ঘর ।
 চিহ্নিত বসতি নাহি শুনি স্থানান্তর ॥

শক্তি গোত্র সেনবৈদ্য ।

শক্তি গোত্রোত্তর শক্তিধর উদয়ন ।
 শক্তিধর দুই পুত্র গুণে সুশোভন ॥
 পুণ্ডরীক দণ্ডপানি দুই সহোদর ।
 দণ্ডপানি পিতৃ শাপে সাধ্য ভাবধর ॥
 পুণ্ডরীকসেন পুত্র দুহিসেন হয় ।
 ধরকন্যা বিবাহেতে কুল হৈল ক্ষয় ॥
 দুহির তনয় হল সর্ব গণাধিতা
 রাঢ়দেশ কাশীসেন করে অলঙ্কৃত ॥
 বজ্রতে কুশলীসেন অতি গুণধর ।
 কুল প্রাপ্ত হয় পরে তার বংশধর ॥
 গগসেন তেনাইতে হিঙ্গুপদগ্রাম ।
 মাধবসেনের হল পাচধুপীতে স্থান ॥
 কুশলীর তিনপুত্র কুলীন প্রধান ।
 ক্রিয়াদোষে কেহ কেহ হয় মানমান ।
 পুণ্যবস্ত্রগগসেন প্রাশংসা বিস্তর ।
 কনিষ্ঠ শ্রীহার বংশ অগ্রজ শ্রীধর ॥

হীন প্রজ গগসেন তেনাইতে ঘর ।
 কুল কাণ্ডে মতিতার ছিল নিরন্তর ॥
 শ্রীধরের পঞ্চ পুত্র সর্ব লোকে জাত ।
 মহানন্দ বুকনের প্রাশংসা নিরন্ত ॥
 সারঙ্গাধু ঘনজয় এই তিন জন ।
 পূর্বাঙ্গের দেশে তার করিছে গমন ॥
 সুপণ্ডিত মহানন্দ পঞ্চপুত্র তার ।
 রঘুপতি শ্রীপতির বংশের বিস্তর ॥
 উষাপতি নরপতি পূর্বাঙ্গের গাত ।
 নৌসেনের মাত্র কন্যা সর্বত্র বিদিত
 রঘুপতি বংশধর চারিজন হয় ।
 জনার্দন নিত্যানন্দ ক্রমে পরিচর ।
 ভাকর তৃতীয় পুত্র শেখ লকী পতি ।
 শিষ্ট শাক্ত লকীপতি ধর্ম কর্তে মতি ॥
 লকীপতি বংশধর ত্রিশোচন হয় ।
 ত্রিশোচন বংশধর মাধব নিশ্চয় ॥
 মাধবের দুইপুত্র বাসুদেব জ্যেষ্ঠ ।
 সূচরিত্র রূপবন্ত জয়ন্ত কনিষ্ঠ ॥
 বাসুদেব বংশধর এসিদ্ধ ভুবন ।
 গোপীনাথ কাশীনাথ এই দুই জন ।
 তাহাদের বংশধর বাস বিক্রমপুরে ।
 সৎকুল বলিয়া সর্ব লোকে মান্য করে
 গোপীনাথের এক পুত্র বিশ্বনাথ হয় ।
 বিশ্বনাথের দুই পুত্র কুল গুহে কর ॥
 রামনাথ রামভদ্র সহোদরদ্বয় ।
 তাহাদের বংশধর বিক্রমপুরে রয় ॥
 রোহরঘুনাথ বিশ্বনাথে কন্যা দিলা
 ভূমিদানে হাতার ভোগ গ্রামেতে স্থাপিলা ॥

ভেনাই অকলাগত নাকি এই দেশে ।
 সে হইতে গৌরবান বিক্রমপুর বাসে ॥
 ভরাটের পাটপাড়া গণের সম্ভতি ।
 নদী আত্মমণে হৈল নিবাস সম্ভতি ॥
 বিখ্যাত বিরচিলা সাহিত্য দর্শন ।
 এবাদ সে গ্রন্থকার বিখ্যাত হন ॥
 বহু জগতিত এই বংশে জন্মে ছিল ।
 বাহাদুর হস্তে বংশ ধাতি মানহৈল ॥
 শ্রীপতির এক পুত্র সর্বাঙ্গসেন নাম ।
 সর্বাঙ্গের দুইপুত্র অতি গুণ ধার ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র সনাতন কনিষ্ঠ মাধব ।
 মাধবের দুইপুত্র শিখার গৌরব ॥
 দেবকী নন্দন আর বাহন নন্দন ।
 দেবধিজে ভক্তি ইচ্ছা সদা আকিঞ্চন ॥
 দেবকী নন্দন পুত্র একগুণ ধর ।
 গোপীবরত নাথেতে রাখসা বিস্তর ॥
 তারপুত্র গণেশ মহাজ্ঞানবান ।
 তার তিনপুত্র পার অত্যন্ত সম্মান ।
 জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র কঠোরগণ্যতি ॥
 মাধব রঘুনাথ বাহেরকে স্থিতি ॥
 টকীবাড়ী শক্তি কুল রঘুরে আনিলা ।
 পরে সম্মান তাহে জানিতে পাইলা ॥
 বাহেরক সত্যবন্ত শক্তি দেওয়ান ।
 প্রভু হৈতে তিকা মাসি দিলা কন্যাদান ॥
 অর্থনাথ ভূমিলাভ করে হৈল ভাবি ।
 ব্রোণেকের বেড় হয় এক ২ বাড়ী ॥
 আহা রে ভূমির স্বর্গ আসে জানিতার ।
 তবে কি ভূমিও লক্ষ লুপ্ত হৈত নার ॥

গ্রাম উপযোগী কিছু ভূমি ধার আছে
 দাসত্ব স্বাক্ষর হীন কে তাহার কাছে
 কৃতী বহু বাহেরকগণ বংশে ছিল ।
 ক্রিয়া গুণে কেহ বহু সম্মান লাভিল ॥
 বাহেরক বাসীগণ সংকুল সম্মানী ।
 স্বতন স্বাধীন যানে পরবিত্ত জানি ॥
 নাহি দেখি এরণের সুবহু বিস্তার ।
 চির বাজা কুলোন্নতি পদে কুলদার ॥
 বিক্রমপুরে রঘুনাথ বাহেরক স্থান ।
 কনিষ্ঠ পুত্রের কিস্ত রাখনাথ নাম ॥
 গণের কনিষ্ঠ পুত্র হরিবংশ নাম ।
 বিদ্যানন্দ গুণবন্ত সদা পুণ্য কার ॥
 অলঙ্কার হারমেন দুই পুত্র তার ।
 সর্বদা থাকেন তারাজ্ঞায়েতে বার ॥
 অলঙ্কার বংশধর দুই মহোদর ।
 জ্যেষ্ঠ বলিষ্টসেন কনিষ্ঠ গদাধর ॥
 গদাধর বংশধর চারিটা তনয় ।
 দ্বিতীয় মুরারী বনমাণী জেষ্ঠ হয় ॥
 তৃতীয় গজাধর চতুর্থ নারায়ণ ॥
 এই চারি পুত্র হয় কুলের শোভন ॥
 নারায়ণ বংশ ধর দুই মহাজন ।
 রামসেন পদ্মনাভ অতি মূলধন ॥
 রামসেন বংশধর দুইটা তনয় ।
 অগ্রজ অনন্তসেন কনিষ্ঠ নিরঞ্জন ॥
 অনন্তসেনের পুত্র তিন সদাধর ।
 অগ্রজ জয়রাম বহু গুণাধর ॥
 কনিষ্ঠ পরমানন্দ শ্রীষ্ট আত্মমতি ।
 দদয়ানন্দের হয় একটা সম্ভতি ॥

গঙ্গাধর শুগার্ব তাহার জনম ॥
 গঙ্গাধর বংশধর তিন মহাপর ।
 কনিষ্ঠ রামভদ্র বৈদ্য ব্রহ্ম পণ্ডিত ॥
 তার শকপুত্র হর সঙ্গত বিদিত ।
 শিবচন্দ্র মহাদেব রঘুনাথ রাজ ॥
 কৃষ্ণদেব রত্নেশ্বর বিদ্যারত্ন গণ্য ।
 মহাদেব বংশধর রাজারাম হর ॥
 রাজারাম বংশধর হুই মহাপর ।
 অগ্রজ নকুল জাতা কনিষ্ঠ গকুল ॥
 বিক্রমপুরে সে গকুল জাত নধ্য কুল ।
 গকুলের তিন পুত্র হর প্রতিষ্ঠিত ॥
 দ্বিতীয় কালীশঙ্কর শেবে বৃন্দল্যাত ।
 বনভদ্র পুরাতন হাবেলীতে আনে ॥
 সে হইতে এই কুল আছে বখামানে ।
 বৃন্দলের বংশধর ন্যাপাড়া ত্তিতি ॥
 কালীশঙ্করের পুত্র লক্ষীচন্দ্র কৃতী ।
 লক্ষীচন্দ্র বংশধর কোরর পুরেস্থান ॥
 স্থান জিন্নাঅজহারে পরি'চত মান ।
 লক্ষীচন্দ্র পুত্র সীতারতনু নাম ।
 তার পুত্র অন্নদার ওকালতি কাম ॥
 ইই নামে সতি তার ধর্ম্মে অজরাগ ।
 অজুরিত হুইরাছে বিবর বিরাগ ॥
 অন্নদার সপ্ত পুত্র জ্যেষ্ঠ কৃতী অতি ।
 সীকালী প্রসন্ন নাম বৃন্দলীতে স্থিতি ॥
 শিভা পুত্র হুই অন শিষ্ট শাস্ত বটে ।
 উর্ধ্বকুল দিকে দুটি নাহি ভাগোদটে ।
 কুপান সমাজ বহি নাহি আসে ঘরে ।
 কি ভাবে হুইত কুল বুঝি কি একারে

রত্নেশ্বর বিদ্যারত্ন অত্যন্ত বিদ্যান ।
 বনশ্যাম কঠোরগণ তাহার মন্তান ॥
 তার চুই বংশধর প্রাণকৃষ্ণ কনিষ্ঠ ।
 তার বংশধর মধ্যে হরিশ্চন্দ্র জ্যেষ্ঠ ॥
 তার পুত্র কৃষ্ণকুমার তলশিত বাণী ।
 ত্রেজরীর অধ্যাপকপ্রধান কেরানী ॥
 নোরাখালী ত্রেজরিতে বাজাকি প্রধান
 সেই কার্যে কঠা তিনি অত্যন্ত সন্মান
 সোণাবল বাসস্থান বহু লোক জাত ।
 সেন হাটিতে কুল কার্যে মন অভিমত
 গোণারঙ্গমংকারোবপ্রাণকৃষ্ণে আনে
 যোগ্য পুত্র হরিশ্চন্দ্র জানী বহু জানে ॥
 পারদ্য ভাবার ছিল অশেষ পণ্ডিত ।
 বহু প্রাচীনের শুরু অতি সম্মানিত ॥
 বিমল চরিত্র খ্যাতি হরিশ্চন্দ্রে ছিল ।
 সুযোগ্য অজ্ঞগণ বংশ হীন হৈল ॥
 তেনাই হইতে নাকি সেনহাটী আসে
 আপেক্ষিক মানী, যণ সেনহাটী বাসে ॥
 যশোহরাকলে সব নধ্য কুল কর ।
 উদ্বাপতি শক্ররাহি সঙ্গে পরিচর ॥
 অন্নকাল বিক্রমপুরে হল আগমন ।
 হিন্দু উদ্বাপতি বেঙ বিক্রমে রুডম ॥
 যশোহরে উদ্বাপতি নধ্য কুল হরণী
 সেনহাটিগণ সঙ্গে জাত পরিচর ॥
 ক্রিয়া, বেল দুটি ক্রমে কুলের কুলনা ।
 আশু গরো শুভ্র নহে কুলের ধারণা ॥
 পরমানন্দেতে কেহ হইল প্রভ হর ।
 বিবস প্রদীপ লেখে ভায়েক নির্ভরা

সম্প্রতিক সেনাপুরে কেহ ক্রিয়াকরে ।
 হইল আবাদ গ্রীষ্ম সমাধাভ্যাস্তরে ॥
 তেনাই তেজস্বীগণ সেনহাটী স্থান ।
 খালিরা মন্তকাপুরে কাহারো গ্রন্থান ॥
 ক লিখা হইয়া পদে অশ্লীল অশ্লীল
 পক্ষর দি হৈতে নাকি নান ভাব পাশ ।
 নবগৌণ বসু দেশে আছে গণ বাস ।
 সেনহাটী হৈতে নাকি নান প্রকাশ ॥
 ভাটীতে কুলশ্রী গৈলা মলভিরা আর ।
 গণ করিবংশ বাস বৃদ্ধতঃ প্রচার ॥
 বেদার উচলী সঙ্গে জ্ঞাত পরিচর ।
 বৈদ্য বলভাদি হৈতে নান ভাবেবর ॥
 হুয়াপুর সেনহাটী গণ কেই যায় ।
 ভূবামীগণের বংশ খ্যাত নোয়াগায় ।
 বরেজুতে গণবংশ কেহ কেহ যায় ।
 যে দেশে যে গেল সেই দেশে কুল পায়
 বৃদ্ধ বংশে স্মারি বিক্রমপুর আসিলা ।
 রামনাথ হরিনাথ দুই পুত্র জনমিলা ॥
 রামনাথের বংশে হইল মাধব বিশ্বাস ।
 সাতপাও ছারিরা কল্যা কল্যাণে বাস
 জাজহার বুরি দোবে বৃদ্ধ কুলাখ্যতি ।
 বিক্রমে আনিল করে হোঁহা পূর্ক স্থিতি ।
 বৃদ্ধের কুল ভাতে হৈল অষ্ট বর ।
 বিক্রমপুর ভিত্তহানে মান্য লঘুতর ॥
 চামালদ্বি মজুমদারে ব্যাঘ্রে ভরুকরে ।
 কুনি অর্ধ বলে বলী বিবিধ প্রকারে ॥
 হুঙ্গল মবল বধা দেখিতে ভীষকায় ।
 কুড়ী বহু-গণ তথা-গুণ সতিমায় ॥

রাজবতি সুপ্রকাশ ছিল মজুমদারে ।
 ভ্যক্তি অহঙ্কার সদা পূর্ণ বরদারে ॥
 কি দেখিলু কি হইল ছুঁচারি দিনে ।
 কতু না চলিও আর এত বেগজনে ॥
 লিখিত লিখিত মিথ্য অস্তুর ।
 মান্য মেল মজুমদার ক্রিয়ান্বিত বর ॥
 কুলজ সাধ্যের মধ্যে সদা প্রতিষ্ঠিত ।
 কুলশ্রী বিশিষ্ট কুল সদা সম্মানিত ॥
 বানারী প্রায়েতে বহু বৃদ্ধ বংশধর ।
 ধনে জনে কুলকার্যে প্রশংসা বিস্তর ॥
 বিদগম্য লিমলিয়া আদি নানাপ্রায়ে ।
 আউটসাহী বালিগাও পেলাকাল ক্রমে
 মগুরা কার্তিকপুর আর পাচচর ।
 বলভাদি বাজুতে আর বেল কর বর ।
 কুলশ্রী দ্বিতীয় পুত্র হিঙ্গুমহাভাত ।
 তার দুই পুত্র হৈল পরপ্রায়ে স্থিতি ॥
 জেষ্ঠ পুত্র কহনেন দেশান্তর গত ।
 কনিষ্ঠ অনন্তসেন কুলীন বলি খ্যাত ॥
 অনন্তের চারি পুত্র নাকি অতিশয় ।
 নিধিপত্যাদিতা বিকু উদ্যোগিত হয় ॥
 নিধিপতির এক পুত্র ব্যাস মহাশয় ।
 ব্যাসসেন দুই পুত্র সর্গগুণালয় ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র রামসেন কনিষ্ঠ পীতাম্বর ।
 রামসেন চারি পুত্র অতি গুণধর ॥
 শর্মাশ্রম জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ ।
 প্রভাকর তৃত্যয়েতে কহিছে আনন্দ ॥
 চতুর্ভূজ চতুর্থত রামের তনয় ।
 শর্মাশ্রম চারি পুত্র সর্গগুণালয় ॥

শিবানন্দ কবিবল্লভ প্রথম তনয় ।
 বাধন মঙ্গলানন্দ ক্রমাবধে হয় ।
 বিদ্যানন্দ স্পৃহিত চতুর্থ সন্তান ।
 ধর্ম্মানন্দ বংশে কেহ কিঞ্চিৎমান মানি ।
 তৃতীয় মঙ্গলানন্দ ধর্ম্মানন্দ পুত্র ।
 চন্দ্রচূড় তার পুত্র বিনয় চরিত ।
 তার পুত্র হরিসেন হরি পুত্র রাঘব ।
 রঘুনন্দনজ্ঞান বলি রঘুসেছে গৌরব ॥
 রাঘবেন্দ্র দুই পুত্র রামকান্ত জ্যেষ্ঠ ।
 অচ্যুত রামদেব দ্বিতীয় কনিষ্ঠ ।
 রামকান্তের তিন পুত্র রামচন্দ্র বর ।
 রমাকান্ত রামারাম ক্রমাবধে বর ।
 রমাকান্তের তিন পুত্র রূপরাম জ্যেষ্ঠ ।
 দ্বিতীয়ে শ্যামরাম কৃত্যরাম কনিষ্ঠ ॥
 সম্রাট নিমের বংশ এবংশ আজিলা ।
 অশিষ্ট কুলের খ্যাতি একুল লভিলা ॥
 নিজ বলবলে স্থান কালে হয়েছিল ।
 আত্মীয় বিচ্ছেদে পুন বিচ্ছেদ হইল ॥
 কুটুম্ব আশ্রয়ে হল নানা স্থানে বাস ।
 এখনো বংশের বল নহে সুপ্রকাশ ॥
 কেহরাগে কোণেকেহ বিজ্ঞাতি প্রদ্বার ।
 ত্যজি মাতৃভূমি হেসে বিদেশেতেবার ।
 কিত কুল মানে কুল বিশেষ পুজিত ।
 ক্রিয়াদৃষ্টি নাহি বেশ হয় বিবর্জিত ॥
 কৃত্যরাম বিক্রমপুরে উচ্চ মানে স্থিতি ।
 হয়পুত্র তার হয় সমস্তেতে কৃতী ।
 সর্ব্বদোষ্ট নীলকণ্ঠ সাদরের ধন ॥
 তার একপুত্র হয় রাজীবলোচন ॥

রাজীবের চারিপুত্র বিক্রমপুরে প্রায়
 দারপা অন্তরালে বহু থাকিচিত ॥
 ডোমসদর প্রাণবানী থাকে ছেনজাকি ।
 অন্তরে উজ্জল ক্রিয়া প্রসন্ন বাধানি ॥
 ক্রিয়াদোষে অগতের কুল স্থানি হয় ।
 কুলীন হলেও সদা আছে ক্রিয়াতর ॥
 গোবিন্দের কুলেকালি মাসী বিরা কবি
 ভবের ভাব দূর করিল ঐ বহুভরি ॥
 আরেভদ্র এতদিনে পরাভব হৈলা ।
 আতিশয় বাজু দেশে পলাশিতেটেরলা
 ভবের সন্তান শাখা আছে বাজুদেশে
 কুল স্থান পরিচরে ওয়ার প্রকাশে ॥
 সবগামগণ হৈতে নাকি নান হয় ।
 স্থানেতেই বংশভাব লক্ষ পরিচর ॥
 প্রবাদতঃ কোন শাখা গেলা স্থানান্তর ।
 বংশোন্নতি কুলোন্নতি লভিলা বিতর ॥
 হিজ বংশে প্রভাকর পরপ্রাণে বর ।
 হিজর সন্তান মধ্যে আছে শ্রেষ্ঠতর ॥
 যশোহর পরপ্রাণে পাশটী সহ বার ।
 সূর্যকান্ত মণি কুলা কুলে জলে তারি ॥
 সফল্য চতুর্ভূজ মতোহোঃগমন ।
 হীন বৈরা ক্রিয়া দোষে কুলের পতন ॥
 চতুর্ভূজ বংশধর নানা স্থানে সত ।
 পরিচর হীন অন্য কুল নহে জাত ॥
 শক্তিপ্রোক্ত চতুর্ভূজ আউটমাছিপ্রাণে
 বংশ ভাব আছে সদা বিদিত বিক্রমে ॥
 ধর্ম্মানন্দ বুঝতাত শীতাম্বর জানী ।
 বিদ্যার যৌরবে তিনি সর্ব্বক্ষেতে মানি

সিদ্ধিলাভি-আকিঞ্চন পীতাম্বর কুলে ।
 সেনানীরা ধাক্কাধাক্কা কেহগেলাকালে
 বিজু সঙ্গে কোরে হৈল কুলের অকাশ ॥
 বিজু সহ কোরে হৈল কুলের অকাশ ॥
 পূর্বে লই টঙ্ককুল লব নাহি ছিল ।
 ভাগ্যপুণে পীতাম্বরে উত্থান হইল ॥
 বিক্রমপুরে রাজনগরে কারো অবস্থান
 সেনারকে রোক সঙ্গে কারোবাসতান
 কালে পীতাম্বর কুল প্রসিদ্ধ হইল ॥
 জিয়াপুণে প্রসিদ্ধেতে প্রাধিকুলভিল ।
 পীতাম্বরের দুই পুত্র কনিষ্ঠ কেশব ।
 কেশবের দুই পুত্র অত্যন্ত গৈষ্ঠব ॥
 কনিষ্ঠ বহু নন্দন জ্যেষ্ঠ পঞ্চানন ।
 পঞ্চাননের দুই পুত্র অতি মহাজন ॥
 ত্রিগতি চন্দ্রশেখর তার বংশধর ।
 ত্রিগতির দুই পুত্র শুক কলেশ্বর ॥
 রামভদ্র কবিরত প্রথম তনয় ।
 কনিষ্ঠ রাঘবসেন জানাধিত হর ॥
 রামভদ্রের দুই পুত্র রাজেশ্বর জ্যেষ্ঠ ।
 রূপনারায়ণ ভ্রাতা জন্মেছে কনিষ্ঠ ॥
 রঘুনাথ কঠহার রাজেশ্বরের পুত্র ।
 শিষ্ট শাক সাম্য মূর্তি আচারেপবিজ্ঞ ॥
 রঘুনাথের ছয় পুত্র বহুলোকে জ্যেষ্ঠ ।
 শুচিরিত্ত জান বান সর্বত্র বিদিত ॥
 রামনাথ রঘুনাথ আর জগন্নাথ ।
 ত্রিভুনাথ গোপীনাথ শেষ দিননাথ ॥
 ভাস্কর্য্য রঘুনাথের ছয় পুত্র হর ।
 তৃতীয় অমরাধের লিখি পরিচর ॥

জগন্নাথের তিনপুত্র বংশধর বলে ।
 প্রাণকৃষ্ণ রাজকৃষ্ণ বংশস্থিতি স্থলে ॥
 প্রাণকৃষ্ণের তিন পুত্র রামদাস জ্যেষ্ঠ ।
 যুগলকিশোর সেন ভাহার কনিষ্ঠ ॥
 তৃতীয় রামকিশোর স্নেহের সন্ততি ।
 তার তিন পুত্র হর সিদ্ধিকাটী স্থিতি ॥
 অগ্রজ তারাপ্রসাদ শ্রেষ্ঠ মহামতি ।
 দ্বিতীয় চণ্ডীপ্রসাদ বিশেষ দুখ্যাতি ॥
 তৃতীয় হরপ্রসাদ শশীল প্রকৃতি ।
 রামকিশোরের ছয় তিনটী সন্ততি ॥
 হরপ্রসাদের ছয় দুইটী সন্তান ।
 শশীচরণ শ্রীচরণ হয়েছ আখ্যান ॥
 চন্দ্রশশী একাধিক জগজ্জন জ্যাত ।
 একশশী করে কিত্ত পৃথিবী শোভিত ॥
 দৌলৎখাঁতে দুই শশী হইল উদয় ।
 ম্যানেজারিআকিসেতে করেআলোময়
 একশশী ম্যানেজার দ্বিতীয় কেরানী ॥
 শশীর নামেতে তথা হর করধনি ।
 সিদ্ধ সাধ্য দুই শশী হইয়া মিলন ।
 সংকার্য্যে লিপ্ত সলা আছে অমূল্য ॥
 শান্তিনাথ শশিকুমার দত্তকণ থ্যাতি ।
 বিদ্যাবুদ্ধি রূপে গুণে অতি চমৎকৃত ॥
 জৈনসারে বাস্তবমি অতি ক্রিয়াবান ।
 কুলীনে আদর লভ্য পেয়েছে সম্মান ॥
 বিক্রমপুর সামিলে বেজ প্রায় হর ।
 অদ্বিকা চরণসেন মহেশ তনয় ॥
 বৃকগসেন বংশধর পরিচর জানি
 দৌলৎখাঁ আকিসেতার প্রসংশাবাখানি ॥

ছই শব্দী সহ তার একতা নিবন্ধন ।
 জন্মের নিয়মাবলী কৈকেয়ি নৃজন ॥
 উর্দ্ধতন জাকিয়ান ঘোঁষায় নিবন্ধ ।
 সন্তুষ্ট হইয়া দেব প্রসাদে লিখন ॥
 গীতাধরের পিতামহ শ্রেণী চারিজন ।
 নিধি পত্নাদিত্য হিন্দু উদ্যোগিত হন ॥
 আদিত্যের একপুত্র ধরাদেব নাম ।
 তার ছই পুত্র বিনায়ক আর কাম ॥
 শুশীল মদন করিতক মহাশয় ।
 বিনায়ক পুত্র তিনি জানিবে নিশ্চয় ॥
 মদনের এক পুত্র গৌরীনাথ হয় ।
 গৌরীনাথের তিন পুত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ॥
 অগ্রজ বাহুবলেন দ্বিতীয়েতে বাব ।
 কুল ভ্রষ্ট ছই জাতা বিশেষেতে বাব ॥
 ছোটপুত্র ভবসেন স্নেহের সজ্জিত ।
 বাজুদেশে পলাশীতে করেছ বসতি ॥
 ভবপুত্র চারিজন অতিশয় কৃতী ।
 কলমান রক্ষা কর আছে কিছু মতি ॥
 গজাধর রূপসেন আর নাবায়ন ।
 সনাতন সহচারি ভবের নন্দন ॥
 গজাধরের চারি পুত্র লিখে কর্তব্যর ।
 শিবদাস চন্দ্রচর শ্রীকৃষ্ণ আর ॥
 কনিষ্ঠ বিশ্বনাথ অতি জগদান ।
 গজাধরের চারি পুত্র হইল আখ্যান ॥
 সনাতনের পঞ্চপুত্র লিখে কর্তব্যর ।
 বহুশত্রে উপস্থিত সর্বত্র প্রচার ॥
 রঘুদেব খোঁপী রমন করদেব আর ।
 হরিদেব কাকদেব সংসারের সার ॥

সনাতনের পঞ্চপুত্র অতিশয় ভক্ত ।
 দেব দ্বিজে ভক্তি, মতি বদা অকুরক ॥
 আদিত্যের সহোদর বিজুসেন হয় ।
 বিজুসেন ধরদেব পদাসপুত্রের ৩ ॥
 আদিত্য বিজুর বাবা পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ।
 রৌণী বাজু পলাশী ও পদাসপুত্রের ৩ ॥
 স্থান মোহ আছে কিন্তু মনেতে প্রাণ ॥
 যে তে মেনে ফাটত থাকিরা যুগ্মমান ॥
 বিজুর কনিষ্ঠ জাতা উদ্যোগিত হয় ।
 সরসপুত্রের জিন্না কোবেন্দ্রনাথ আর ॥
 পূর্বেদেব বাসী কেক নানা দেশগত ।
 স্থান ভ্রষ্ট দোষে কেক কুল করে হত ॥
 উঠা পদা বৈদ্যার কুল
 দোষ বিস্তার ভাগ্যের যুগ ॥
 তিনি ঠেকি চন্দ্রচূড় ।
 রূপাই গেল সরসপুত্র ॥
 রূপ নামের কুল যেন সরসের পদী ।
 ছাই পরে ইহার কুলে বিদ্যাকরেনামী ॥
 ইহার অধিক আর হয় কি ?
 শেষে বিদ্যাকরেন মাউশার কি ॥
 কিছু কিত্তে অদেখেতে পুনকুল পার ।
 মধ্যকুল বসিগণ্য আছে কানিয়ার ॥
 হিন্দু উদ্যোগিত কালে আসে বিজয়পুত্র ॥
 মধ্য কুল মধ্যে ব্যাক পরিচর যতে ॥
 বিজয়পুত্র মোর্ষবাড়ী গুল কুলমার ॥
 কিকিৎ অধিক মান খাই যত পার ॥
 বাজু জিণ্ডাবান কৈতে মান কিছু পার ॥
 জিণ্ডা লত নাম কিছু পুত্র নাহিকার ॥

উদ্যোগিত বংশোদ্ভব জীবিতর রত ।
 নিউ ভাবী কথিয়ার ব্যাভু কথিয়ার ॥
 কলিকাতা মহরেতে কনজা অপার ।
 ইংরাজ মহাজে তার বশের প্রচার ॥
 বিধ বিবস্তরে বত রাজ রাজেশ্বর ।
 ছোট বয় সকলেতে সম্মান বিস্তর ॥
 ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি বার বিজয়নিকটে ।
 আশীর্বাদ করি বলে উদ্ধার পক্ষেটে ॥
 বিজয় নিকটে যবে রোগ মুক্ত হয় ।
 আশীষ করিয়া তারে বার নিম্নালয় ॥
 দৈব বলে রোগ বধি নাহি হয় দূর ।
 সকলে বলিয়া উঠে চর্চায়া প্রচুর ॥
 নিজেরে গোপী যদি নাহি কিরে যবে
 অবশ্য বুঝিবে তারে যবে বিব ধরে ॥
 বিজয়ের উরবেতে আরোপ্য নতিবে ।
 তার ভূগ্য চিকিৎসক নাহি কল্যাণবে ॥
 লকাবিক বুঝা ব্যরে কুলকাণ্য করে ।
 পিতৃকুল মাতৃ কুল বার অকাতরে ॥
 বংশের পৌরব বুঝি করেছে শিতর ।
 অশোভ যথ্যেতে নাহি ছেন প্রেতভর ॥
 হিন্দুসেন বংশ ব্যাখ্যা সংক্ষেপেতেহর ।
 অতঃপর মাধবের লিপি পরিচর ॥
 হিন্দুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধব সুধীর ।
 ভ্রাতৃকুল উদ্যম করিপাচমুপিত্তেহর ॥
 মাধবের বংশধর নানা স্থান লভ ।
 সংগ্রামসা রাজ্যে নোবে কুলহল হত ॥
 েশবারী আনিজরে নানা দেশবাণি ।
 প্রধান অষ্টোত্তমাত জীবিতর আনি

মাধবের নিরবধি ডাকরেতে কব ।
 জিয়া বোবে উচ্চ কুল হইয়াছে কর ॥
 বিক্রমপুর কোরবপুর আইত্তাতি প্রাণে ।
 আসক্ত মাধবক্রমে নানা স্থানে প্রাণে ॥
 শক্তিগোত্র হুহিবংশ কোটাল পাড়ায়
 কেহ কেহ পেলানিদি ভাঙ্গীদেশে বার
 বহুকাউ বিনারক সঙ্গে সম ভাব ।
 নে বেশে অনেক কার্য নাকিন্মানভাব
 করিমপুর বাজুদেশে হুহিবংশ বাস ।
 তানভেমে আছে নলি লোকত প্রকাশ
 বিক্রমপুরে আছে বহু হুহি বংশ স্থান ।
 পাণ্টী িয়াপুটে ললা বিদিত সম্মান ॥
 হুহি কাশী কারো ২ বিক্রমপুরে বাস ।
 কঠহার নিজ গ্রামে করিয়া প্রকাশ ॥
 টকাবাড়ী এক পাখা বহু অর্থ ছিল ।
 বহু স্থানে নিজ গ্রামে কাণেরে আনিয়া
 অর্থ নহে চিরস্থায়ী কাণে কিনা করে ॥
 কুটুম্ব আগ্রবে গেল। নিজ নাম ছেড়ে ॥
 শিবচন্দ্র পুত্র জিজগজ্ঞ নার ।
 মধ্যপাড়া মেলা ছেড়ে আপনার গ্রাম ॥
 উপযুক্ত পৌত্র টেল অধিকার ॥
 কৃত বিষয় সাধুশীল বুদ্ধি বিচক্ষণ ॥
 রাত্বে বেশ কাশীস্থান কঠহার বলে ।
 ভ্রমিয়ে গে স্থান হুত্তে আগিয়াছে কয়েক
 উখানে পতন আর পতনে উখান ।
 এইরূপ কুলভাব দেখি বহু স্থান ॥
 বিধিলিপি আছে বাহা তাহাই বটনা ।
 দোষগুণ বাহা হয় অদৃষ্ট ঘটনা ॥

শিৱাল সেনা

উদয়ন বংশধর তিন মহামতি ।
 অগ্রজ শিৱালসেন বহুশাস্ত্রে কৃতী ॥
 সাহু হিন্দু জাতাবধি শিৱাল আশ্রিত ।
 শিৱালসেন আক্রান্তে চলে অবিরত ॥
 সাহু হিন্দু বংশধর শিৱাল নামে খ্যাত ।
 বার্ষিক শিৱালসেন বুধবংশ জাত ॥
 পোড়াগাছা বাড়ন্তুল কস্তা পরিণত ।
 হিন্দুপুত্র রামচৈলা চন্দ্র প্রভা কয় ॥
 শিৱাল নামেতে বারবংশ খ্যাতি ধরে ।
 শিৱাল হইতে শ্রেষ্ঠ হল অভাগরে ॥
 শিৱাল মধ্যেতে শ্রেষ্ঠ পোড়াগাছা ঘর
 পোখাড়ির গ্রাম বাসী খ্যাত অনন্তর ॥
 বংশ ব্যাপ্তি শিৱালসেন বিশেষ না দেখে
 কর্তব্যের নিয়মগ্রহে বংশ নাহি শিখে ॥
 শিৱাল বিদ্যাল কাহু বুরি গরি আদি ।
 মল্লীনাথ নামেতে নহে কুল বিধি ॥
 তবে কিনা কোননামেহীনকুলেবধে ।
 নাম বিশেষণে তাব ডাকৈরেতে লিখে
 চুকা পটা মিঠা কাহু রয়েছে দেখন ॥
 ছোট বড় শিৱালানি রয়েছে তেমন ॥
 কনিষ্ঠ শিৱাল বধি বেধে পার ভর ।
 ব্যাক্তরাজ বীর কীৰ্ত্তি ব্যাক্ত অগমর ॥
 তার মধ্যে এষ্টেবটেসেনহাটীর বৈশালা
 বিক্রমপুরে মহেন্দ্র নামেতে উজ্জল ॥
 লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বটে পোড়াগাছা ঘর ।
 রয়েছে এতিন নাম ডাকৈরে খপর ॥

বৌলসারপোড়াগাছাবিক্রমে হুইছাল
 কীৰ্ত্তিমালা অন্তরালে হল আত্মদাম ॥
 কোটাগাড়া গ্রামবহ সুলচর হালাদা ।
 বিক্রমে এচারিগ্রাম শিৱাললিংহপাড়া ॥
 শিৱাল বলিতে তারা নাহি করে ভর ।
 সত্যবাদী ভিত্তিস্বর লিংহের জনর ॥
 কোখাবা শিৱাল আছে অল্প নামকর ।
 গঙ্গানী শিৱাল কাছে হৌন বংশ হর ॥
 সোনারঙ্গ গ্রামে খ্যাত আছে একঘর
 বহুমান হালিলেন কার্ণ বংশধর ॥
 কুরানী গ্রামেতে বর বিষ্ণুসংতাপিলা ।
 ভাটীভোগআদোগ্রামেকহকহপেলা
 কাফাইল সাকারনিরা খালিরাফরিবপূরে
 পঞ্চণে বাজতড়া ভাটীদেশান্তরে ॥
 কাকোরাইলশিৱালসেনকুলীন আনিল
 নদী আক্রমণে পরে নিলখী রহিল ॥
 কুন্ডলী মাইগারা গ্রামে মজুমদারগণ ।
 বিবিধ কুলীন বন্ধে করে আনয়ন ॥
 কীৰ্ত্তিপাশা চর্ম্মাবাস বহু প্রতিষ্ঠিত ।
 তার পুত্র রামকীবন মর্কজ বিদিত ॥
 তার হুইপুত্র হয় অতি ভাগ্যবান ।
 অগ্রজ রামগোপাল সম্মানে প্রধান ॥
 কনিষ্ঠ নামেখা ধর্ম্মকাণ্ডো মতি ।
 চারিটী তনয় তার ময়ল প্রকৃতি ॥
 কানীয়াস কাকরাম আর বিষ্ণুরাম ।
 চতুর্থতে বলরাম কীৰ্ত্তিপাশা বাস ॥
 দ্বিতীয়েতে কাকরাম অতি মদাধর ।
 তাহার হইল সাজ একটী তনয় ॥

রাজারামসেন তার স্নেহের সন্ততি ।
তার দুইপুত্র হর অভিশর কুতী ॥
নবকুমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কালাচান্দ কনিষ্ঠ ।
নবকুমার এক পুত্র বহু গুণ শ্রেষ্ঠ ॥
সুশীল কালীকুমার তাহার তনয় ।
তার পুত্র রাজকুমার চক্রান্তেতে ক্ষয় ।
বহুগুণ বিবদানে করেছে বিনাশ ।
ভাটের কবিতা আছে বন্ধেতে প্রকাশ
একটি তনয় তার প্রসন্নকুমার ।
প্রসন্নের চারিপুত্র বংশে প্রচার ॥
রোহিনী কামিনী আর রমণী বিনোদ
প্রত্যেকে কুমার যোগ সর্বদা আমোদ
কীর্তিপাশা বাবুবংশ করিলা চন্দন ।
হইল প্রশংসা বংশে যশের বর্দ্ধন ॥
সভাইশসমাজ মধ্যেপোড়াগাছাঘোষে
তথাহৈতে কীর্তিপাশা বাবুবংশ আসে ॥
কীর্তিপাশা বাসওয়ার জমিদারগণ ।
বহুক্রিয়াক্ষিত বলি যশস্ববর্দ্ধন ॥
বাকুতে পাহারপুর আছে কর ঘর ।
ভাষাভাব রহিয়াছে বংশে গোচর ॥
সংক্ষেপে হইল মাত্র বংশ পরিচয় ।
দ্বিতীয় খণ্ডেতে হবে বিশেষ নির্ণয় ॥

কুল বিবরণ ।

শক্তি ধনস্তরি হই কুল তুলনার ।
পূর্বাপর লিপি ভেদে তুল্যতা না যায় ।
গাওড়ার তনয় ধনস্তরি হিজুসেন ।
রাঢ় ভ্রাজে সেনহট পূর্ব আসিলেন ।

দেবকন্যা বিবাহেতে বন্ধে আগমন ॥
কণ্ঠহারে নাহি পানিগ্রহ নিরুপণ ।
হিজুজ উটলী কন্যা পানিগ্রহ করে ।
নারায়ন কার্ণক্রেমে আসে বশোহরে ॥
হুই পুত্র কুশলীর বংশধরগণ ।
ক্রমে কালে বন্ধবশে করে আগমন ॥
কৈরে বৃষ্টিপুর সেন কন্যা পরিণয় ।
গণ অলকারসেন বন্ধে সমুদয় ।
আধু রঘুপতি বংশ বন্ধে আগমন ।
দত্তক পানি পীড়ক রঘুপুত্রগণ ॥
হিজুর সুপুত্র ব্যাস করি পরিণয় ।
সেনাটি গুপ্তের কন্যা বন্ধে সমুদয় ॥
বাস লভে পরগ্রাম বংশ তার পরে ।
বিনারক নারসিংহ কুল দান করে ॥
হুইকুলে দিল ভাগ তাহে হুইরকুল ।
আধার তেহাই ভাগ কুশলীর মূল ॥
উভয়ের বংশধর করিয়া বিধান ।
শক্তি গোত্র সেন বংশে দিলা কুলদান
মাগিয়া লইলা কুল প্রবাদেরে কয় ।
দানেতে পাইলে রাজ্য রাজা কিনা হয়
কিন্তু স্থানভেদে ভিন্নরূপ কুল পেল ।
প্রভাকর কুলে প্রভাকর প্রভা হল ॥
হিজুধর্ম্মাঙ্গন আর কুমারাম আদি ।
কালক্রমে নানা স্থানে করিলেক স্থিতি
ধর্ম্মাঙ্গন বংশ কেহ সেনবাটী বাস ।
সোনালক কোররপুর পালকে নিবাস
ভাটীতে নলচিরাগ্রামে রহিয়াছে কেহ
চান্দ পতাপ সুয়াপুর্গেগয়াছেন কেহ ॥

দানোৱাতে এভাকৰ আছে একঘৰ।
 লভিলেক কুলভাবে সম্মান বিস্তৰ ॥
 অন্য হিঙ্গু সে অকলে কেহ ২ বাৰ।
 পাল্‌টী ভাব অহুসারে কুলমান পায় ॥
 হিঙ্গু কুলে খ্যাত নামা শ্ৰীৰামশৰ।
 সাহিত্যে আদৰ্শস্থল বঙ্গের ভিতৰ ॥
 হিঙ্গু কুল মন্ত গ্রামে রয়েছে অপর।
 কুলোজ্জল সুহৃদয় শ্ৰীকালীশৰ ॥
 মন্তেমুন্দীৰামকৃষ্ণ খ্যাত চতুৰ্ভুজ।
 একদেহে সমুদ্ভিত যেন চতুৰ্ভুজ ॥
 একদেহে সুবিপুল বিস্ত করে ছিলা।
 কিন্তু নিজ গ্রামে নাহি কুলীনস্থাপিলা
 পালৰা গ্রামেতে গণ আছে বংশান্তর।
 কুল রত্ন দীননাথ অতি খ্যাতি ধর।
 লক্ষণ বসতিস্থান হোগল ডাকৈৰ।
 নবদ্বীপ মেলে কেহ লাখড়িয়া বাৰ ॥
 কৱিন্দপুৰ বলভদীতে নাকি দুই ঘর।
 হাড়পাকা মদন কেহ বাজু দেশান্তর ॥
 নিজ নিজ স্থান মেলে ভাব পরিচয়।
 ক্ৰিয়া পাল্‌টী দৃষ্টে সদা সুনিশ্চিত রয়
 শক্ৰের বাসস্থান জ্ঞাত কালিয়ার।
 নিলম্বী মন্তকাপুৰে কেহ পরে বায় ॥
 বাজুদেশে আছে নাকি দুই এক ঘর।
 ভাবাভাব আছে সদা স্বদেশে পেরিচর ॥
 সিদ্ধকাঠী ইটনা আদি আদিত্যের বাস
 পলিয়া কুল শ্ৰী খইল্‌সা কোঠাতেনিবাস
 কৱিন্দপুৰ বাজুআদি আছে কাৰো স্থান
 কেহবা অন্যান্য স্থানে করেছে গ্রহান

সেনহাটী গ্রামে আছে কন্দৰ্প বসতি।
 সন্নিকট অন্য স্থানে কাহারো বা হিতি
 নবদ্বীপ বঙ্গমেলে কবি কেহ ঘর।
 কেহ বিক্রমপুৰে কেহ বয়েশ্বে লুকাই ॥
 রবিসেন মহাৰাজ চন্দন করিল।
 পরে বিজয়াধিকাণী চন্দন করেছিল ॥
 ধনন্তরি মহাৰাজ অশেষ বিভব।
 করিলা চন্দন শেষে শ্ৰীৰাজ বলভ ॥
 রামবলভত্ন রোব উচলৌ কুলে।
 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অষ্টঘর ডাকৈৰেতে বলে ॥
 কিন্তু নিম সাধবাণি বৃক্ণ মহিষ ত।
 বহুবংশে ক্ৰিয়াশুণে হল সমগতি ॥
 রাম নিম বল ভদ্র ডাকৈৰেতে ছিল ॥
 বলভত্ন ক্ৰিয়া শুণে ডাক উলটিল।
 এ সম্মান বলভত্ন সকলে না পায় ॥
 লোকসাধারণ নাম যোগ্যেতে যোগায়
 কিন্তু রাম কুল সদা মূল নিরমল ॥
 ক্ৰিয়াতে উজ্জল হলে সদা সৰ্বোজ্জল।
 বিদ্যাধর সুর্য্যিৰ গোঁসের সম্মান।
 সিঙ্কের সমান নহে সাধোয় প্রধান ॥
 লিখিতহইল বিদ্যাধর বংশ খ্যাতি।
 সুর্য্যিৰ বংশজ্যোতি লিখিব সম্প্রতি ॥
 কাচাদিয়া গোবাশ্রিত বেহারি তপায়।
 বহুগ্রাম পূৰ্ণ ছিল ব্রাহ্মণ পাড়ায় ॥
 বহু সুপণ্ডিত আর কুলীন প্রবীণে।
 দেব পরিপূৰ্ণ যেন দেবের উদ্যানে
 প্রভাত হইলে কত ব্রাহ্মণ চলিত।
 ব্রাহ্মণ দৰ্শনে দৃষ্টি সুপবিত্র হত ॥

কভু সমাগোহ কার্যে হলে আবাহন ।
 হাজার ২ কত মিলিত ব্রাহ্মণ ॥
 ধর্মের প্রসঙ্গ কত শাস্ত্র আলাপনে ।
 অজ্ঞান হইত জ্ঞানী জ্ঞান বিতরণে ॥
 ব্রাহ্মণ সমাজে গুরু কলহ হইলে ।
 মোমাংসা করিত তার সদা রোষ কুলে ॥
 বহু অর্থশালী লোক ব্রাহ্মণেও ছিল ।
 তথাপি এমান সদা রোষ কুলে দিল ॥
 মহারাজ বঙ্গ বৈদ্য সংস্কার কালে ।
 বলে পাঠাইলা ধৈর্যে নিতে রোষকুলে ॥
 শ্রীরাজ নগর হতে কাচাদিয়া যেতে ।
 সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ছিল জল প্রণালীতে ॥
 অসংখ্য ব্রাহ্মণ জলে বসিলা তর্পনে ।
 সাহসী না হল কেহ ব্রাহ্মণ লজ্বণে ॥
 ব্রাহ্মণ ঘটক বিনে ব্রাহ্মণ আলয় ।
 কখনও অন্য গৃহ দান নাহি লয় ॥
 কিন্তু এ রোষের অর্থে করিলা সন্মান ।
 রোষ অর্থ গ্রহণে না ভাবে অপমান ॥
 কালক্রমে কীর্ত্তিনাশা,
 এমন সমাজ বাসা,
 স্বকুন্ডিত বিলয় করিল ।
 দ্বিগুণ সর্বকুলে স্থান,
 করিতে ভূমি প্রদান,
 যোগ্য লোক কাচাদিয়া ছিল ॥
 কিন্তু হেন রাজমান,
 করি কালে প্রত্যাখ্যান,
 আগমন কামারখাড়ায় ।
 অবিম্ব্য কারিতার,

কথা কি বলিব আর,
 কেহ বা বিলাত চলে যার ॥
 গলে দিবা যজ্ঞ সূত্র,
 দিবা কাস্তি সুপবিত্র,
 ললাটে লেপিত সূচন্দন ।
 জ্ঞানে মুখ জ্যোতির্ময়,
 দেখিতে ভক্তি হয়,
 পদধূলি লয় কত জন ।
 মুখে শাস্তি বিরাজিত,
 লঘু ইচ্ছা বিবর্জিত
 গুরু ভাব সদা প্রতিভাতি ।
 মুখে সদা হরি নাম
 বিরহিত অন্য কাম
 দিবা জ্যোতি ঋষির মুখতি ।
 এ হেন ব্রাহ্মণ কত
 সদা হয়ে সম্মিলিত
 দিবা জ্ঞান আশীর্বাদ দানে ।
 উজ্জল করিতে দেশ
 সদা দানে উপদেশ
 স্বর্গ পথ দেখাত যতনে ।
 ত্যজি সে সুন্দর দেশ
 ত্যজি স্বদেশের বেশ
 একেবারে ত্যজিয়ে সমস্ত
 কোন প্রাণে লোক যার,
 বুঝিতে না পারি তার
 কালের কিনা আছে ক্ষমতা ।
 রাজ তুল্য প্রাপ্ত মান,
 করি অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান

অনারাসে কেহ ছেড়ে যায় ।
 কেহ নিজ বুদ্ধি শুণে,
 আত্মমেল আত্মস্থানে
 নব কীর্তি রাজত্ব যোগায় ।
 আশা কুল ধনী হলে,
 গেলে ভিন্ন জাতি মেলে
 পিতৃনাম লোপ কিনা হয় ।
 দেশে নাম নাহি থাকে,
 বিদেশে কি চিনে তাকে
 নাম চিহ্ন সকলি বিলয় ।
 দেশে উচ্চ পদ পেলে,
 কি বিজ্ঞ ভূস্বামী হলে
 প্রভূত সম্মান কিনা হয় ।
 বিনা লাভে অনাহার,
 নামে হলে ব্যরিষ্টার
 নাহি কি জ্ঞান তাহা হয় ।
 উদ্যোগিত কুলধর,
 উদয় বিজয়রত্ন
 ভারতের রাজধানী যাকে ।
 কহে কলাচার্যগণ,
 কুলহিতাকাঙ্ক্ষী মন
 যেন নাহি আত্ম দেশ ত্যজে ।
 সদা আত্ম ইচ্ছাধীনে,
 ধন মান ধর্ম্মার্জনে
 জাতি বৃত্তি এমন সম্পদ ।
 কেন করি পরিহার,
 হর্ষহ্রাস জীবনভার
 দাসত্ব শৃঙ্খল গড়ে পদ ।

নিলে যেই ব্যবসার,
 মানে রাজ্য পাতিপার
 উপযুক্ত বৈদ্য বিচক্ষণ ।
 সবিশেষ আশা ভিন্ন,
 যেন করে, হীনগণা
 শ্রবৃদ্ধি না করে বিবর্জ্বন ।
 ভিষক জগতচক্রে,
 অব্যর্থ সন্ধান যত্ন
 যেন নাম লোপ নাহি হয় ।
 বিজ্ঞ জগত পুত্র,
 পরি কুল স্তম্ভোহিত
 দেশ খ্যাতি চিরস্থির রয় ।
 বংশ লিপি ছলে বংশগতি আলোচনে ।
 কামবেন সাধুগণ ন্যায্যান্যায্যজ্ঞানে ॥
 রাঢ়ে রোষ বংশ সদা সর্বোচ্চ সম্মান ।
 বিমাতার কোপে বঞ্চে হারাইলা সান ॥
 উচলির এক শাখা এখনো কুলীন ।
 ক্রিয়া দোষে অন্য শাখা হল কুলহীন ॥
 নারসিংহ, দিবাকর উচলি আনিলা ।
 পতনে ও সর্বকুল আদরে রহিলা ॥
 পাবনা জিলা রাজসাহি বাসেরা পুটিরায়
 রহিয়াছে রোষ শুনি কোথা হৈতে যাক
 বাজুতে কেদ্বা আর বাসালিয়া গ্রাম ।
 ঘটক কবিন্দ্র বলে বুকন বংশ ধাম !
 ইদিলপুর অভ্যর্গত লক্ষ্মাদিবা গ্রামে ।
 গণমেন নিবসতি হল কালক্রমে ॥
 সমাজে ইদিলপুর দাদপুর গ্রাম ।
 অনিদার যোগে হল হিজুকুল ধাম ॥

গোত্র ও প্রবর সংখ্যা ।

১। আজিরস + আজিরস, বশিষ্ঠ, বার্ষ্পত্য — — — ৩	
২। অনারুকাথ্য + গার্গ, পোতম, বশিষ্ঠ, — — — ৩	
৩। স্নতকৌশিক + কুশিক, কৌশিক স্নতকৌশিক — — — ৩	
৪। স্নতকৌশিক + কুশিক, কৌশিক স্নতকৌশিক, বহুল — — — ৪	
৫। বাৎস্য + ঔবর্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আগ্নেয় — — — ৫	
৬। সাবর্ণ + ইহার ঔব্যাধি পঞ্চ প্রবর — — — ৫	
৭। মৌদগল্য + ইহার ঔব্যাধি পঞ্চ প্রবর — — — ৫	
৮। সৌপায়ন + ইহার ঔব্যাধি পঞ্চ প্রবর — — — ৫	
৯। কৌশিক + কৌশিক, অত্রি, জমদগ্ন্য — — — ৩	
১০। বৃদ্ধি + কুরু, আজিরস, বার্ষ্পত্য — — — ৩	
১১। জামদগ্ন্য + জমদগ্ন্য, ঔব্যা, বশিষ্ঠ, — — — ৩	
১২। কাশ্যপ + কাশ্য, অশ্বিন, বৈষ্ণব — — — ৩	
১৩। কুশিক + কুশিক, কৌশিক বিশ্বামিত্র — — — ৩	

১৪। কৌণ্ডিল্য + কৌণ্ডিল্য, ত্রিমিক, কৌণ্ডস্য, — — — ৩	
১৫। গর্গ + গার্গ, কৌন্তত, মাণ্ডব্য ৩	
১৬। অব্য + অব্য, বলি, সারস্বত, ৩	
১৭। তৈমিনি, + তৈমিনি, উতথ্য, সাক্ষতি — — — ৩	
১৮। আশম্যান + আশম্যান শাক্যায়ন, শাকটায়ন — — — ৩	
১৯। বাসুকি + অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকি — — — ৩	
২০। রোহিত + ভার্গব, নীলরোহিত রোহিত — — — ৩	
২১। শাণ্ডিল্য, + শাণ্ডিল্য, আসিত, দেবল — — — ৩	
২২। কাণ্ড + কাণ্ড, অশ্বথ, দেবল ৩	
২৩। কাঞ্চন + অশ্বথ, দেবল, দেবরাজ — — — ৩	
২৪। আত্রেয় + আত্রেয়, শাতাতপ সাংখ্য — — — ৩	
২৫। অত্রি + অত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ — — — ৩	
২৬। কৃষ্ণাত্রেয় + কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয় আবাস — — — ৩	
২৭। কাত্যায়ন + অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ ৩	
২৮। পরাশর + পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ ৩	
২৯। বশিষ্ঠ + বশিষ্ঠ, অত্রি, সাক্ষতি ৩	
৩০। সাক্ষতি + অব্যাহ, আরাত্রি সাক্ষতি — — — ৩	

৩১। বৈরাগ্য+সাকৃতি	—	১
৩২। বৈরাগ্যপদ্য+সাকৃতি	—	১
৩৩। শক্তি+শক্তি, পরাশর, বশিষ্ঠ	৩	
৩৪। শুনক+শুনক,	শৌনক	
গৃৎসামর	—	৩
৩৫। বিশ্বামিত্র+বিশ্বামিত্র	মরীচি	
কৌশিক	—	৩
৩৬। অগস্ত্য+অগস্ত্য,	দধিচি	
তৈমিনি	—	৩
৩৭। কাণ্ণায়ন+কাণ্ণায়ন, আঙ্গিরস		
বাহ্‌স্পত্য, আজমীড়	—	৪
৩৮। সৌকালিন+সৌকালিন	আ-	
ঙ্গিরস, বাহ্‌স্পত্য, অপ্সার, নৈঋব	৫	
৩৯। ভরহাজ+ভরহাজ, আঙ্গিরস		
বাহ্‌স্পত্য	—	৩
৪০। গৌতম+গৌতম, আঙ্গিরস		
বাহ্‌স্পত্য নৈঋব	—	৪
৪১। গৌতম+গৌতম,	বশিষ্ঠ	
বাহ্‌স্পত্য	—	৩
৪২। বিষ্ণু+বিষ্ণু, বৃদ্ধি, কৌরব	৩	
৪৩। ধনন্তরি+ধনন্তরি,	অপ্সার	
আঙ্গিরস, বাহ্‌স্পত্য, নৈঋব	৫	
৪৪। বৃহস্পতি+বৃহস্পতি,	কপিল	
পার্কন	—	৩
৪৬। কাঞ্চনকর্ষ+কাঞ্চনকর্ষ, অর্থ		
দেবল	—	৩
৪৭। বৈশ্বানর+ঐর্য চ্যবণ	ভার্গব	
জাম্ববন্ত	—	৫

৪৮। আদ্য। ৪৯। শালকায়ন।	
৫০। আদিত্য। ৫১। মার্কণ্ডেয়।	
৫২। ঋষি। ৫৩। অগ্নিবংশ	
৫৪। চন্দ্রঋষি। ৫৫। মোহিত।	
৫৬। কবির। ৫৭। বৃদ্ধ।	

এই দশ গোত্রের প্রবর নানা স্থানে নানারূপ শুনা যায় বিধার সম্প্রতিক দেওয়া গেল না। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করা যাইবে।

মৌংগল্য গোত্র চাযুদাস।

মৌংগল্য গোত্র চাযুদাস ধর্ম কর্মেমতি ।
 পুণ্য কর্মে সদারত রাঢ়ে বঞ্চে স্থিতি ॥
 দিবাকর অরবিন্দ যেই কুল খ্যাতি ।
 পুজিয়া উচলী এনে দিলা নিবসতি ॥
 বৈদ্যজাতি মধ্যে কুল শ্রেষ্ঠ চাযুদাস ।
 দেবের প্রধান যথা বাসব প্রকাশ ॥
 সকল বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান ।
 ঋষি মধ্যে শ্রেষ্ঠ যথা নারদ সমান ॥
 স্পর্শমনি স্পর্শে যথা লৌহ স্বর্ণময় ।
 চাযুকুল স্পর্শে তথা কুলীনত্ব হয় ॥
 তৎসংগিন পুত্র হয় অতি জ্ঞানবান ।
 বৈদ্যাবস্ত পুণ্যবস্ত অত্যন্ত সম্মান ॥
 পুরন্দর দিবাকর আর নরদাস ।
 দেব যিহে ভক্তি জন্য সুখ্যাতি প্রকাশ
 দিবাকর বংশধর অতি খ্যাত ছিল ।
 হৃদিকে বাইতে প্রাণ কুল না ছাড়িল ॥

প্রাণ যায় কচু খায় কুল নাহি ছাড়ে ।
 কচুয়া নামেতে উঠে সর্বোচ্চলোপরে ॥
 পরে ভাবীবংশধর হীন জিয়া মূলে ।
 অল্প শাখা হতে কিছু হীন হন কূলে ॥
 পুরন্দর একপুত্র নরসিংহ দাস ।
 কুলকার্ষ্যে সদারত বঙ্গদেশে বাস ॥
 নরসিংহ নামে সদা এই বংশ ধ্যাত ।
 সুসিংহ নামেতে উক্তি বহু সংক্ষেপতঃ ॥
 চারুংশে নরসিংহ কুল নাম ধ্যাতি ।
 উচ্চকুল মধ্যে বার বিশেষ সুধ্যতি ॥
 নরসিংহের চারিপুত্র ধর্ম্মে অভিলষ ।
 নারায়ণ কার্ণ রাম আর নিমদাস ॥
 নরসিংহ বংশের এই হইল চারি ধারা ।
 তাদের বসতি ভূগিণহট্ট শোভলারা ॥
 রামদাস পুন্যবান যায় বনবাস ।
 ঘোরাঘাটে ঘেরে নিম্ন করে কুলনাশ ॥
 পচাসিদ্ধি নিমদাস কষ্ট হেনজানি ।
 হীন বৈদ্যে বিদ্যা কৈ করে হল অপমানী ॥
 শ্রীবিজয়ে নিমবংশ ক্ষমতা অপার ।
 নবতিসংখ্যক গ্রামে ব্যাপ্ত অধিকার ॥
 লরিতে ভীমের সঙ্গে ভয় নাহি করে ।
 উচ্চালন লভেছিল নবাব দরবারে ॥
 ধর্ম্মানন্দ আনয়ন কৈলা বিজয়পুর ।
 কুলীন স্থাপনে লভে সম্মান প্রচুর ॥
 কিন্তু ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে কীর্ত্তিনাশা এনে ।
 নাশিলা বিজয়পুর স্থানে ধনে জনে ॥
 রাম প্রসাদ পঞ্চারাম নিধিরাম নিম ।
 আর যত নিম্ন ছিল টাকটিকির ডিম ॥

হরিনাথের নাম আছে কণ্ঠহারে লিখা
 কষ্টবৈদ্যেরবাড়ী গেলে হত নাকি দেখা
 কিন্তু বিজয়রামদাস জিয়ারিত ঘর ।
 আর যত নিম্ন দেখি সব তার পর ॥
 রমাকান্ত শ্রীহরি রোষেরবাড়ীগড়াগড়ি
 নিম্ননিম্নেহয় যতকুটবাক্যেরবারাবারি
 নিমদাসের একশাখা ছিল আকিরামল
 নদীর কোপেতে গ্রাম গেল রসাতল ॥
 অতঃপর বাসিরাতে কুটুম সহিতে ।
 বাস্তব্য করেন সুখে আনন্দ মনেতে ॥
 নিমবংশধর ছিল রামমনিদাস ।
 ভব কল্পা পরিণয়ে সম্মান প্রকাশ ॥
 তার তিনপুত্র হয় তারা কান্ত জ্যোষ্ঠ ।
 নিশিকান্ত শশীকান্ত ক্রমেতে কনিষ্ঠ ॥
 গণকল্পা তারাকান্তে করে পরিণয় ।
 গণকল্পা লাভে তার শম্মীর আশ্রয় ॥
 তারাকান্তের তিনপুত্র অগ্রজ অরেশ ।
 দ্বিতীয় পরেশচন্দ্র তৃতীয় যোগেশ ॥
 ধর্ম্মানন্দ বংশধর সোনারঙ্গ বাসী ।
 শরতের কল্পা আনি হয়েছেন ধুসী ॥
 জ্যোষ্ঠ পুত্র অরেশেতে সমর্পিত হয় ।
 বংশেরগৌরব বৃদ্ধি করেছে নিশ্চয় ॥
 শ্রীবৈদ্য বল্লভবংশ করে কল্পা দান ।
 নিজদেশে করিয়াছে সম্মান প্রধান ॥
 ঘটকের আশীর্ব্বাদে চিরজুথী হবে ।
 কুললক্ষ্মী মাঙ্গল্য সম্মান বাড়িবে ॥
 নারায়ণ বংশধর দুইটা সন্ততি ।
 কনিষ্ঠ দীপান আর জ্যোষ্ঠ প্রজাপতি ॥

প্রজাপতি বংশধর তিন সদাশয় ।
 অরবিন্দ জয় স্মার বিষ্ণু মহাশয় ॥
 অরবিন্দ কুলশ্রেষ্ঠ জয় কুল হারা ।
 ভাগ্য গুণে বিষ্ণুপদে কুলে জলেতারা ॥
 রাজাহরিনাথ রায় বিষ্ণু কুল বণি ।
 দেব দোবে দোবী হয় কিঞ্চিৎনানগণি
 নাগকল্পা পতিজন্য জয়কুল হীন ।
 অদৃষ্টে লিখিত বলি ভাবেতে বিহীন ॥
 কুলশ্রেষ্ঠ অরবিন্দ সর্ব ওষবান ।
 দৈত্যারি ঈষৎ মুরারি তিন সন্তান ॥
 সুসিংহ বংশের সিংহরূপ দামোদর ।
 সেনহাটী কুল শ্রেষ্ঠ অতীব প্রথর !
 তিন ভ্রাতা কুলশ্রেষ্ঠ বৈদ্যের প্রধান ।
 স্বর্গ কার্যে সদ্ধারত অতিগুণবান ॥
 সমান ভাবেতে কার্ণ রামদাস রয় ॥
 তেঁঘেরাতে ভ্রশানদাস হীন প্রভ হয় ।
 কার্ণদাস বঙ্গকরে সর্বজ্ঞ ভ্রমণ ।
 যথাকুল তথাকার্ণ জ্ঞাত সর্বজন ॥
 নারায়ণ কুলের বাড়ী কার্ণ আশা পায় ।
 নিম্ন কুল হতে বিধি চলিত প্রথায় ॥
 নিশা দীপে অন্ধকার যথা দূর হয় ।
 কার্ণের দর্শনে তথা কুল বৃদ্ধি হয় ॥
 কার্ণপুত্র রবিদাস মহাজ্ঞানবান ।
 রবিপুত্র চারিজন অভ্যস্ত সম্মান ॥
 বাসুদেব কেশব প্রভাকর লক্ষ্মীপতি ।
 রবিবংশধরের ছিল অভ্যস্ত সুখ্যাতি ।
 কেশবাদি তিনভ্রাতা উত্তর দেশেগত ।
 কৌষ্ঠপুত্র বাসুদেব কুলশ্রেষ্ঠ খ্যাত ॥

তার তিন পুত্র হয় অগ্রজ বামন ।
 উমাপতি সোমদাস বংশের শোভন ॥
 উমাপতিদাস হয় কার্ণ বংশধর ।
 তারপুত্র জনার্দিন জ্যেষ্ঠ চণ্ডীবর ॥
 কুলশাস্ত্র বিশারদ চীত্ত্বরদাস ।
 ঘটক বিশারদ আখ্যা ভুবনে প্রকাশ ॥
 তারপুত্র বলভদ্র সুললিত রাণী ।
 বিদ্যাধর তারপুত্র বিখ্যাত সম্মানী ॥
 তারপুত্র অনিরুদ্ধ স্বর্গ কার্যে মতি ।
 তারবংশধর হয় চারিটা সন্ততি ॥
 কৃষ্ণানন্দ নরহরি তৃতীয় গোবিন্দ ।
 চতুর্থ চন্দ্রশেখর কহিছে আনন্দ ॥
 পুন্যবস্ত্র নরহরি খ্যাত চরাচর ।
 সর্বশাস্ত্রে জ্ঞাতজ্ঞাত প্রশংসা বিস্তর ॥
 পূর্বকালে বৈদ্যকুলে নরহরি দাস ।
 ধর্মজ্ঞ কুলজ্ঞ বিজ্ঞ ঘোষণা প্রকাশ ॥
 সূরীর পণ্ডিত তিনি খ্যাত চূড়ামণি ।
 ঘটক বিশারদ আখ্যা বিখ্যাত সম্মানি ॥
 তার পুত্র শিবদাস প্রথম তনয় ।
 দ্বিতীয় পুত্রের নাম সূর্য্যদাস হয় ॥
 কনিষ্ঠ মধুসূদন মেহের সন্ততি ।
 তিনপুত্র সহ সুখে করেন বসতি ॥
 তিন ভ্রাতা, বিদ্যাবস্ত্র কেহ কম নয় ।
 বৈদ্যকুল তত্তে তারা জ্ঞানী অতীশয় ॥
 কুল শাস্ত্র ব্যাপ্তি জ্ঞাত বিখ্যাত ভুবন ।
 বৈদ্যজ্ঞাতি মধ্যে তারা সুপ্রতিষ্ঠি হন ॥
 শশী সুনীশল কুল উমাপতি ছিল ।
 কুল তারতম্যে ভাব নির্ণয় লিখিল ॥

কালে ভাগ্য বসে বিচুলা পাইলা
বেলাকুল বাহুদেব কুল শ্রেষ্ঠ কুল হলা ।
স্থানদোষ ভাববংশে হল পলিহান ।
সাতাশ সমাজ মধ্যে সর্বস্থান তার ॥
উদ্যাপতি পুত্র হল খান চণ্ডীবর ।
ঘটক তাভাব বংশ বেলাকুল ঘন ॥
ঘটকেব বংশ হবে স্থান দোষ হীন ।
বিষ্ণু ভিন্ন প্রতিশ্রুত সমস্ত কুলীন ॥
নিশাদীপে অন্ধকার নগাদন হয় ।
ঘটক দর্শনে কুল জোড়নি উদয় ॥
ঘটকে বিক্রমবাস তুল্য আদি স্থান ।
কাহাবো বিক্রমে নহে হেনস্থানমান ॥
বেলাকুল ঘটক বংশ বিক্রম হইতে ।
তুল্য কুল সমুচিত সে মান পাইতে ॥
বিক্রমপুর বাসস্থান ঘটকেব হয় ।
অনন্তই সেই মান প্রাপ্তবা নিশ্চয় ॥
বেলাকুল শিবের বংশ প্রতিষ্ঠিত অতি ।
বেলা বাহুদেব কুল শ্রেষ্ঠ ভাবেস্থিতি ॥
মধুসূদন বংশব্রত জামো হই জন ।
রামকান্ত ববুবার কুল হুশোলন ॥
বিষ্ণু বংশে হয়নাথ ঠৈয়া কুলরাজ ।
চন্দন মন্ডের চেষ্ঠা কৈলা মতাবাজ ॥
সর্বস্থান কুলীনেব করিলা আহ্বান
সার ছিল মন্ডোপরে লভে উচ্চমান ॥
সকল কুলীন তাহে সমবেত হৈলন ।
ঘটক বিশাখদ রামকান্ত জিজ্ঞাসিলা ॥
সর্বকুল জ্ঞানসিদ্ধি কহ মহাশয় ।
হীন জিজ্ঞা বিষয় কুল কিসেউক্ত হয় ।

সমোক্ত স্থান দোয়ায় বকু কিসে হয় ।
বিক্রমে হইবে তার মধ্যে আনোহল ॥
কলাচাণ্য অষ্টক নামকান্ত বর ।
কুল বীর্ষ সমুচিত ক'ল ১৫৫১ ॥
সাহিবাদে মাতা যদি জিজ্ঞাসিত হয় ।
কলাচাণ্য না করিবে সত্য বিপর্যয় ॥
বিক্রম রক্ষ মান মার্গে হবে বিপবীত ।
হইবে হইবে মর দেশ বিবর্জিত ॥
অন্ত শাস্ত্রাণ্ডে কুল সহ বেতে হবে ।
কলাচাণ্যসিদ্ধি বুলেএদেশে না রবে ॥
সংপ্রতিক জন্ত ময় অন্যত্র গমন ।
সকলে মার্ত্তিক হয়ে কর আয়োজন ॥
কলাচাণ্য স্থানদোষ কেই না করিবে ।
নরককুল সভাশ্রমে অদর হইবে ॥
হেন প্রতিজ্ঞা কর প্রতি প্রতিদান ।
মাতা সমুচিত হয় মরবে বিধান ॥
তথ্যস্ত বলিয়া সর্ব কুল ধর গণ ।
ঘটক নকটে কৈলা প্রতিজ্ঞা বন্ধন ॥
ঘটক কহিলা কার্য কেহ না বাইবে ।
গমনে নিশ্চয় তথা আপমান হবে ॥
পরে সভাদিগে রামকান্ত বিচক্ষণ ।
হব পুরোহিত সহ কবিলা গমন ॥
রাজাজিজ্ঞাসিলা কুলীনাঙ্গিলকরধর ।
সন্ধান ঘটক তবে কবিলা উত্তর ॥
এতক কুলীন রাজ হৈলা আড়াইঘর ॥
আপনি আমি ও দেব আমি অন্ধধর ।
তবে রাজা অস্তঃপুবে মাতৃ স্থানেগোলা
এই অবসর কালে ঘটক পলাইলা ॥

পরিবার সহ কৈলা নৌকাআরোহণ ।
 কুলীনগণের সহ হৈল মরণ ।
 অদেপের হর বৃষ্টি পুষ্কিতে দিলা ।
 কুলীন গণের স্থানে বিদায় লইলা ।
 বলিলা যে দেশে সতো বাজল শুবে ।
 সে দেশে অকুলাচার্য্য বৃষ্টি না করিবে ।
 অতপের বিক্রমপুরে করিলা গমন ।
 কবিলা চৌধুরী কুল আশ্রয় গ্রহণ ।
 চৌধুরী দৌহিত্রী রামবংশের হুহিতা ।
 নিজ পুত্র কঙ্করায়ে হল সন্নিহিতা ।
 রামপাসার রাম ছিল বহু কীর্তিমান ।
 সপ্তগ্রাম নামতাকে করিলেন দান ।
 স্বর্ঘ্য পুত্র অভিগ্রাম কুলের ভূষণ ।
 করিলা চৌধুরীবংশে কন্যা সমর্পণ ।
 বিদগ্রাম সন্নিধানে গ্রাম এক পাইলা ।
 কঙ্ক রামগহ তথা বাস নিরুপিতা ।
 পরেকঙ্ক রাম অন্য ভূমি সংবক্ষণ ।
 করিলা নিকট গ্রাম বলুর গমন ।
 কার্ণবংশ শিবদাস ঐতিহ্যিত অতি ।
 বেন্দা শিবদাস কুল শ্রেষ্ঠ ভাবে ব্রিতি ।
 বিক্রমে আসিলা পরে করেছে বসতি ।
 চন্দ্রসন রহিয়াছে তার কুলে জ্যোতি ।
 তার পুত্র চারিজন অতি গুণবান ।
 অগ্রজ রামবরভ সন্ধানে প্রধান ।
 দ্বিতীয়েতে রামকঙ্ক অতিগুণবর ।
 তৃতীয়েতে কালীচরণ ভুলা কুল ধর ।
 চতুর্থ রামগোপাল জ্ঞানের সাগর ।
 [তৃতীর চতুর্থ ভ্রাতা বেন্দা গ্রামে ঘর ॥

কুলের ~~অভিগ্রাম~~ করে নিরন্তর ।
 যিহিত সকল লোকে আছে নিরন্তর ॥
 বামবরভের চারি জনের ভূকনে ।
 চোষ্ঠ হরিনারায়ণ জনম হুজঙ্গণে ॥
 দ্বিতীয়েতে রাম রাম পুনোর শরীর ।
 তৃতীয়েতে অনন্তরাম পণ্ডিত হরীর ॥
 রাম রাম বংশধর তিন মহাশর ।
 অগ্রজ বামবরাম ব্যাত পণ্ডিতর ॥
 নবাব করবারে রাজবরভ সন্নিধানে ।
 ঐশ্বর্য রাম সেলা কর্ত্ত অদেবণে ॥
 হুগিণি নিগুণ ঐশ্বর্য রাম ছিল ।
 অবিদারি মধ্যে রাজবরভ কর্ত্ত দিলা ॥
 ভোগবস্ত্র বধোচিত ভূমি দিলা দান ।
 জাতিকুল সন্নিধানে বিদগ্রাম স্থান ॥
 ঘটক বংশজ বলি করি সমাহর ।
 নিজ বাসস্থান দিলা বিক্রমপুরেশ্বর ॥
 চাকলে আশ্রয়বাহ তহশীল স্থান ।
 কার্ণাশ্রমে আশ্রয়ন বৃষ্টি দিলাদান ॥
 বলভর বংশ কঙ্ক পুত্র সমর্পিতা ।
 সে অবধি বিক্রমপুরে বসতি স্থাপিতা ।
 নারদ সন্তান জানী হরি নারায়ণ ।
 কুল আছে বিশারদ পিতৃ হুগঙ্কণ ॥
 বিক্রমপুর উদ্বিগ্ধা কালীর দস্তান ।
 হরিনারায়ণে করে ভূমি কন্যা দান ॥
 আর তিন পুত্র হর অতি ক্রিয়ামান ।
 উদ্বিগ্ধা গ্রামে হর আদি বাসস্থান ॥
 কেহ যোগেশ্বর বাসী কেহ বিদগ্রাম ।
 মধ্যপাড়া পাশবাধি কান বাস ধাম ॥

কোন্ পুত্র রাখিলকর কুটিল রাশিধন ।
 রাখিলকরের হর পুত্র নশ জন ॥
 ভূতীর গাণকর দান মহামতি ।
 চতুর্থে শিবচন্দ্র বিদ্যা বস্ত্র অতি ॥
 নবমে শ্যামসুন্দর খাত চরাচরে ।
 অক্ষত তার ভূম্য নাহিক সংগারে ॥
 সর্বশেষে শতনাথ দশম কুমার ।
 বশন্ত ত কুল বলি খাত হুপচাঃ ॥
 ষটক শ্যামসুন্দর বর্ষে কর্ত্তে মতি ।
 ভাঙ্গপুত্র ভগবান মোহেব সন্ততি ॥
 তার সপ্ত পুত্র মাধ্য ছিল চন্দ্রমণি ।
 কাকন সঙ্গ বর্ষ ভবনে বাধানি ।
 ভক্তিতে করেন নদী সন্ধ্যা পূজা কাম
 বারশত চৌরাসী মনে বান বর্গদাম ॥
 কাশ্য মাধবের গুণা দ্বিতীয়া তিথিতে ।
 বর্গসূত্র বান তিনি রত্নালী কালেতে ॥
 তাহার হইল পুত্র আনকচন্দ্র দাস ।
 বারশত বারাদ শ'ন জন্ম শৌব দাস ॥
 ঢাকা জেলা মধ্যমত সুকীর্ণত থানা ।
 দক্ষিণেতে কীর্ত্তিনাশা পূরবে বেবনা ॥
 সবুজ সঙ্গ নদী আছে দুই ধারে ।
 অট্টালিকা দৌবি পুনী সব গ্রাম করে ॥
 কারিখানা বাজাবাজী বহুলোকে জানে
 বিদ্যমান গুণগ্রাম তার সঙ্গিধানে ॥
 বিক্রমপুর মধ্যে হর এই দুই গ্রাম ।
 ষটক আনকচন্দ্র করে দীর কাম ॥
 ষটক বাণেশ্বর বহু বিদ্যগ্রাম বান ।
 গুণগ্রামে জগদান শ্রীআনন্দ নাম ॥

সিংহরাশি মঙ্গলবার জন্ম হর জানি ।
 আদিবংশনাম যেন বুঝ্য কাশে জনি
 আদিবংশ নাম প্রভে পুণ্যের সঙ্গর ।
 আদিবংশ সমগতি হইবে নিশ্চর ॥
 এখন হইল বটে আসন্ন সময় ।
 শেষ কাশে দৃষ্টিময় কুল প্রতি দ্ব্যং
 ময়িবার কাম হৈল নাহি কিছু বাকি
 লিখিতে অশক্ত বলি সব হবে ফাকি ॥
 ময়িবার কাশে পাখা উলির যেমন ।
 আবার ঘটনা বটে হইল তেমন ॥
 অতএব গুরুগণে এই তিকা চাই ।
 অন্তকালে নিত্যানন্দ আধিকার পাই ॥
 তেরশত সাত মনের পূর্ণ ভাঙ্গদান ।
 আনন্দ করিল লোকেভট্টকর প্রকাশ
 বিদগাঃ সুপ্রসিদ্ধ ঘটকের নামে ।
 ঘটকের ভিন দারা বহু বিদগায়ে ॥
 পিতৃক মহেশচন্দ্র ঘটক চুড়ামণি ।
 তাদৃশ কুলক প্রেষ্ঠ নাহি হেন জানি ॥
 কুলাবলী নামগ্রহ করিয়া রচনা ।
 গগনে বেখেছে তার প্রশংসা ঘোষণা
 ঘটক ব্রহ্মমোহন তার প্রভাতপুত্র ।
 মর জোঁট ভাত লাভা অন্তর পবিত্র ॥
 জীর্ণ দীর্ঘ কুলবলী তার হস্তে দেখি ।
 নষ্টাংশ দৃষ্টি ভিন্ন তার ভাব লিখি ॥
 কুলশাত্ত বিপারদ শ্রীব্রহ্মমোহন ।
 তাহা হৈতে গ্রহ ভাব করিহু গ্রহণ ॥
 মর ছোট ভ্রাতৃ বলি আদরের ধন ।
 কুলশাত্তে আছে তার অনুগণ মন ॥

অশ্রুপূর্ণ করি করে কটল অঙ্গনে ।
 নিরন্তর অশ্রুধারা কে কুল এক ভোনে ॥
 যটক হারকালাক গগন স্বাগত ।
 বৈদ্যনাথ মধ্যে তার গাংনা দিল্লি
 মন পুষাত্যত তিনি যটক চুড়াহরি ।
 যটকজ কাণ্ডে তার জীবনীত বাণী ॥
 কুলধার বিহারে বিখ্যাত ভুবন ।
 তার কুল্য ম্যাজি কিছু না'হ একজন
 যজ্ঞ তার নিপুনধন কোলেনী যেমন
 তকেতে গাভরা যেন দারিদ্রের তেমন ॥
 অগ্নি অজ্ঞান আ'ম জমিনা বর্ণনা ।
 গ্নয়্য জীবন করে করণা প্রাণনা ॥
 ময় পুত্র শিতামর করে বর্জমান ।
 যটক আনন্দে কলীক অখ্যান ।
 শ্যেতে অগ্নি বিদ্যা অশীম মরতা ।
 সরস্বতী পদাভিলাষে বিদ্যা কসতা ॥
 সাত রাজার ঘন হয় একটি মালিকা ।
 তার ময় কুল্য তার অমর মাক্য ॥
 যটক বংশেতে কুল্য না'হ ঐকানিক ।
 যদন্ত জ্ঞানজ বধী ত্রাঙ্গ বৈদিক ॥
 আমদের পিতামহ আনন্দ কীল
 নতি কি বশিষ্ঠপারে দেবিনা গুণে
 তার পরেণু নিযে বংশধরগণ ।
 নামের দেবদেবী কবে করিছে ভরণ ॥
 ঘন বিদ্যা একা গারে না দেবী কর্মন ।
 তখন্য করেছে কিছু ঘন অকুলন ॥
 সরল প্রকৃত কথা রাজা বুরিতি ।
 কর'ন কনিষ্ঠ জাত' রূপপান অধীর ॥

ধর্মকর্মের লক্ষ্য সব। তবে কালীবাণী ।
 সুক্যাপনা করে তপে রত অধিনিগ ॥
 কলিকালে অধাশ্রিত মাতৃগুরুদাস ।
 ধার্মিক জনের হৃদে মনেতে সন্ধান ॥

পঞ্চদশ বিবরণ ।

মৌগল্য পঞ্চদশ অতি প্রতিভা ।
 তারপুত্র নীলকণ্ঠ বাক্য অলমিত ॥
 তার দুহপুত্র হয় নৃসিংহ মহাপতি ।
 জ্যেষ্ঠপুত্র নৃসিংহের বজ্রমেশ্বরি ॥
 কনিষ্ঠ মহাপতি রাজদেশে বর ।
 তারবংশধর আছে রাজ্যেতে বিস্তর ॥
 নৃসিংহের এক পুত্র নয়দাস হয় ।
 নয়দাসের তিনপুত্র সৌবতে রত ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাকর প্রতিভা রত ।
 দ্বিতীয় রাঘব শেষে কাকদাস হয় ॥
 বাঘাব বংশধর ব্রহ্মকুলে রত
 বাজু'দেবে বিক্রমপুত্র করিল অস্তর ॥
 মাতাতা দুহিতে তার বংশ পবিত্র ।
 কুল কাণ্ডে অমুসারেইরে নিগর ॥
 দদয়ের কুলকর শ্রীহট্টেতে পরিগর ।
 বিক্রমপুত্র অর্ধের জোরকুলীনবলিকর
 কাকদাস বংশধর স্থানচ্যুত হয় ।
 কুলস্থান ত্যাগ মলি কুলদোষ হয় ॥
 প্রভাকর বংশোদ্ভব কালী মহাশয় ।
 কুল কাণ্ডে দুহিতার দ্বিতীয় অতিশয় ॥
 পদেব মধ্যে লর মরেন মধ্যে কালী ।
 গারঘত নয়দাস সব ফাঁসি দুই ॥

যত্ন করে নন্দনাম শাক্তিক দিন
বৃন্দার হরকে কত দিবে হৈসে কলীন
কলীনকে কত দিবে কল পেলে যদি ।
কলীনকে কত দিবে কল পেলে যদি ॥
তরুণের কাকদাস আছে এক ঘর ।
কলীন নাতনে তার বিজয় অন্তর ॥
কেন্দ্র সাধে কাকদাস হান ভাব হয়
ভাঙ্গি দেশে কাকদাস তথৈবচরয় ॥

কাম্যুত্তর ।

কাম্যুত্তর মোক্ষ কাম্য মঙ্গল অতিশয় ।
সিদ্ধ বিজ্ঞান অঙ্গ পুত্র কেহ আদিকর
ভারচ্যবির মুক্ত মধে বনমালা কোঠ ।
বাহুকে বহুবার ক্রমে অনন্ত কনিষ্ঠ ॥
কনিষ্ঠমন্তানগণ নাগাই তালসে ।
কোথাথাকে কোথা যায় নাতিএকদেশে
বনমালা চারি পুত্র অতিসদাশয় ।
অঙ্গল অর্পণী গুপ্ত বক খ্যাত হয় ॥
মধু গারজ মাধব নান। দেশ গত ।
ইহাদের বংশধর নহে পরিচিত ॥
কার্পটি গুপ্তের পুত্র তিন মহাশয় ।
মদন গোকনাথ নীলাচর ক্রমে হয় ॥
মণ্ডগানী মণ্ডাঘাভেলোকনাথহানকুল
বিভালেবু আচর কাম্যরেনীশ্বরানিকুল
মদনের এক পুত্র জগদীশ্বর হয় ।
জগদীশ্বর হই পুত্র কঠোর কর ॥
কোঠ পুত্র অধাকর খ্যাত বঙ্গ ভূমে ।
কনিষ্ঠ দস্তান আছে হীন সম্মানে ॥

অধাকর হই পুত্র অধানন্দ কোঠ ।
কুলজের মুক্তকর দ্বিারে কনিষ্ঠ ॥
অভাশ নামেতে গুপ্ত চর্য প্রভাকর ।
সিদ্ধ ন নাহিলে প্রায় বাগদান হয় ॥
বীরভট্টনামে অঙ্গ ভিপুরেতে বাস ।
কোথার রত্নেছে রত্নে নাহি অপ্রকাশ ॥
সেনাহাটি ইটনার ক যু আছে কতঘর
ডাকড়া ত্রাপুং গেলা মদন অধাকর ॥
ভেটচৌপ্রায়ে মদনের অন্য বংশধর ।
কঠহারে নানাহানে পুত্র নীলাচর ॥
বনভবী ফতেবাবাদ গৈভাজা অঙ্গর ।
কাম্যুত্তর বংশধর আছে কতঘর ॥
হটনা মঙ্গর হইতে কেহ আসে ।
নান ভাব বহুকায় আছে ভাটদেশে ॥
মাইগাড়া যন্তরকাটা সিদ্ধালাদি স্থানে
গলিখাখেলসা কোটা আছে গালীসনে
বেলবিয়ামালাপাতিরাঙ্গসাহাপবনায়
কাউগুপ্ত নিবসতি আছে গুন্যায় ॥
পালং বানারী বেজপাও মধ্যপাড়া ।
জানাবেনকোথ হৈতে আসিলেন তারা
সেনহাটি গংকুল কায় আসে অঙ্গসার
হটনা হইতে কেহ আসে কাম্যরখাড়ায়

ত্রিপুরগুপ্ত ।

কাম্যুত্তর মোক্ষ গুপ্ত কাম্য মহাশক্তি ।
এর এক পুত্র হই ত্রিপুর নামে খ্যাতি ॥
ত্রিপুরের এক পুত্র নাম দায়োদর ।
তার তিন পুত্র হয় অতি গুপ্তধর ॥

বিশ্বতঃ পূর হিমা পূর্ণনিষ্ঠা অতি ।
 অগ্নিতে ব্যাঘাতীয়েবী পুণ্যে করেহিতি
 তুলুয়াতে রাজ্য ভোগ করিয়া যখন ॥
 কার্যে জাতিয় মর্মে করে সংশয়ন ।
 বেতা প্রাক্ষণ বৈদ্য করিয়া স্থাপন ॥
 অগ্নিতে ব্যাঘাত করে পূর বংশধর ।
 নবাবের কর্তৃত্ব আরো পরে আসে ।
 অধিক বেতনা বৈদ্য আনে দ্বিভাষে
 বহু বৈদ্য বাসস্থান হয় বিক্রমপুর ।
 মাধবে বিবিধ গ্রাম খ্যাত কোরমপুর ॥
 শক্তিপুরে শক্তিবর সর্গজ বিবিত ।
 পক্ষর পর্ব্যায়ে তার মাধব কবিত ॥
 বাহুদেব মাধে তার পর্ব্যা একাধে ।
 ইত্যাদি পাঠ্যে নাকি তুলুয়াতে আসে
 ত্রিপুর ও কাকনপুরে করিয়া ডালুক
 বাহুদেব বংশধর করিতেছে ভোগ ॥
 বাহুদেব প্রণোক্ত কোই নাম রান ।
 নোদর করিষ্ঠ তার নাম গোবিন্দ নাম
 নাম রান বংশধর ত্রিপুর প্রদায় ॥
 নাম গোবিন্দেতে হয় ত্রিবেদী প্রদায় ॥
 এক প্রদায়ের পূর চারি সহোদর ॥
 রামগজ টেননে ত্রিপুরেতে বর ।
 অগ্রজ চন্দ্রকুমার দ্বিতীয় কহিনি ।
 চতুর্থ রাজকুমার তৃতীয় কানিনী ।
 চারিগ্রাম একাধেতে সাধুনী হতি ।
 নিজেরেণে শুভসহ সমভাবে হিতি ॥
 সুভীতি হুমায়ে তারা নিজ পুণ্যে আছে
 অধেণে শুভসহ পাণ্ডিতে চলছে ॥

বিস্তৃত সমাগি কত করিয়া যখন ।
 মাধবের বংশধর প্রতিষ্ঠিত হন ॥
 পক্ষনিগ পর্ব্যায়েতে সুধীর অধেশ ।
 তার সম কালী বাহন গোবদ বিবেশ ॥
 বেদী প্রদায়ের পূর এক গণাধার ।
 হরিশ্চন্দ্র নাম তার অধেশে প্রচার ॥
 রামগজ টেননে বাগ কাকনপুর ।
 নিজেরেণে কুলমানে গোবদ প্রচুর ।
 মাধবসিং ধনুর্বি শক্তি কতিপয় ।
 বংশাবলী না পাইরে না হৈল নিশ্চয়
 সুপুত্র নিপুন কার্যে বিবিত তারিনী ।
 ব্যাঘাত পছেরগকে কার্যে হলানামী
 ত্রিপুরতন্তু হুর্গামান খ্যাত পরিহর ।
 রামকুমার নামে তার হইল তনয় ।
 তার দুই পুত্র হয় অধেশে প্রকাশ ॥
 অগ্রজ পূর্ণচন্দ্র দ্বিতীয় কৈলাস ॥
 তহাণের পুরভাত ত্রিপুরহন ।
 সুকার্যেতে ব্যাঘাত শুভ বংশধরগণ ।
 কাকনপুর গ্রামে বাস সর্গজনে জাত ।
 কুলজিয়া জন্য আছে অধেশে বিখ্যাত
 চহিমাধবের বংশ সহ পুণ্ড্রীনেতে ।
 পরিণয়ে কার্য করে নিজ সমাজেতে ॥

বাতিসাগ্রামে উচলি ।

ত্রিপুরাধিপতি আনে উচলী বংশধর ।
 চৌকগ্রাম টেননে বাতিলা গ্রামেবর ॥
 নোয়াখালী তিলা অধেশে কলীর অধীন
 উচলীর বংশধর আসে কুমারীন ।

নেখা হইতে বহির্ভূত নাহক সম গন্ত ।
 বিদ্যাবন্ত গুরুবন্ত যদেব পুত্রিত ।
 তার ছইলু বন্যে শত্রুরি জ্যেষ্ঠ ।
 বহু অপাধিত কর্ণভূষণ কনিষ্ঠ ।
 শত্রুরি তিনপুত্র কনিষ্ঠ ভূষণ ।
 ভূষণের ছইলু জতি সুখোজন ।
 কনিষ্ঠ ক্রীড়াক্ষত্র যদেবে বিদিত ।
 তার চারিপুত্র হর বহু অপাধিত ॥
 রাজনারায়ণ নামে প্রথম তনয় ।
 তাহার দ্বিতীয় পুত্র যোগীশ্বর বন ॥
 তার তিন পুত্র যথো রাব মাধ জ্যেষ্ঠ ।
 দ্বিতীয় রাবশ্রমাদ জগন্নাথ কচিষ্ঠ ।
 তাম্রনাথের চারিপুত্র অশেষ স্থায়তি ।
 প্রথম তাম্রনাথের বর্ষ কাব্যোজতি ॥
 তার পুত্র রাবকনাই সদা হিতকাম ।
 নোরাখালী তারপুত্র দ্বিআনন্দের নাম ।
 হুচকুর কার্ণকমল জ্যেষ্ঠের কেরানী ।
 বর্ষ অহরানী সদা হুচকুর জালি ।

সাবেক ভাট্টকর ।

বলজের আটকর বনের প্রবান ।
 কুলীন দেবভানু হুচকুর নাম ॥
 নাম দিম বলভত্র মাধব উচলী ।
 মহীপতি বৃক্ষ যোগেশ্বর উত্তম বলি ॥
 আদিকৈতে কামারের গতিঅ। পাণ্ডী
 বৎসক সন্তানবলি বিপদায়ক পাণ্ডী
 অপর বহু আটকর নাম যাত্র জনি ।
 নেখা জোকা জাতি আই নাহকি থাকনি

আট করের ইন্দ্র ।

রাজ পাশার নাম আর করের নিম ।
 দাবনিরা কুমার পুনে বলদা মাধাচিন
 মাধরিবার উচলী আরদশলঙ্গেরাঙ্গীপতি
 চানালি আরসোণীবৎসবুড়ারোবাঙ্গতি

আট করের বাহন ।

নিচ পৃষ্ঠ বামগেন আর পৃষ্ঠ নিম ।
 মতাপ্ত গজক্কর বলদ্র চিন ।
 বার চর গরবে মাধব অধিষ্ঠান ॥
 সব কাকে উচলী বসে করিল পরান ।
 কর কাপালে আশালন বৃক্ষ মহীপতি
 অরদাচ বাজহাস রোষ মহামতি ॥

আট করের অলঙ্কার ।

উজ্জল কার্ণ কুণ্ডল কার্ণ কর্ণ মাল্য ।
 নৈখ্য নম্রের কোটা নিমের কপালে ॥
 কণিকর্ষ ভূষণে উজ্জল মহীপতি ।
 গণ গজকর্তহারে রোষ মহামতি ॥
 আরবাতি তারি ঘর নাহি আভরণ
 বলভত্র মাধব আর উচলী বৃক্ষ ॥
 বাহন ভূষণে বার শ্রেষ্ঠ অধিকার ।
 সমাজ সোণ্যেত-বট্টোমোর, আভার
 রাসে জ্বার নিম্নে বৃক্ষকর আর মাধবে
 উচলী আর মহীপতিবৃক্ষকরোত্তরকর্তি
 এইক রোষ আটকর চুড়াকনি কার্য ।
 পারপর আদে কত কুল দেল জাতি ॥

বহু বংশ ।

ধোঁরাপাড়ার রাম আর সূচকলের নিম
আদিদ্বান রাড়বেশে নাহি পাট চিন ॥
চোঙ্গলখানির কাকদাস সূচকলেরনিম
লেনা কোঁশা নাহি পাট ডাকেগন্ধেচিন
বিয়া দোঁবে গরি সেনের গেল কুলমান
অথা পাড়ার ধবন্তরি কাকের সমান ॥
অথা পাড়ার ধবন্তরি করনীর ঘর ।
কার্তিকপুরের মজলানন্দ এট কবেব পব
সংঘটয় পাই দাস প্রতিষ্ঠিত অতি ॥
বিক্রমপুরে যমুঘাম রার সমাজপতি ।
নেত্রাবতিবকানোটবলাটনেলতলিরনানী
কেগুনাদারবুধাইবুধাটপিচাশ তেনগনি
অন্ত পূর্বা বরো কোঠা গরি বিয়া করি ।
কুল মেল ছাড়া হবে পথে গড়াগড়ি ॥
আটের গিভবে গাড়া নাহিরেতে রাও
আঠা পোড়া টেইট্টা শুয়া শিখালের ছাও
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠবটেনেহাট্টেইশালা
বিক্রমপুরে মহেন্দ্রনাথ নামেতে উজ্জলা
লক প্রতিষ্ঠিত আছে পোড়াগাছা ঘর ।
আর বড় লিয়ার দেবি সকলি গিধর ॥
বনভঙ্গ রাম নিম মাধব উচলী ।
সহীদতি বৃক্ষ রোষ বংশ উত্তর বলি ॥
বিদ্যাধর সুরারিঙ্গ রোষের সজ্জান ।
সিঙ্কের স্বর্দান লছে সাধোর প্রধান ॥
রাম বলভঙ্গ রোষ আর বে উচলী ।
সর্বশ্রেষ্ঠ আটমরা ইহাদের বলি ॥

আর বড় আটমরা ইহাদের পর ।
হংস অথো বক যথা করে ধরফর ॥
রামসেন চুড়ামণি, রাড়ে বজ্র জরধর
পচালিদি নিমদাস, ক্রিয়া দোঁবেকুলনাশ
বলভঙ্গ মুর্তিসমুদ্র, বিক্রমপুরে ভাগ্যবন্ধ
মাধবের নিমদাস, রাজদোঁবেকুলভঙ্গ ॥
উচলী আরমহীপতি, ক্রিয়াদোঁবেনিমগতি
গণের কূলে দিবে ছাই, মুকুণ্ডের কুলনাই
রোষ বংশে ধরফর, সুরারি আরবিদ্যাধর
কষ্টগুণ্ড কাম্ব হবেন চর্কি হবেন বি ।
আটম শক্তি, প্রভাকর বাঁকি রৈল কি
তুলসীঘেটে কুটুম্বলেন কুলীন্দ্রিয়োদধি
সেরপুরীসম্রাজী হয়ে মুখে জরধরনি ॥
বেডালদর ক্রিয়া কৈরেসভার কুশোভন
গুজ সাধ্য বৈদ্য সঙ্গে তরু উদ্যাপন ॥
কুলাক নাহর মুখে জর লভারগজায়কর
কতই হবেন কুলহল্লারীবুদ্ধি হৈলে সঙ্গ
শক্তি মাত্রে ধন্যদলবিনাক মাঞ্জে রাম
ঘোটে গার ছালনাই কুস্তার আগা লায়
পাই হবেন অরাধিত শুনে লজ্জা আতি
তাহলে আরকাজিকিধাকেবটকলসরাজপতি

নূতন ডাকৈর ।

পণপত্রবিধি ।

সপ্তম পূর্ব জ্ঞাপতি বরো দেখিয়া ।
জ্ঞাপতির দোঁহিজী কিনা নির্ণয়ে জানিহ
স্বত্বমতে শুদ্ধ কিনা জানিবে বিচারি ।
এমন পাত্রীর সহ সঙ্গক হির করি ॥

পাত্রী লিখু মোত্র ভিন্ন ভালমতে জানি
তবে সে সম্বন্ধ স্থির হইবে দাঁড়নি ॥
পাত্র পাত্রী হই পক্ষ হইলে মিলন ।
লেনা দেনা স্থির জন্য ঘটক কখন ॥
হুই পক্ষ কুল ভড়া বিচার করিয়া ।
লব্ধকের দোষ গুণ স্থানাদি দেখিয়া ॥
নিরপক্ষ ভাবে বদি ঘটকেতে কর ।
সুন্দর বুদ্ধিরা পণপত্র লিখতে চর ।

পণবিধি ।

বার তহা হয় বটে এক কড়া পণ ।
এক কন্যা পন হয় সমানে লিখন ৭
তিন কন্যা পণ আছে উক্ত সংখ্যা বিধি
ইহাই নিয়ম বটে বহু কালাবধি ।
সিদ্ধ সাধো পণেরবিধিনাহি ধরা গাথু
সোণা রূপা ভাবভাব বুঝে কবে কথা ।
পুত্র কন্যা উপলক্ষে করিয়া যমন ।
ধনের আকাঙ্ক্ষা করে অতি মূঢ়জন ॥
কুল পণ ভিন্ন যদি অর্থ লোভ হয় ।
মাংস বিক্রি ফল তার জন্মিবে নিপুণ ॥
কুলপণ কুলবিধি নিয়মে লইবে ।
ভৈষ্যিক অর্থ লাভে বিক্রিকল হবে ॥
পুত্র কন্যা ধারা করে অর্থের গ্রহণ ।
হাড়ি ডোব ভুল্য বখা চানার নন্দন ॥

ব্যবহার বিধি ।

পণের দশমভাগ হয় ব্যবহার ।
ঘটক কখন ইহা করিয়া নিচার ॥

সিদ্ধ সাধ্য ব্যবহার নাহি নিরূপন ।
কুলের সন্তোষ মতে দিবে সর্বক্ষণ ॥

দক্ষিণা বিধি ও কুলভাষ ।

বরের দক্ষিণা শাস্ত্রে আদি দক্ষিণ সোদা
সাধ্য হৈলে দিবে তাহা অন্নাধ্যৈতেমানে
অমৃত দক্ষিণাদিবে শাস্ত্রে আছে বিধি ।
দক্ষিণা দেওয়ার প্রথা আছে নিরবধি ॥
কড়া দান মহাদান সর্বশাস্ত্রে কর ।
কন্যাদান কুশ্যফল কিছুতেই নয় ॥
কন্যাদানে বর সদা বিষ্ণু কুল্য হন ।
তাহাকে সন্তোষ রাখা ঘটক বচন ।
এইত কারণে বর দক্ষিণাধিকারী ।
এক তহা নান সংখ্যা নিয়ম তাহাণি ॥
উক্ত সংখ্যা বাহা দিবেতাতে নাহিদোষ
কুল অঙ্গুসারে সদা করিবেক ভোষ ॥
দক্ষিণা ত্রিবিধরূপ পূর্ব নিরূপণ
বরের দক্ষিণা দিবে কন্যা পক্ষগণ ।
দানের দক্ষিণা দিবে দান দাতাজন ॥
তাহার লভ্যের ভাগী পুরোহিতগণ ।
গোত্রান্ত দক্ষিণা দিবে বর পক্ষ হৈতে
তাহার লভ্যের ভাগ পাবে পুরোহিতে
দানের দক্ষিণাসংখ্যা নাহি নিরূপণ ।
বেজাতে দক্ষিণা দিবে শাস্ত্রের কখন ॥
কুনিম কড়া গোত্রান্তরেদ্বিগুণ দক্ষিণ
আনেরআর্হাঅ্য আর দ্বিগুণ যোজন্য ॥
কুলীন প্রসিদ্ধাত্মানে পাইবে সম্মান ।
অকুলীন স্থান হৈলে নাহি হেন দান

উঠা পড়া পড়া বৈদ্যকুল ।

যদি থাকে আদি মূল ॥

তুহিঙ্গুর বিনাক চাই ।

শিরাল পদ পবি কাউ ॥

বাক্য পাঁচটি সঙ্গ এই অষ্টকুল ।

স্বান ক্রিয়া ভাবে রক্ষা বন্ধি বা নিম্নল
শক্তি পর জীবৎসাদি, খ্যাত হুহিনামে ।

বিনাকবিনমল, নরসিংহচাঁট, খ্যাতবক্তৃতাম
মহোজ্জ্বল সঙ্গ এই তিন কুলে রত ।

আদি হতে সমশ্রেণী সঙ্গ পরিচয় ॥

ক্রিয়া ভেদে আছে কিছু উত্তর বিশেষ
কৃৎকল সমতুল শুনি সবিশেষ ॥

ধারা প্রকরণ আদি নাম অতঃপরে ।

গুণীত চকল ক্রমে পঞ্জী অনুসারে ॥

কিন্তু পঞ্জী পূর্বে দাবা স্বানাজ্ঞার গেল

কিন্তু পঞ্জী স্তপচার বধায় না হল ॥

পূর্ক বংশনাম তথা রহিল পচাব ।

বংশ লিপি অনির্ণয়ে মানে পরিহাব ॥

নরসিং বিনাক হুহিনামে পরিচয় ।

আদি হতে বাস মেলেবংশ খ্যাতিবয় ॥

যে বংশের দাবা লিপি পঞ্জীতে না হল

একবংশ নামে খ্যাতি সর্বত্র রহিল ॥

তদাপিও তাব ভেদে কোন ২ স্থানে ।

বিশেষ বংশের নাম হয় দোষ গুণে ॥

সদ্ব্যবহারী পশুপতি শিবালীর কুল

ছুটী বিশেষ নাম হল ভাটী স্থলে ॥

আঠাপোড়া চৌইটা গুজা আদি নাম ভেদ

শিখালেতে নানা স্থানে ছিলেক প্রভেদ

বহুব্রত চিন্তামণি ভাটীদেশে শুনি ।

লিখিব কুলের তত্ত্ব সকানেতে জানি ॥

জগদীশ গুপ্ত নাম আছে ভাটীদেশে ।

খ্যাত নাম কুলতত্ত্ব লিখাবানে শেষে ॥

গুপ্তবংশনানা নাম আছেনানা স্থানে ।

আদিক্রিয়া বৈবোধা প্রবাদ গঠনে

বিদেশী বাগনি নাম বহুরাদি আর ।

ভাবভেদে নানা স্থানেররেছে প্রচার ॥

কোনকোন বংশপুন বঞ্জিতাদিযোগে

শিন্ননাম ধারী হয়ে রহিল বিযোগে ॥

কিন্তু ধারা নাম যার পঞ্জীতে না রত ।

মূলবংশ নাম তার লোপ নাহি দ্ব্য ॥

এইকণে বচবংশ নানা স্থানে গত ।

আদিবংশ নামে সঙ্গ আছে পরিচিত ।

বিপক্ষ করনা মূল কারো পরিহার ।

মূল ভাল বংশ কিন্ত নাম হল আর ॥

নরসিং বিনাক হুহিআছে নানা স্থলে

অন্ত বিনাবক আছে ববিসেন কুলে

বাঠধি ক্রিয়ায় দোষ হারাইলা কুল

বিভিন্ন হলেক সঙ্গ এক আদি মূল ॥

বিনাক নামেতে বংশ কোটালীপাড়ার

বস্তুরকাটীখেলসাকোঠা কনসীবাসওয়ার

কোন বিনারক এর আছে কোন স্থানে

লিখিত হইবে পরে ক্রমশঃ সন্ধানে ॥

বিনাক নামেতে বংশ বিক্রমপুরে বাস

আছে কোনকোনবংশ লিপিতে প্রকাশ

নরসিং দাসের বাস কোটালী পাড়ার

মাহলা ৬ ৫৫ শ্রী নগচিরা বিটনাম ॥

বাসন্তী খলিগাটাকাটা রপমণী আর ।
 বেলগাথান সিন্ধিকারী বহুধী বিস্তার ॥
 বিনাক্ মরসিং দুই হীন কণ্ট আরি
 পরম্পর নাকি আর তুল্য নিরবধি ॥
 অন্ন বৈদ্য মেলেঘারা পূর্বে এসেছিল
 ব্যবসায়ি হেতু মূলে স্বতঃ স্থান মিল ॥
 বংশ তেজ অঙ্গসারে চল স্থান ভাব ।
 মুখ্য মেল সন্নিকটে কুলের আভাব ॥
 বহুমানেন সমানীত কুলীন যাতারা ।
 কুলোচিত বহুমান লভিলেন তারা ॥
 কুলীন সংশ্রবে পুন মৌলিকের কুল
 কুল মেল মধ্যে মান লভিলা বিপুল ॥
 হৌলক্রিয়ে বহুক্রিয়ে যে করে সমান ।
 মূর্খ সে কুলীন শীঘ্র চূড়্য হয় মান ॥
 বিদ্যাধন মান অল্প সুভেজ শাসন ।
 কিহীনে বিরুদ্ধ শ্রোতে নিত্য আক্রমণ
 কুলীন কুটুম পুষ্ট যে মৌলিক নয় ॥
 প্রতি যোগী মেলে তার কুল ধরুহর
 দুই কুলে প্রভাকর বিনাক্ বিকর্তন ।
 মরসিংহে অরবিন্দ অতি সুশোভন ॥
 সেনহাটা আগে শ্রেষ্ঠ অরবিন্দ স্থান ।
 পাণ্টীফুই গোত্রযোগে সর্বোচ্চ মান ।
 হিজুহান পরগ্রাম খুড়েকা বিকর্তন ।
 আদি হতে অষ্ট কুল পাণ্টীঘর হন ॥
 অরবিন্দবিকর্তনে প্রভাকর আর লক্ষণে
 আদিত্য আর বিজুপদে কলুপুণ্ডরীক
 পীতাম্বর অষ্টকুল তুল্য নারি ছিল ।
 বিজু সহযোগে নাকি উদ্ধিত হইল ॥

পতিত উথানে হল। এত বলবান ।
 বাথানি সময়ে তারে অতি হৃতি মান ।
 নিজ বলে নিজ বুদ্ধি অনেকের হয় ।
 কুলসত্ত বুদ্ধি লাভ অতি শুভোদয় ॥
 উঠ। পড়া বৈদ্যের কুল ঘেই কথা ছিল
 ধন্য পীতাম্বর তার আদর্শ স্থাপিল ॥
 অপৰ্য্যায়ের বহু ক্রিয়া যিনি এই মেলে
 সংসিদ্ধ কুলের মধ্যে বাথানিসে কুলে
 কিন্তু হেন ক্রিয়া আছেকত না করিবে
 এক ক্রিয়া দোষে সর্বত্র হারাইবে ॥
 পালটী যোগেরহিরাছে প্রকৃতি না হত
 অনিলিত নিম্নক্রিয় প্রসিদ্ধ সে খাত
 রীতি মত ক্রিয়া পণ নিত্যমিতে হয় ।
 মহোজ্জল ভাব কুলে কিসেতার রয় ॥
 নিম্ন ক্রিয়া অল্প পণ ক্রিয়া পণ ধরে ।
 কুল ভেদে অল্প পণ ত্রি কস্তারহারে ॥
 অপৰ্য্যায়ের বহু ক্রিয়া মধ্য কুলে স্থান ।
 বিসিদ্ধ কুলের মধ্যে তাহার সম্মান ॥
 পাণ্টীযোগে আছে নহে প্রকৃতিবিক্ত
 প্রায় ক্রিয়াপনদাতা নিম্ন ক্রিয়াবিত ॥
 মহাকাল এইভাবে যে করে পোষণ ।
 বিসিদ্ধ হইতে হয় সংসিদ্ধ লক্ষণ ॥
 সুসিদ্ধ হইতে যারা মহোদয় হয় ।
 সংসিদ্ধ কুলজ শ্রেষ্ঠ গণ্য পরিচয় ॥
 সুসিদ্ধিসিদ্ধাদি হিত নিম্ন কুল হয় ।
 সুদীর্ঘ বিরামাতাবে বংশজ নিম্নয় ॥
 বহুকাল সাধ্য যোগেসাধ্য পাণ্টীকুল ।
 পন্নেন্ন মেলছেড়ে উর্দ্ধে না উঠিল ॥

কুলজ সাধোঃ শ্রেষ্ঠ হেম অষ্টকুল ।
 প্রসিদ্ধ শ্রোত্রীঃ গণো হল কুচ মূল ।
 বিক্রমে কুলীন মধ্যে যে বত নুতন ।
 ক্রিয়াভার দৃষ্টে যদি সমুজ্জল হন ॥
 প্রাচীন তুল্যতঃ জ্যোতিকিকিং অধিক
 কিন্তু মূল প্রকৃতিতে না হল অধিক ॥
 উচ্চ মণ্য নিয় কুল বিক্রমেতে বত ।
 ভাব তারতম্য তার লিখিব বা কত ॥
 বৈদ্যবল্লভের কোটা নিমের কপালে ।
 উজ্জল কাণ কুণ্ডল রামকর্ণ মূলে ॥
 গণ গজমতিভারে ঘোষ মহামতি ।
 কবি কণ্ঠ ভূষণে উজ্জল মহাপতি ॥
 আর যে যে কুল ক্রমে বিক্রমে আসিল
 কল্পানিতে নিত্য যারে তুল্যভাবে নিল
 সেই কুল সঙ্গে তার পালটা ভাবহর ।
 প্রকৃতিতে বহুগুণে উর্দ্ধ গতি হয় ॥
 ঘটক কাণের বংশ রামের কুণ্ডল ।
 স্থানদোষ ঈদ সর্ব স্থানে সমুজ্জল ॥
 নিশাদীপ তুণ্য সঙ্গাধারের জ্যোতি
 ভাবনির্ণয়েতে হল ভাবের সঙ্গতি ॥
 যাহা কিছু লিখিলাম ভাব গ্রন্থ ভাবে
 কহিবেন বিজ্ঞান দ্বারা নাহি ভেবে
 কারণে অপুণ্ডিত শির মহোজ্জল ছিল
 বিক্রমে আসিয়া কেন ভাবান্তর হল ॥
 কুল জ্ঞান জন্য ব্যস্ত নাহি ছিল কুল ।
 তাই দুখি ভাব হানী হয়ে উচ্চ মূল ॥
 ওখাখিঃ শ্রেষ্ঠ ভাব বাণবাদি হতে ।
 বড়দাস ছোট দাস হাজার ভোগেতে

শিবদাস বেক্সারানামে বিক্রমেতে খ্যাত
 শিবদাস পণ্ডিত ছিল। অতিক্রিয়া দ্বিত
 ত্রিপুরাদি কারো ২ শিব নিয় কুল ।
 নরাদি কেহবা কালে হারাইলা মূল ॥
 বাহা কিছু লিখিলাম স্থান ভাব মূলে ।
 শোধিবেন সাধুজন যদি থাকি তুলে ॥
 রাত্বে দেশে সেমহট্ট নাহি ধরেকুলে ।
 বঙ্গে মহোজ্জল কুল যশোহরাকুলে ॥
 গঙ্গ দাস নয় নামে সদা পরিচিত ।
 আর চারি মূল নামে আছে অব্যাহত ॥
 নঃশ ধারাভেদে বাধ ভাবভেদ নাই ।
 সবিশেষ নাম ভেদ দেখিতে না পাই
 গুণবংশে কাউ গুণ ত্রিপুরাদি আর
 বংশ ভাগ ভেদ নাহি বিশেষ বিজ্ঞান
 ত্রিপুরেতে মহাপতি অর্ধগুণ আর ।
 এই দুই নাম ভেদ হয়েছে প্রচার ॥
 ধারা ভেদে বাহাদের বহু ভাব ভেদ ।
 ধারা ভেদে আছে বহু নামের প্রভেদ

দাস বৈদ্য মোঃ গুল্যাগোত্র ।

১। চাউদাল তস্য তিনপুত্র ২।
 পুত্রদ্বয়, দিবাকর, নরদাস উক্ত ২য়
 পুত্রদ্বয় তস্য পুত্র ৩য় নরসিংহ
 তস্য চারিপুত্র ৪য় নরসিংহ, কার্ণ,
 রাম, মিমদাস উক্ত ৪য় নরসিংহ তস্য
 দুই পুত্র ৫য় প্রজাপতি ও ঈশান
 উক্ত ৫য় প্রজাপতির তিন পুত্র ৬য়
 অরবিন্দ, জয়দাস, বিজুদাস ।

ଉକ୍ତ ୫୩୧ କାର୍ଯ୍ୟଦାସ ତତ୍ୟା ପୁତ୍ର ।

୫୩୨ ରବିଦାସ ତତ୍ୟା ଚାରିପୁତ୍ର । ୫୩୩

ବାହୁଦେବ, କେଶବ, ପ୍ରଭାକର ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି

ଉକ୍ତ ୫୩୪ ବାହୁଦେବ ତତ୍ୟା ତିନିପୁତ୍ର

୫୩୫ ବାସନ୍ତ, ଉଷାପତି, ମୋକ୍ଷଦାସ ଉକ୍ତ

୫୩୬ ଉଷାପତିର ଛୁଇଁ ପୁତ୍ର । ୫୩୭

ଚଣ୍ଡୀବରଦାସ ଷଟକ ବିଶାରଦ ଓ ଜନାଦିନ

ଉକ୍ତ ୫୩୮ ଚଣ୍ଡୀବରଦାସ ତତ୍ୟାପୁତ୍ର ।

୫୩୯ ବଳଭଦ୍ର ତତ୍ୟାପୁତ୍ର ୫୪୦ ବିଦାଧନ

ତତ୍ୟାପୁତ୍ର ୫୪୧ ଅନିରୁଦ୍ଧ ତତ୍ୟା ଚାରି

ପୁତ୍ର ୫୪୨ କୁଳାନଳ, ନରହରି, ଗୋବିନ୍ଦ

ଚନ୍ଦ୍ରାଶବର, ଉକ୍ତ ୫୪୩ ନବବିଧି ତତ୍ୟା

ତିନିପୁତ୍ର ୫୪୪ ଶିବଦାସ ଓ ହରିଦାସ

ଓ ସଦୁଦ୍ଧନଦାସ ।

ଉକ୍ତ ୫୪୫ ଶିବଦାସ ତତ୍ୟା ଚାରିପୁତ୍ର

୫୪୬ ରାୟବରଦ ଓ ରାୟକୃଷ୍ଣ ଓ କାଳୀ

ଚରଣ ଓ ରାୟଗୋପାଳ ଉକ୍ତ ୫୪୭

ରାୟବରଦ ତତ୍ୟା ଚାରିପୁତ୍ର ୫୪୮ ହରି

ନାବାରଣ ଓ ରାୟଗାୟ ଓ ଅନନ୍ତରାମ ଓ

କୃଷ୍ଣରାମ ଉକ୍ତ ୫୪୯ ହରିନାରାୟଣର

ତିନିପୁତ୍ର ୫୫୦ ରାୟଶଙ୍କର ଓ ରାୟବୋହନ

ଓ ରାୟଧନ ଉକ୍ତ ୫୫୧ ରାୟଶଙ୍କର ତତ୍ୟା

୫୫୨ ପୁତ୍ର ୫୫୩ ରାୟଶଙ୍କର ଓ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର

ଓ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଓ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଓ ରାୟଗୁଣ୍ଡି ଓ

ରାୟବେଞ୍ଚ ଓ ମୋନୀଚନ୍ଦ୍ର ଓ ରାୟହୁଙ୍କର

ହୁଙ୍କର ଓ ଶତ୍ରୁନାଥ ତତ୍ୟା ଛୁଇଁପୁତ୍ର

୫୫୪ ଡେବଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଜଗତ୍ତତ୍ୟା ତିନି

ପୁତ୍ର ୫୫୫ ଶିବୀଶଚନ୍ଦ୍ର ଲବଡ଼ିପୁତ୍ର ଓ

ସହିଷଚନ୍ଦ୍ର ଓ କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର ଉକ୍ତ ସହିଷ

ଚନ୍ଦ୍ରର ଛୁଇଁପୁତ୍ର ୫୫୬ ଶ୍ରୀଧରଚନ୍ଦ୍ର ଓ

ହରେଶଚନ୍ଦ୍ର ଉକ୍ତ ୫୫୭ ଶ୍ରୀଧରଚନ୍ଦ୍ରର ପୁତ୍ର

୫୫୮ ଦୀନେଶଚନ୍ଦ୍ର ଯାଂ ଡକ୍ଟରୀବାଡ଼ୀ ।

ଉକ୍ତ ୫୫୯ ଶିବୀଶଚନ୍ଦ୍ର ତତ୍ୟାପୁତ୍ର ୫୬୦

ମନ୍ତ୍ରୀଶଚନ୍ଦ୍ର ଉକ୍ତ ୫୬୧ ଡେବଚନ୍ଦ୍ର ତତ୍ୟା

ପୁତ୍ର ୫୬୨ କାଳୀଚରଣ ତତ୍ୟାପୁତ୍ର ୫୬୩

ଓକ୍ତ ୫୬୪ ଯାଂ ଡକ୍ଟରୀବାଡ଼ୀ ।

ଉକ୍ତ ୫୬୫ ଶ୍ରୀମହାହୁଙ୍କର ତତ୍ୟାପୁତ୍ର ୫୬୬

ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ ତତ୍ୟାପୁତ୍ର ୫୬୭ ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ

ଓ ଚନ୍ଦ୍ରହରି ଉକ୍ତ ୫୬୮ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଣ୍ଡି ତତ୍ୟା

ପୁତ୍ର ୫୬୯ ଶ୍ରୀଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରଦାସ ଷଟକ

ଅଥା ଡାକ୍ତରୀର ଅର୍ଥାଂ ବୈଦ୍ୟକୂଳ ବିବରଣ

ପ୍ରକାଶକ ଯାଂ ବିଦଗ୍ରାମ ।

ଉକ୍ତ ୫୭୦ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ତତ୍ୟାପୁତ୍ର ୫୭୧

ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ୟାପୁତ୍ର ୫୭୨ ଡେବଚନ୍ଦ୍ର

ତତ୍ୟା ଛୁଇଁପୁତ୍ର ୫୭୩ କାଳୀଶଙ୍କର ଓ

ଓକ୍ତ ୫୭୪ ଉକ୍ତ ୫୭୫ କାଳୀଶଙ୍କର ତତ୍ୟା

ଛୁଇଁପୁତ୍ର ୫୭୬ ତାରାଶଙ୍କର ଓ ହରିନାଥ

ଯାଂ ପାଳଂ ।

୫୭୭ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ତତ୍ୟା ଛୁଇଁପୁତ୍ର ୫୭୮

କମଳାଚରଣ ଓ ରାୟକାନ୍ତାୟ ଉକ୍ତ ୫୭୯

କମଳାଚରଣର ଛୁଇଁପୁତ୍ର ୫୮୦ ନବଚନ୍ଦ୍ର

ଓ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ।

ଉକ୍ତ ୫୮୧ ରାୟଧନ ତତ୍ୟା ତିନିପୁତ୍ର

୫୮୨ କମଳାକାନ୍ତ ଓ ରାୟା ଯାଧବ ଓ

ନୀଳସିଂହ ଉକ୍ତ ୫୮୩ କମଳାକାନ୍ତର

ପୁତ୍ର ୫୮୪ ଓକ୍ତ ୫୮୫ ତତ୍ୟାପୁତ୍ର ୫୮୬

হুন্দকান্ত তস্যাপুত্র ২০ নং কাশীনাথ
উক্ত ১৭নং রাধা মাধব ভগ্নাপুত্র ১৮নং
পদ্মলোচন তস্য চারিপুত্র ১৯নং নবীন
চন্দ্র ও ক্ষীতিকন্দ ও কালীমোহন ও
গঙ্গা প্রসাদ সাং সোণাডাঙ্গ ।

১৫নং রামবাম তস্য তিনপুত্র ১৬নং
মধববাম ও কৃষ্ণবাম ও ভূর্গারাম উক্ত
১৬নং মাধববাম তস্য তিনপুত্র ১৭নং
জগদ্রাধ ও গঙ্গাধর ও মৃত্যুঞ্জয় উক্ত
১৭নং গঙ্গাধর তস্যচারিপুত্র ১৮নং রাম
সুন্দর ও রামকণ ও তিলকচন্দ্র ও
গোকুলচন্দ্র ৮নং বামকর্ণ তস্য চারি
পুত্র ১৯নং বৃন্দাবন ও রামকান্ত ও
অভয়চন্দ্র ও কমলাকান্ত উক্ত ১৯নং
রামকান্তের দুই পুত্র ২০নং নবকুমার
ও কৃষ্ণকুমার তস্যপুত্র অবনীমোহন
সাং বিদ্যগ্রাম ।

উক্ত ১৯নং বৃন্দাবন তস্যাপুত্র ২০নং
রামকুমার তস্য দুইপুত্র ২১নং ভূর্গা
মোহন ও চন্দ্রমোহন উক্ত ২১নং
ভূর্গামোহন তস্যপুত্র আনন্দমোহন সাং
কাশীবাটি ।

উক্ত ১৭নং মৃত্যুঞ্জয় তস্য তিন পুত্র
১৮নং জগদ্রক্ষ ও রামনিধি ও চণ্ডী-
চরণ উক্ত ১৮নং রামনিধি তস্য তিন
পুত্র ১৯নং মহেশচন্দ্রকবিশেষণ বৈষ্ণব
কুলাবলীরচক ও কাশীনাথ ও পদ্মনাথ
তস্য দুইপুত্র ২০নং দেবতীমোহন ও

মহেশমোহন উক্ত ২০নং দেবতীমো-
হন তস্য পুত্র ২১নং অমলেশু উক্ত
কাশীনাথ তস্য তিনপুত্র ২০নং ব্রহ্ম-
মোহন ও রাজমোহন ও বঙ্গলামোহন
উক্ত ২০নং রাজমোহনের পুত্র ২১নং
কুমোদ বিহারী উক্ত ১৯নং মহেশ-
চন্দ্র তস্য পুত্র হরিমোহন তস্য
তিন পুত্র ২১নং বিপিন বিহারী ও
কুঞ্জবিহারী ও ক্ষীবোদবিহারী সা
বিদ্যগ্রাম ।

১৫নং অনন্তবাম তস্য দুইপুত্র ১৬নং
যষ্টিবাম ও বিনোদরাম উক্ত যষ্টিরামের
তিন পুত্র ১৭নং উদয় নারায়ণ ও ধন-
জয় ও সুবলচন্দ্র উক্ত উদয়নারায়ণের দুই-
পুত্র ১৮নং কৃষ্ণনারায়ণ ও ধননারায়ণ
ও হরচন্দ্র ও চন্দ্রমোহন ও কাশীচন্দ্র
ও রামনিধি তস্য তিনপুত্র ১৯নং রাধা
নাথ ও কাশীনাথ ও কুপানাথ উক্ত
কাশীচন্দ্রের পুত্র ১৯নং গোবিন্দচন্দ্র
উক্ত কৃষ্ণনারায়ণ তস্য দুইপুত্র ১৯নং
জগদগ্নু ও দীনবন্ধু ১৭নং ধনজয়ের
দুইপুত্র ১৮নং বিশ্বনাথ ও পঞ্চানন
উক্ত বিশ্বনাথের পুত্র ১৯নং শ্রীনাথ
তস্যপুত্র ২০নং মহিমচন্দ্র ।

১৫নং রামকৃষ্ণ তস্য দুই পুত্র ১৫নং
জয়রাম ও রাধা বসন্ত উক্ত জয়রামের
পুত্র ১৬নং রামসন্তোষ তস্য তিনপুত্র -
১৭নং হরচন্দ্র ও জ্ঞানচন্দ্র ও রাম-

কানাই তস্যপুত্র ১৮নং জগতচন্দ্রদাস
মুনসেক সাং পালং ।

উক্ত ১৭নং ঈশানচন্দ্র তস্য ছইপুত্র
১৮নং উষাচরণ ও শ্রীমাচরণ উক্ত
হরচন্দ্রপুত্র ১৮নং মদনমোহন তস্য
পুত্র ১৯নং কামিনীচন্দ্র তস্যপুত্র
২০নং ভায়া প্রসন্ন সাং পালং ।

১৪নং কালীচরণ তস্য তিনপুত্র ১৫নং
শ্রীমাচরণ ও রামচরণ ও আদ্যারাম
উক্ত শ্রীমাচরণের পুত্র ১৬নং রাম
কিঙ্কর তস্য চারিপুত্র ১৭নং নিমচন্দ্র
ও প্রাণকৃষ্ণ ও বসন্ত ও কেবলকৃষ্ণ
উক্ত নিমচন্দ্রের পাঁচপুত্র ১৮নং মদন
মোহন ও গোপীচন্দ্র ও রাজমোহন ও
রাধামোহন ও উদয়চন্দ্র উক্ত মদন
মোহনের ছইপুত্র ১৯নং অভয়চরণ ও
ভারিনী চরণ তস্য ছই পুত্র ২০নং
ভগবতীচরণ ও পার্বতীচরণ উক্ত
অভয়চরণের পুত্র ২০নং মুকুন্দচরণ
সাং বেঙ্গা ।

১৭নং প্রাণকৃষ্ণ তস্য ছই পুত্র ১৮নং
গোপালকৃষ্ণ ও অম্বুকলচন্দ্র উক্ত
গোপালকৃষ্ণের ছইপুত্র ১৯নং রাজ-
কিশোর ও হরকিশোর তস্য ছইপুত্র
২০নং দীপবন্ধু ও জগদ্বন্ধু সাং বেঙ্গা ।

১৪নং রামগোপাল তস্য ছইপুত্র ১৫নং
রামহরি ও হৃদমদেব উক্ত রামহরির
চারি পুত্র ১৬নং আনন্দরাম ও রাম

হৃদয় ও রামহর ৭ কাকিনারায়ণ
উক্ত রামহরকের ছইপুত্র ১৭নং লোক
নাথ ও নবচন্দ্র তস্য ছইপুত্র ১৮নং
নীলকমল ও রামকমল উক্ত লোক
নাথের পুত্র ১৮নং হরচন্দ্র তস্য পাঁচপুত্র
১৯নং কালীকমল ও চন্দ্রকমল ও শশী
কমল ও কৃষ্ণকমল ও মদনকমল তস্য
২০নং প্রফুল্লকমল উক্ত শশীকমল তস্য
পুত্র ২০নং হরিপদ উক্ত চন্দ্রকমল
তস্যপুত্র ২০নং বসন্তকমল ১৯নং কালী
কমল তস্য ছইপুত্র ২০নং শ্রী
কমল ও শরতকমল সাং বেঙ্গা ।

১৩নং হৃদয়দাস তস্য তিনপুত্র ১৪নং
রমাকান্ত ওরফে অভিরাম ও রঘুদেব
বিবেকর ১৪নং রমাকান্ত তস্য পাঁচপুত্র
১৫নং নন্দরাম ও রূপরাম ও রত্ন
নারায়ণ ও মানিকচন্দ্র ও গজানারায়ণ
১৫নং নন্দরাম তস্য ছইপুত্র ১৬নং
চন্দ্রনারায়ণ ও রামধন ওরফে রাম
যোগী তস্যপুত্র ১৭নং রামমণি তস্য
পুত্র ১৮নং রামনাথ তস্য ছইপুত্র
১৯নং রামকমল ও হরকমল সাং বিষ্ণু-
গ্রাম ।

১৬নং চন্দ্রনারায়ণ তস্যপুত্র ১৭নং
রামরাজা তস্যপুত্র ১৮নং বসন্ত তস্য
ছইপুত্র ১৯নং কালীপ্রসন্ন ও ছর্গী
প্রসন্ন ও ভায়াপ্রসন্ন ও পুরুষপ্রসন্ন
ও শ্রীমাপ্রসন্ন ও হরপ্রসন্ন সাং বিষ্ণু-

গ্রাম । ১৫নং কপরাম তস্য চারিপুত্র ১৬নং জয়নারায়ণ ও গঙ্গাধর ও রাধাকান্ত ও রাধকান্ত ১৬নং গঙ্গাধর তস্য তিনপুত্র ১৭নং কেবলরাম ও নীলমণি ও শিবধর তস্য চারিপুত্র ১৮নং দীনবন্ধু ও আমিনচন্দ্র কবীন্দ্র ও ভগ্নহানচন্দ্র ও দুর্গাচরণ তস্য তিনপুত্র ১৯নং কেদারেশ্বর ও রত্নেশ্বর ও কুবনে শ্বর ১৮নং আনন্দচন্দ্র তস্য দুই পুত্র ১৯নং কামাখ্যাচরণ ও অনন্ত কুমার সাং বিদগ্রাম ।

১৭নং কেবলরাম তস্য দুই পুত্র ১৮নং চন্দ্রকান্ত ও উমাকান্ত তস্য দুই পুত্র ১৯নং সারদাকান্ত ও নিবারণ উক্ত সারদাকান্তের পুত্র অবনীকান্ত ।

১৬নং জয়নারায়ণ তস্য তিনপুত্র কনিষ্ঠ ১৭নং কৃষ্ণনাথ তস্য তিনপুত্র মধ্যম ১৮নং চন্দ্রনাথ তস্যপুত্র ১৯নং হারিকা নাথ দাস ষটক কবীন্দ্র তস্য দুইপুত্র ২০নং মহেন্দ্রচন্দ্র ও পঞ্চানন সাং বিদগ্রাম ।

১৫নং কল্পনারায়ণ ওরফে রামনর সিংহ তস্য দুই পুত্র ১৬নং রাজনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ উক্ত রাজনারায়ণের দুইপুত্র ১৭নং কালীশঙ্কর ও রাম-শোচন তস্যপুত্র ১৮নং নবকিশোর কবীন্দ্র তস্যপুত্র ১৯নং যোগেন্দ্রচন্দ্র তস্যপুত্র ২০নং অনাথরক্ষ সাং বিদগ্রাম

১৭নং কালীশঙ্কর তস্য পুত্র ১৮নং পূর্ণচন্দ্র তস্য পাঁচপুত্র ১৯নং নারায়ণ চন্দ্রদ স ষটক বিশারদ ও গিরীধচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র ও হরিশচন্দ্র ও ঈশান চন্দ্র তস্য পুত্র ২০ নং মনমোহন উক্ত হরিশচন্দ্রের তিনপুত্র ২০ নং হেমচন্দ্র ও বিরেন্দ্র চন্দ্র ১৯নং কৈলাস চন্দ্রের পুত্র ২০নং উপেন্দ্রচন্দ্র ১৯নং গিরীধচন্দ্র তস্যপুত্র ২০ নং মহেন্দ্র-চন্দ্র ১৯নং নারায়ণচন্দ্র তস্য তিন পুত্র ২০ নং ককনাকান্ত ও দেবেন্দ্রচন্দ্র ও বতীন্দ্রচন্দ্র সাং বিদগ্রাম ।

১৫নং মানিক চান্দ তস্য দুইপুত্র ১৬নং মৃত্যুঞ্জয় ও ব্রহ্মনাথ ১৬নং মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র ১৭নং কুলমণি তস্যপুত্র ১৮নং গোলোকচন্দ্র তস্য তিনপুত্র ১৯নং মহিমা চন্দ্র ও জ্ঞানচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র ঢাকা জজ কোর্ট উকিল তস্যপুত্র ২০নং উমেশচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র উক্ত মহিমচন্দ্রের পুত্র ২০নং যোগেন্দ্রচন্দ্র সাং বিদগ্রাম ।

১৬নং মধুসূদন তস্য দুইপুত্র ১৪নং রামকান্তদাস ষটক বিশারদ ও রঘুরাম তস্যপুত্র ১৫নং কৃষ্ণজীবন তস্য কনিষ্ঠ পুত্র ১৬নং রাজবল্লভ তস্য তিনপুত্র ১৭নং মানিকচান্দ ও লক্ষ্মীকান্ত ও শ্রীকান্ত তস্য দুইপুত্র ১৮নং রাম গোপাল ও গোবিন্দচন্দ্র তস্য দুইপুত্র

১৯নং জগন্নাথ ও নবনীচন্দ্র ১৭নং
মানিকচাঁদ তস্যপুত্র ১৮নং তালকচন্দ্র
তস্যপুত্র ১৯নং রামকৃষ্ণ তস্য পুত্র
২০নং দিনবন্ধু তস্যপুত্র ২১নং প্রসন্ন
কুমার সাং বরাইল।

১৪নং রামকান্ত তস্যপুত্র ১৫নং কৃষ্ণ-
রাম তস্য ছয়পুত্র ১৬নং ধনিরাম ও
রামদাস ও শ্রীমদাস ও মণিরাম ও
বিজয়রাম ও যুক্তানাম তস্যপুত্র ১৭নং
নীলকণ্ঠ তস্যপুত্র ১৮নং পীতাম্বর
তস্যদুইপুত্র কনিষ্ঠ ১৯নং মদন তস্য
তিনপুত্র ২০নং বিশ্বেশ্বর ও রত্নেশ্বর
ও তারকেশ্বর সাং সোনার রক।

১৬নং বিজয়রাম তস্য পুত্র ১৭নং
গঙ্গাপ্রসাদ তস্যপুত্র ১৮নং রামলোচন
তস্য দুইপুত্র ১৯নং গৌরমোহন ও
চক্রান্ত তস্যপুত্র ২০নং রজনীকান্ত
১৬নং শ্রীমদাস তস্য চারিপুত্র তৃতীয়
১৭নং জয়গোবিন্দ তস্যপুত্র ১৮নং
রামচন্দ্র তস্যপুত্র ১৯নং দুর্গাদাস
তস্য ছয়পুত্র ২০নং মহিমচন্দ্র ও হরি
মোহন ও প্যারিমোহন ও ভুবন ও
মিশি ও রমণী সাং বরাইল।

১৬নং রামদাস তস্য চারিপুত্র ১৭নং
বৈদ্যানাথ তস্যপুত্র দত্তক ১৮নং
কালীনাথ তস্য দুইপুত্র ১৯নং কৃষ্ণ
নাথ ও জগদ্বন্ধু তস্যপুত্র ২০নং
মহিমচন্দ্র তস্যপুত্র ২১নং হেমেন্দ্রচন্দ্র

উক্ত কৃষ্ণনাথ তস্য দুই পুত্র ২০নং
ব্রহ্মমণি ও পদ্মলোচন তস্যপুত্র নবীন
চন্দ্র সাং বিদগ্রাম।

১৬নং ধনিরাম তস্য দুইপুত্র ১৭নং
রামরত্ন ও রামগতি উক্ত রামরত্ন তস্য
পাঁচপুত্র ১৮নং রামজয় ও হরিনাথ
ও কালীকঙ্কর ও রমানাথ ও বিশ্বনাথ
উক্ত রমানাথের পুত্র ১৯নং মহেশচন্দ্র
সাং বরাইল।

১৮নং কালীকঙ্কর তস্য দুই পুত্র
১৯নং ভৈরবচন্দ্র ও কৃষ্ণমণি তস্যপুত্র
২০নং কালীপ্রসন্ন তস্য তিনপুত্র
২১নং উমেশ ও ফটিক ও উগেন্দ্র সাং
নয়না। ১৯নং ভৈরবচন্দ্র তস্য চারি
পুত্র ২০নং গুরুনাথ ও হরনাথ ও
আদিনাথ ও কামিনীনাথ উক্ত
গুরুনাথের পুত্র ২১নং কহিনী ও
রজনী ও রমণী উক্ত হরনাথের পুত্র
২১নং অবনী সাং বরাইল।

১৮নং হরিনাথ তস্যপুত্র ১৯নং কৃষ্ণনাথ
তস্য পুত্র ২০নং নিত্যানন্দ সাং ওখা।
১৮নং রামজয় তস্য দুইপুত্র ১৯নং
ক্রাশীনাথ ও চন্দ্রমোহন তস্যপুত্র
২০নং দুর্গাকুমার উক্ত কালীনাথের
পুত্র ২১নং রামকৃষ্ণ তস্যপুত্র ২২নং
অখিল সাং বরাইল।

১২নং গোবিন্দ তস্য পুত্র ১৩নং মহেশ
ও গণেশ ওরফে গগন তস্য দুইপুত্র

১৪নং রামনাথ ও রামদেব তস্যপুত্র
১৫নং রামকৃষ্ণ তস্যপুত্র ১৬নং রাম-
চন্দ্র তস্যপুত্র ১৭নং রাধাকান্ত তস্য
পুত্র ১৮নং পীতাম্বর তস্যপুত্র ১৯নং
কালীমাহন সাং বিদগ্রাম ।

১৪নং রামনাথ তস্য পুত্র ১৫নং রাজা-
কাম ও বীরনারায়ণ তস্য চারি পুত্র
১৬নং রামরাম ও রত্নেশ্বর ও কাশীশ্বর
ও বনেশ্বর তস্য তিন পুত্র ১৭নং
গোকুলচন্দ্র ও ভবানী প্রসাদ ও রাম-
লোচন তস্য দুইপুত্র ১৮নং গৌরমুন্দর
ও কালাচন্দ্র তস্য দুইপুত্র ১৯নং
বিষ্ণুচন্দ্র ও রামচন্দ্র উক্ত বিষ্ণুচন্দ্রের
দুইপুত্র ২০নং অরুণলাল ও মতিলাল
১৭নং ভবানী প্রসাদ তস্যপুত্র ১৮নং
নবকৃষ্ণ ও যুগলকৃষ্ণ তস্যপুত্র ১৯নং
তারিণীচরণ সাং কোটালী পাড়া ।

১৭নং গোকুলচন্দ্র তস্যপুত্র ১৮নং
জগন্মোহন তস্য পাঁচপুত্র ১৯নং
গোলোকচন্দ্র ও আলোকচন্দ্র ও রাম-
সেবক ও রামদয়াল ও কালীকঙ্কব
১৬নং রামরাম তস্য চারি পুত্র ১৭নং
চন্দ্রনারায়ণ ও শিবনারায়ণ ও বেণী
মাধব ও নীলমাধব তস্য পুত্র ১৮নং
গৌরচন্দ্র ওরফে গৌরাচন্দ্র তথ্য তিন
পুত্র ১৯নং কাশীচন্দ্র ও প্যারীমোহন
ও রামদয়াল তস্যপুত্র ২০নং বরদাচরণ
উক্ত প্যারীমোহনের পুত্র ২০নং অক্ষর

কুমার উক্ত কাশীচন্দ্রের পুত্র ২০নং
জাহ্নবীচরণ ১৭নং বেণী মাধব তস্য
পুত্র ১৮নং ভৈরবচন্দ্র তস্যপুত্র ১৯নং
তাবিনীচরণ তস্যপুত্র ২০নং মতিলাল
১৭নং চন্দ্রনারায়ণ তস্য পুত্র ১৮নং
রঘুনাথ তস্যপুত্র ১৯নং চন্দ্রকিশোর
সাং কীৰ্ত্তিপায়া ।

১৩নং মহেশ্বর তস্য পুত্র ১৪নং রাম
প্রসাদ ওরফে জয়দেব তস্যপুত্র ১৫নং
জাদবেন্দ্র তস্যপুত্র ১৬নং নীলকণ্ঠ
তস্যপুত্র ১৭নং সদাশিব তস্য পুত্র
১৮নং গুরুচরণ ও কালীনাথ তস্যপুত্র
১৯নং প্রিয়নাথ উক্ত গুরুচরণের পুত্র
১৯নং কৈলাসচন্দ্র ও গঙ্গাচরণ ও
জামাচরণ ।

বুয়িসেন ধন্বন্তরি গোত্র ।

১নং বুয়িসেন তস্য দুইপুত্র ২নং
পশুপতি ও কোকসেন উক্ত পশুপতি
তস্য পুত্র ৩নং শ্রবর তস্য তিন পুত্র
৪নং মহেশ্বর ও বনমাণী ও পুষ্পকেতু
উক্ত মহেশ্বরের দুইপুত্র ৫নং কৃষ্ণানন্দ
ও জগদানন্দ উক্ত কৃষ্ণানন্দের দুইপুত্র
৬নং শিবানন্দ ও ভবানন্দ শিবানন্দের
চারিপুত্র ৭নং কাশীনাথ ও বিশ্বনাথ
অনন্তরাম ও গোবীনাথ উক্ত বিশ্বনাথ
পত্রপাণি তস্য সাত পুত্র ৮নং রামকৃষ্ণ

ও রামগোপাল ও রামনারায়ণ ও
রামেশ্বর ও রত্নেশ্বর ও রত্নিরাম ও রাম-
জীবন উক্ত রামেশ্বর তস্য পুত্র ১০নং
ভবানীচরণ তস্য দুইপুত্র ১০নং রাজ-
বল্লভ ও রামবল্লভ উক্ত রাজবল্লভের
দুই পুত্র ১১নং মণিরাম ও যশস্বাম
তস্য দুইপুত্র ১২নং জীবনকৃষ্ণ ও
রামেশ্বর উক্ত জীবনকৃষ্ণের পুত্র ১৩নং
শিবনাথ তস্য তিনপুত্র ১৪নং ত্রিলোচন
ও মহেশচন্দ্র ও গোপীচন্দ্র উক্ত ত্রিলো-
চনের পুত্র ১৫নং অশ্বিনী উক্ত মহেশ-
চন্দ্রের দুই পুত্র ১৫নং বসন্ত ও অনন্ত
উক্ত গোপীচন্দ্রের পুত্র ১৫নং শশীচন্দ্র
তস্য পাঁচপুত্র ১৬নং তেল্লাডাকার ও
মহেশ ও ধ্রুবেন্দ্র ও উপেন্দ্র ও দেবেন্দ্র
সাং মধ্যপাড়া।

৪নং বনমাণী তস্য দুইপুত্র ৫নং
পরমানন্দ ও গোপাল উক্ত পরমানন্দ
তস্যপুত্র ৬নং পূর্ণানন্দ তস্য দুইপুত্র
৭নং গঙ্গানারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ উক্ত
গঙ্গানারায়ণের তিনপুত্র ৮নং রামজীবন
রামচরণ ও কৃষ্ণচরণ উক্ত রামচরণের
চারিপুত্র ৯নং রূপরাম ও নন্দরাম
ও রামনাথ ও রঘুনাথ তস্য দুইপুত্র
১০নং রামশঙ্কর ও রাজকৃষ্ণ উক্ত
রামশঙ্করের তিনপুত্র ১১নং রামজয়
ও রামরাজা ও রামগতি তস্য চারিপুত্র
১২নং ভৈরবচন্দ্র ও শঙ্কর ও গৌরচন্দ্র

তিলকচন্দ্র উক্ত শঙ্করের দুইপুত্র ও
এককন্ঠা ১৩নং মহিষচন্দ্র ও গো-
বিন্দচন্দ্র ও কন্ঠা শ্রীমতি ধূণী তস্য
পুত্র শ্রীকান্ত বিশারদ সাং সোণার রক্ষ
উক্ত তিলকচন্দ্র তস্য চারি পুত্র ১৩নং
দুর্গাচরণ পত্নী বিরামেশ্বরী ও অক্ষয়কুমার
পত্নী সরলা ও প্যারীমোহন ও দেবেন্দ্র
কন্ঠা পুত্রী ও অন্নদা ও জ্ঞানদা উক্ত
দুর্গাচরণ তস্যপুত্র ১৪নং সুরেন্দ্র সাং
মধ্যপাড়া।

ঘটক বর্ণন।

শ্রোত্রী কুলীনাদি আর ঘটক যেখানে
প্রসিদ্ধ সমাজ তাহা গণিত ব্রাহ্মণে ॥
শ্রোত্রী তুল্য বৈদ্য কুল বিবিধ কুলীন
কুলীন ঘটক কুল বিক্রমে আসীন ॥
তাই বশোহর মেল পরে অবস্থান।
বজ্রবৈদ্য বাসস্থান বিক্রমে প্রধান ॥
ম'নী হীনমানী ভেদ ঘটক করিল।
ঘটকসংস্পর্শে দেশ পতিত না হল ॥
বিক্রমে ঘটক বাস আদি বিদগ্ধ্যাম।
তথা হতে কেহ ২ যান ভিন্ন গ্রাম ॥
সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম এই ঘটকের নামে।
ঘটকের তিন ধারা বহে সেই প্রাণে ॥
ঘটক রিবেণী ক্ষেত্র গ্রাম বিদগ্ধ্যাম।
নাথগদা কীর্তিনাশ না করে নির্ণাম ॥
ঘটক বংশেতে বহু তেজ বহু জন।
অশ্লীলা দ্বারকানাথ করিল। বর্ণন ॥

যতক সন্তান বিক্রমপুর স্থান
আশ্রয় করিলা কত ।

অতি বচকণ কৃতী বহু জন
বিদগাম অবস্থিত ॥

একের সন্তান বহুতর স্থান
কমলঃ করিলা স্থিতি ।

কুলজ্ঞ প্রচুর বিদগাও বলুণ
টলিয়াড়ী অবস্থিতি ॥

রামকান্ত বর ত্যাজি বংশোদর
শুভকণে আগমন ।

কবি অয়েষণ বহু বৈদ্যগণ
করিলা কুল বন্ধন ॥

পঞ্জী অমুসারে ভাবাভান ধরে
করিলা ভাব নির্ণয় ।

কৃতী কত জনে কালানু সরণে
ক্রেমাগত সমুদর ॥

কুল পদ মূল ভূমি অর্থ বলে
হলা পত সন্ধানিত ।

ধরি শ্রোত পারা কুলোচ্ছল তারা
জন্মিলা বহু পণ্ডিত ॥

কৃষ্ণ রূপরাম মাণিক নাথবরাম
বড় ভূঞা কৃষ্ণ ছিলা ।

ছাড়ি গেলা গ্রাম কৃতী নাথবরাম
সেই শুদ্ধাঙ্গন নিলা ॥

রাম রত্নবর কৃতী গঙ্গাধর
কুল নিশারদ ছিলা ।

মুন্সী অগরণ বেন কুলনাথ
কুলবৃদ্ধি বিস্তারিলা ॥

অন্ননীরায়ণ জয়মুশোভন
বসিলা শ্রী বজপুরে ।

ভ্রাক্ষ অমুরোপে ত্যাজিয়ে বিরোধে
আসিলেন গ্রামে ফিরে ॥

কবি নীল মণি কাণ কুল মণি
ভিষক সুবিজ্ঞ অতি ।

বহুউপাঙ্গন বংশের পোষণ
করিলা সুজন কৃতী ॥

প্রবীণ রাম ডাক্তার মুন্সীচণ্ডীআর
শুণে উজ্জলিলা কুল ।

কুলের চর্ভাগা এমনমুখোপা
এতিন হৈলা নিস্কুল ॥

ছিলা গুণধর সুকবি শেখর
মহেশচন্দ্র সুমতি ।

দারিদ্র্য ভঞ্জন গুণ অগণন
কুণ্ডল শীর্ষেতে স্থিতি ॥

সত্য বিবরণ গ্রন্থ মুশোভন
নবকিশোর সজ্জিলা ।

অতি সুবিদান কবীন্দ্র আখ্যান
শ্রীনবকিশোর ছিলা ॥

মুন্সী কালীকান্ত অতিগুণবন্ত
সুবর্ণ বরণ তম্বু ।

আদর্শ বিক্রম সিংহ পরাক্রম
গোলোক ধরিত ধম্ব ॥

শ্রীভৈরব জ্ঞানী কৃতী কৃষ্ণমণি
শ্রীভূগা প্রসাদ বর ।

সাধুশিবেশ্বর ঘটক প্রবর
বহুজন মান্তধর ॥

ধর্ম্মে গুণ ধাম রামকৃষ্ণ নাম
বিজ্ঞ কুলজী পরারে ॥
নারায়ণ প্রভী কুলতত্ত্বনিধি
সবার বাখানে বারে ॥
কুল মান দানে উচিত বিধান
সমাজে পুঞ্জিত হবে ।
দানে মানে বলে প্রভাপ বিশালে
বিশেষ সুখ্যাতি লভে ॥

— ০ —

কাণবংস অবতংস কুলসর রাজহংস
কাশীনাথ তুল্য কাশীনাথ ।
আত্মপরহিতৈত্বী সুগভীর মহামতি
যে-ম স্বরণে সুপ্রভাত ॥
আদর্শ চরিত্যর পুতঙ্গা শ্রোতধার
কলঙ্ক বিহীন শমধর ।
সুগুরু ধীর গীতুর স্বন্দর সুরতিস্থির
বশঃ বার দিগদিগন্তর ॥
বিদ্যাধনকুলেশীলে সদাসুবলভিলে
নিরত-সুকৃতী মতি মান ।
বারগুণ গুণ ধর গাইলা শ্রীগৌরবর
প্রভাকর করিলা বাখান ॥
জনহিত পরতন্ত্র সাধিলা কত নামন্ত্র
সতত হইয়ে সুবতন ।
অদেশ নিদেশ বার ধরে গুরু গুণধার
বার ঋণে ঋণী বঙ্গজন ॥
রোগেপুত্রকল্যামরে পিতানাজানিতে-
পারে । পত্রিকা অভাবে সুসময় ।

অভাবকঠিতেদূর বাসনা, হইল প্রফুর
ব্যগিত হইলা সুজনর ॥
বহুআবেদনকৈরে খ্যাতিপত্রপ্রভাকরে
গ্রাম্যডাকে লাভ পরীক্ষার,
ঘটাইয়েঅকুষ্ঠান সাধিলা বেশেরত্রাণ
প্রভাকরে সুশশঃ প্রচার ॥
বিক্রমে পথ স্থাপন কন্যাপণবিনাশন
জন্তু কত করিল ঘটন ।
গ্রামেবিদ্যালয়স্থান অবশেষেঅভিধান
অস্ত্রাক্ষর মিলনে সৃজন ॥
করিলাঅনেকবিত্ত নানাছানেভূনিসক
ভ্রাতৃগণ সহ হয়ে একমন ।
পুত্রগণগুণেগায় রাখিতেকি পারেতাক
আলস্য কলহে বিসর্জন ॥
শ্রীশঙ্করভুজতার প্রবীনসহায় বার
কালী পদে মতি দৃঢ়তর ।
কাণকুল কুলমণি কনিকুল কর্ণমণি
কবীন্দ্র আনন্দ গুণ ধর ॥
তেজঃ পুঞ্জশ্রীমহিম দুর্দান্ত দমনেভীঃ
দেশ পরিব্যাপ্ত বশোধর ॥
সবলদক্ষিণ পাণি দীপ্তকুলোজ্জলমণি
বিখ্যাত উকীল শ্রীজগদ্র ।
স্বঘটক জরচন্দ্রে পুত্র শ্রীগিরীশচন্দ্র
কৃত নিদা ডিপুটী সুধীর ।
করিলেনকুলোরতি কুলকার্যেসদামতি
বরদার পদে মতি স্থির ॥
স্মরি তাহাদের পথ সুবশঃ পদসম্পদ
লভিতে, বাগিত সদাচিত ।

বিত্তভাবী বংশধর কবে কুল অগ্রসর
শ্রীদারিকানার্থের বাঞ্ছিত ॥

চন্দন দান ।

নব্যখালনবাণী সৌন্দর্য্যোতপরিণাটি
নিবাহ সভার স্মরণোত্তম ।
উপহারসভা জনে দিবেন পুণ্ড্রচন্দনে
কুলাচার্য্য দিবেন চন্দন ॥
কালের উচিতমান কুলাচার্য্যদিবেদান
কুলাচার্য্যে দিবেন উপদেশ ।
যেন সে আদর্শনিয়ম সব সচেষ্টিত হয়ে
উচ্চকুল পথে চলে দেশ ॥
সভাভঙ্গহলেপরে মানপাত্র লয়েকরে
ঘটক করিবে অধিকার ।
দ্বিগুণবিদায় তার জ্ঞাননীতি অমূল্য
ঘটক কার্য্যের মূল্যধার ॥
বজ্রবস্ত্র পুৰোহিতে বরবস্ত্র ঘটকেতে
পরদিন বিবাহান্তে পাবে ।
বাতায়তব্যায় আর সিধাদি বিদায় তার
রীতিমতে ঘটক পাইবে ॥
ঘটক অবিকার্য্যানে প্রবীনকুলীনগণে
মান পাত্র পাবে অধিকার ।
পূবাতন কথা শুনি ফেলে তাহা অসহেলি
সত্য ভব্য নব্য অকুয়ার ॥
ভায়ুদামপঙ্কহর কাফেরেরা নয় কর
ভায়ুক্রিয়া কর্ত্তহারে নাই ।
কাফেরের ক্রিয়া শুনি ছিল তারাহীনমানী
এখন আর দেখিতে না পাই ॥

বিষ্ণুদাসদেবেতুষ্ট শুনে হরমনে কহে
দেবাগ্নেতে বিষ্ণু তুষ্ট হয় ।
বলভঙ্গ বিষ্ণুভক্ত দেবে বিষ্ণু অমূল্য
দিসুপ্তানুগ ক্রান্তি নয় ॥
জটপুষ্ট বিষ্ণুদাস গোপনে প্রার্থ্য্যনাশ
ঘটক নিন্দার ফল তাই ।
বৈদ্যকুলমহামাত্র সর্ব্বদেশে আছে গণ্য
অবশেষে ঘটক দোহাই ॥
ভবপাহিতুল্য হয় উপরী গোঁরবী নয়
সত্য বস্ত্র বাহেবক বটে ।
পবীনমঙ্গলানন্দ সংগ্রামসী রাজামন্ত্র
মাধব অদৃষ্ট দোষ ঘটে ॥
কার্ত্তিকপুরনামি বলি মঙ্গলানন্দ কুতূহলী
তাহাতে সংগ্রাম দোষ অংশ ।
অতিশয় নিদার্য্য বস্ত্র দাসমধ্যে সত্যবস্ত্র
কুলজ্ঞ আছেন বিমর্শে ॥

রাজা সংগ্রাম সাহা ।

সংগ্রামসামহারাজা মহারাষ্ট্রে মহিভূজা
শালক্ষান গোত্রোত্তম শুনি ।
ফরিদপুর মধ্যেবার ছিল জমিদারী তার
বহুদেশে ছিলেম সম্মানী ॥
বঙ্গদেশী বৈদ্যগণে অতিশয় সম্মানে
বিনয়ে করিল নিবেদন ।
সংগ্রামসারাজাবলে হাম বৈদ্যদ্বিজকুলে
বিপ্রপদে কহিল বচন ॥
ব্রাহ্মণের নিম্নশ্রেণী সর্ব্বজাতি উর্দ্ধশ্রেণী
বৈদ্য আমি শুনি পরিচর ॥

কুসুমদমিত্রাণি ভোগিবপাপেরডাল

ধর্ম সাক্ষী প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় ॥

রাজারজামাতাহবে চিবসুখেদিনযাবে

মাধবের মনেতে পড়াশা ।

স্থানীয়ককুলীনসনে সমারোহনিসঙ্গনে

সম্মতিতে দিলেন হরসা ॥

প্রাণীন সংসর্গহবে তারকলঘ'রষাবে

অবশ্য লইব কন্যা দান ।

তাহাতেমাধববংশ কুলহলঅতিবংশ

সর্বদেশে তৈল হীন মান ॥

মাধবেররাজদোষ বগোক্তেতে অসম্বোধ

মাধবের কুল হৈল ক্ষয় ।

আত্মীয়বান্ধবছাড়ি হৈয়েনানাদেশান্তরি

মনেতে চঃিত ভাব রয় ॥

শালদায়নঅঙ্গার নৈকুণ্যঙ্গিরসআর

বাহ'স্পত্য সহ পঞ্চ প্রবর ।

সংগ্রাসসাপরিচয় সংক্ষেপেতেলিখায়

সব জন হইবে গোচর ॥

পরিণয় স্ত্র ও মেল বিচার ।

রাজ পুণে কত শত লোক হেটেবায় ।

সভাপরবারে কত নিত্য আসে যায় ॥

সুবেশ সূত্রেজ আর ভাগ্যশ্রী বাহার ।

লোক দৃষ্টি আকর্ষণে প্রণাম তাহার ॥

কেবা কোন বংশ ধর কে করে তালাস

তুণে কেন এক লিখি বংশের বিন্যাস ॥

নিজ বংশ নানা গুণে চিরোজ্জল থাকে

সকলেই মনে মনে এবাসনা রাখে ॥

কি উপায়ে হেনলক্ষ্য চির স্থির হয় ।

আন্দোলনে হবে সর্ব কর্তব্য নিশ্চয় ।

বংশ গতি মূলদেশে প্রকৃতিট মূল ।

তার সঙ্গে আর সব চেটী অল্পকূল ॥

বিচক্ষণ জন পুত্র মূর্খ মেলে যায় ।

অতীব মূর্খের পুত্র জগত জাগায় ॥

রাবল মতি বুদ্ধি নতী যেই নারী ।

ঈশ গুণ যোগ যুক্ত সন্তান তাহারি ॥

আম গাছে কড় নাহি নাহি ফলেজাম

মিঠাগাছে মিঠা চুকাগাছে চুকা আম ॥

তবে কিনা পিতামাতা উভয়ের ভাগে

তুল্য রূপ ভাগ নাহি সম্বন্ধেতে জাগে

তথাপিও নিবে সদা গুণাধিতা নারী ।

রূপ গুণ নহে জানি মেশ অমুমারি ॥

তবু সদা গুণাধিতা কনিবে গ্রহণ ।

কপ গুণ নাহি করে মেলাই অরণ ॥

কিন্তু গুণাধিতা যদি কুচরিতা হয় ।

গঙ্গোদকে মলযোগে নাহি কলোদয় ॥

নিচ মেলে গুণীকুল আছে বহুতর ।

উচ্চ মেলে বহু কুল গুণে লবুতর ॥

নিচ মেলে আছে বহু সূচরিত জন ।

উচ্চ মেল কতু হয় কলঙ্ক ভাজন ॥

সংসর্গ সর্বদা করে প্রকৃতিকে নাশ ।

প্রকৃতি হৈতেও হয় স্মেল বিনাশ ॥

তবু অর্ঘ্যেঘরে গুণ স্মেল সীমায় ।

অবিতর্কে কেই যেন কুমেলে না যায় ॥

সুনিজ মেলেতে ত্রিমা সংসর্গ-মহার ।

লজ্জা শাসনাদি যোগে স্মেল তাহার ॥

